# হাদীস কাহিনী

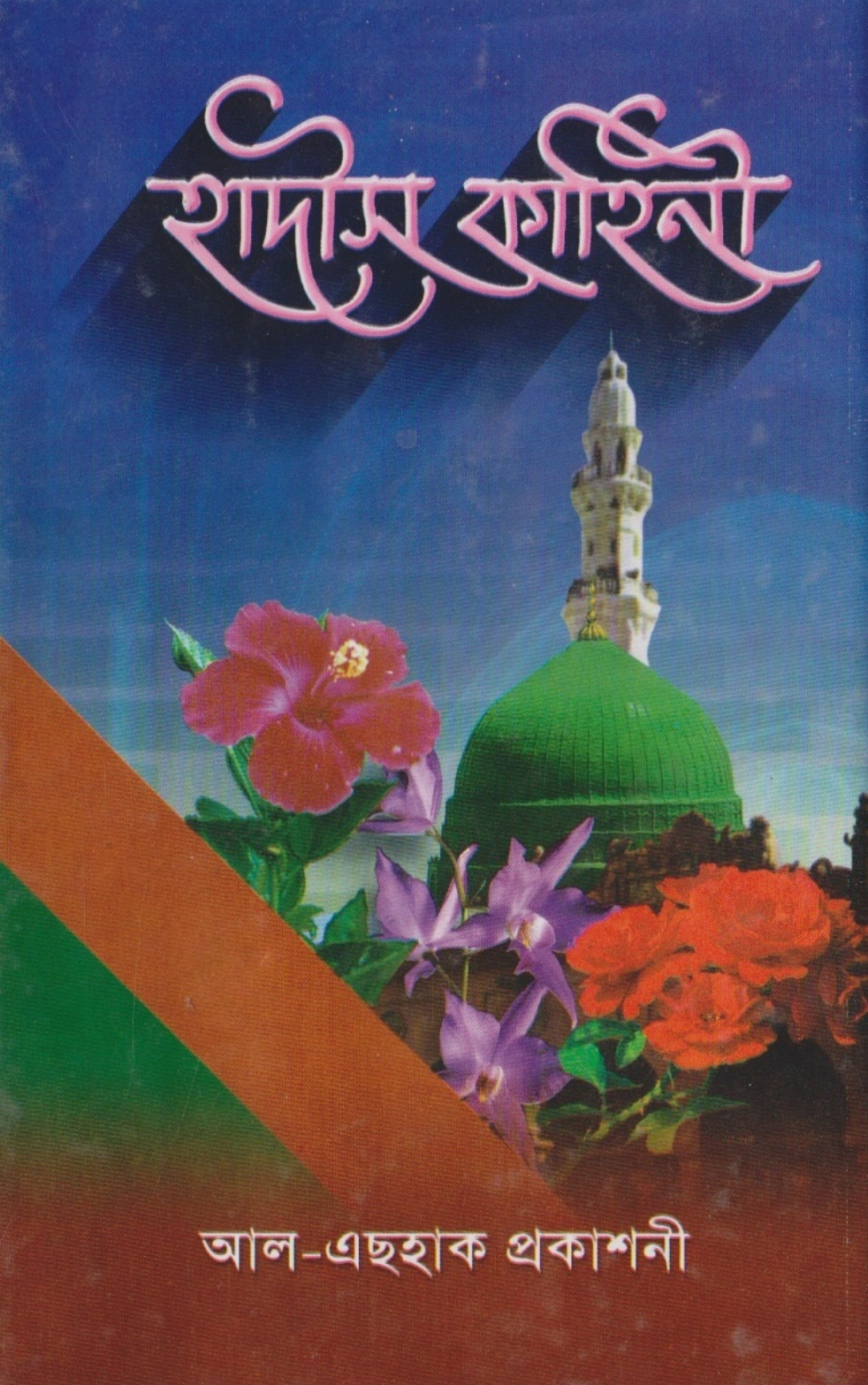

আল-এছহাক প্রকাশনী

# হাদীস কাহিনী

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

আল-এছহাক প্রকাশনী

www.pathagar.com

প্রকাশকাল : জুলাই ২০১৪

হাদীস কাহিনী : মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

প্রকাশক : তারিক আজাদ চৌধুরী
আল-এছহাক প্রকাশনী, বিশাল বুক কমপ্লেক্স
(দোকান নং-৪৫) ৩৭, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৩
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
০১৯১৬৭৪৩৫৭৭, ০১৯১৬৭৪৩৫৭৯

স্বত্ব : সংরক্ষিত

বর্ণ বিন্যাস : আল-এছহাক বর্ণসাজ

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান

মূল্য : ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র

984-837-014-5

www.pathagar.com

# উপহার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# শিরোনাম বিন্যাস


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ১. আল্লাহ সাক্ষী | ৭ |
| ২. নবী প্রেম | ৮ |
| ৩. উটের ফরিয়াদ | ৯ |
| ৪. ঈমানের চেতনা | ১০ |
| ৫. ত্যাগ | ১১ |
| ৬. ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা | ১২ |
| ৭. অকৃতজ্ঞতার পরিণাম | ১৬ |
| ৮. অহংকারের পরিণতি | ১৮ |
| ৯. আদর্শ | ১৯ |
| ১০. সুপারিশ | ২০ |
| ১১. অনির্বাণ | ২১ |
| ১২. সম্মানের উৎস | ২২ |
| ১৩. মূল্য | ২৩ |
| ১৪. ইবলিসের উপদেশ | ২৪ |
| ১৫. দানের মহিমা | ২৬ |
| ১৬. ঋণ | ২৭ |
| ১৭. গোশত হলো পাথর | ২৯ |
| ১৮. সম্মানিত অতিথী | ২৯ |
| ১৯. আজব মেহমানদারী | ৩১ |
| ২০. জাবির (রা) এর মেহমানদারী | ৩২ |
| ২১. আবু বকর (রা) এর মেহমানদারী | ৩৪ |
| ২২. আল্লাহ্‌র পথে লেখা হোক | ৩৬ |
| ২৩. অতৃপ্ত বাসনা | ৩৭ |
| ২৪. জান্নাতের আকাংখা | ৩৮ |
| ২৫. ভ্রাতৃ বন্ধন | ৩৯ |
| ২৬. আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব | ৪০ |
| ২৭. আল্লাহ্‌র ভয় | ৪১ |
| ২৮. দৃষ্টান্ত | ৪২ |
| ২৯. ক্ষমতা | ৪৩ |
| ৩০. ফায়সালা | ৪৪ |
| ৩১. দাঁতের বদলে দাঁত | ৪৪ |
| ৩২. বিচার | ৪৫ |
| ৩৩. ইনসাফ | ৪৬ |


www.pathagar.com

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ৩৪. ভালোবাসা | ৪৭ |
| ৩৫. অদ্ভুত ক্রেতা | ৪৮ |
| ৩৬. খেয়ানত | ৪৯ |
| ৩৭. হারাম উপার্জন | ৫০ |
| ৩৮. ভিক্ষা করা নিন্দনীয় | ৫১ |
| ৩৯. অমানবিক | ৫২ |
| ৪০. আর্তনাদ | ৫৩ |
| ৪১. উদ্ধার | ৫৬ |
| ৪২. বিবাদ | ৫৭ |
| ৪৩. তওবা | ৫৮ |
| ৪৪. আবু হুরাইরা (রা) এর মায়ের ইসলাম গ্রহণ | ৬০ |
| ৪৫. মায়ের কোলে শিশুর কথা | ৬১ |
| ৪৬. আত্মপ্রত্যয় | ৬২ |
| ৪৭. সত্যের জয় | ৬৩ |
| ৪৮. হযরত আলী কর্তৃক দীনার প্রাপ্তি | ৬৪ |
| ৪৯. ইহুদী আবু রাফির হত্যা প্রসঙ্গে | ৬৬ |
| ৫০. হযরত সা'দ(রা) এর বদদোয়া | ৬৮ |
| ৫১. ওষুধ | ৬৯ |
| ৫২. রাসূল (স) এর পেরেশানী | ৭০ |
| ৫৩. আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে কথোপকথন | ৭১ |
| ৫৪. রোম সম্রাটের অন্তরে ইসলামের প্রভাব | ৭২ |
| ৫৫. জীবে দয়া | ৭৪ |
| ৫৬. আলোর পরশ | ৭৫ |
| ৫৭. আল্লাহ সর্বশক্তিমান | ৭৭ |
| ৫৮. আমানতদারী | ৭৯ |
| ৫৯. অভিশাপ | ৮০ |
| ৬০. হক (অধিকার) | ৮২ |
| ৬১. অনুতাপ | ৮৩ |
| ৬২. হযরত ওমরের ইজতিহাদ | ৮৪ |
| ৬৩. বহিষ্কার | ৮৬ |
| ৬৪. কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা | ৮৭ |
| ৬৫. সাদকা | ৮৯ |
| ৬৬. পাথরের দৌড়ানো | ৯০ |
| ৬৭. সন্দেহ অপনোদন | ৯১ |


www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# আল্লাহ্ সাক্ষী

বনী ইস্রাইলের ঘটনা। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার টাকা চাইলো। ঋনদাতা সাক্ষী চাইলেন ঋণ গ্রহীতার নিকট। তখন ঋন গ্রহীতা উত্তর দিলো, এ ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। পুনরায় ঋনদাতা বললো ঃ তাহলে একজন জিম্মাদার উপস্থিত করুন। এবারও ঋণগ্রহীতা বললেনঃ 'আল্লাহ্র চেয়ে উপযুক্ত জিম্মাদার আর কে হতে পারে? তাই আমার জিম্মাদার হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' উত্তর শুনে ঋনদাতা খুশী হয়ে তাকে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে এক হাজার দিনার ঋণ দিলেন।

টাকা নিয়ে ঋণগ্রহীতা সমুদ্র পথে বাণিজ্য যাত্রা করলেন। বাণিজ্য করে প্রচুর লাভ হলো। এবার দেশে ফেরার পালা। সমুদ্রকুলে এসে জাহাজের সন্ধান করলো কিন্তু এমন কোন জাহাজ পেলো না যাতে নির্দিষ্ট সময়ে পৌছানো সম্ভব হয়। তখন বসে বসে আনমনে ভাবছে কিভাবে ওয়াদা ঠিক রাখা যায়। অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর সে এক টুকরা কাঠ নিলেন এবং ছিদ্র করে সেখানে এক হাজার টাকা ও একটি চিঠি ভরে ভালো করে ছিদ্রমুখ বন্ধ করে সমুদ্র কুলে দাঁড়িয়ে বললো ঃ 'হে আল্লাহ! ঋণদাতা আমার নিকট সাক্ষী ও জিম্মাদার চেয়েছিলো কিন্তু আমি বলেছিলাম সাক্ষী ও জিম্মাদার হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। এ কথায় সে রাজী হয়ে আমাকে টাকা ধার দেয়। যথা সময়ে আমি তার কাছে টাকা পৌঁছানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। তাই আজ আমার জিম্মা তোমার নিকট সোপর্দ করে দিলাম।'

একথা বলে সে কাঠটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে শহরে ফিরে এলো।

ওদিকে ঋণদাতা এই ভেবে সমুদ্র কুলে গেলো যে,'হয়তো আজ সে প্রত্যাবর্তন করতে পারে অথবা তার কোন সংবাদ পেতে পারে।' কিন্তু সমুদ্রকুলে এসে তিনি কোন জাহাজ দেখতে পেলেন না। এমনকি দিক দিগন্তে দৃষ্টি বুলিয়েও কোন জাহাজের সন্ধান পেলেন না। উঠে দাঁড়ালেন, বাড়ী ফিরবেন এমন সময় সামান্য দূরে এক খন্ড কাঠ ভেসে আসতে দেখে ভাবলেন ঃ 'খালি হাতে ফিরে গিয়ে কি লাভ, কাঠটি নিয়ে যাই জ্বালানী

www.pathagar.com

হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।' যাহোক কাঠটি নিয়ে বাড়ী এসে লাকড়ী করার জন্য তা চিরলেন। সাথে সাথে তার ভেতর থেকে এক হাজার দীনার ও পত্রটি বেড়িয়ে পড়লো। তখন পত্র পাঠে বুঝতে পারলো যে, এটি তারই পাওনা, ঋণ গ্রহীতা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অনেকদিন পর ঋণগ্রহীতা পুনরায় এক হাজার টাকা নিয়ে পাওনাদারের বাড়ীতে হাজির হলো। নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হওয়ার কারণ ব্যক্ত করলো এবং পাওনা টাকা ফেরৎ দিতে উদ্যত হলো। তখন ঋণদাতা বললেন ঃ 'তুমি কাঠের টুকরার মধ্যে করে টাকা পাঠিয়েছিলে। তোমার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা আদায় করে দিয়েছেন।' তখন সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে খুশীমনে এক হাজার টাকা নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলো।

**সূত্র ঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী 'কিতাবুল কাফালিতি' এ হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** নিয়ত সহীহ্ থাকলে সৎকাজে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে সে কাজ করার তৌফিক দেন। প্রতিশ্রুতি দিলে তা নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ করা মুমিনের কর্তব্য। আল্লাহ্ যে সর্বশক্তিমান এ ঘটনাও তার প্রমাণ।

**মাসয়ালা ঃ** আল্লাহ্ তো প্রতিটি বান্দারই নিরব সাক্ষী। তবু শরীয়ত যে সব ব্যাপারে সাক্ষী রাখার কথা বলা হয়েছে সে সব ব্যাপারে মানুষের মধ্য হতেই সাক্ষী নির্বাচন করতে হবে। নতুবা ঐকাজ বৈধ হবে না।

## নবী প্রেম

মক্কা থেকে মহানবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এলেন। এসে হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) এর বাড়ীতে উঠলেন। সে বাড়ীর পাশে কিছু পতিত জমি পড়েছিল, মহানবী তা কিনে নিয়ে মসজিদে নববীর ভিত্তি প্রস্তরস্থাপন করলেন। প্রথমে তা ছিলো কাঁচা মেঝ। মাটি ও পাথরের দেয়াল এবং খেজুর পাতার ছাউনির ছাদ। তখনো মসজিদে মিম্বার তৈরী হয়নি। নবী করীম (সা) একটি খেজুর গাছের কান্ডের উপর ভর গিয়ে খুৎবা দিতেন। এভাবে অনেক দিন চলে গেলো।

একদিন এক আনসারী মহিলা হুজুরে পাক (সা) এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার একটি গোলাম আছে, সে কাঠমিস্ত্রী। আপনি যদি অনুমতি দিন তবে এমন একটি জিনিস তৈরী করে

www.pathagar.com

দেই যার উপর আপনি বসে খুৎবা দেবেন।' নবী করীম (সা) অনুমতি দিলেন। তখন মহিলাটি গোলাম কে দিয়ে সুন্দর করে একটি মিম্বার তৈরী করে রাসূল (সা)এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। মিম্বারটি মসজিদে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করা হলো।

শুক্রবার। রাসুলে আকরাম (সা) যথানিয়মে খুৎবা দানের জন্য মিম্বরে উঠে বসলেন। তখনি শুরু হলো কান্না। কী করুণ সেই কান্না! মনে হলো, দুঃখের আতিশয্যে সে ফেটে যাবে। সবাই লক্ষ্য করে দেখলো, কান্নার আওয়াজ বেরুচ্ছে সেই খেজুর গাছের কান্ড হতে। যেখানে ঠেস লাগিয়ে সরদারে দো আলম (সা) খুৎবা দিতেন। কান্না শুনে দয়াল নবী মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন এবং ঐ কাষ্ঠ খন্ডটি জড়িয়ে ধরে হাত বুলাতে লাগলেন। তখন তা এমনভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো যেমন কেউ ক্রন্দনরত কোন শিশুকে আদর করতে গেলে সে ফুফাঁতে থাকে। এমন করে আদর করতে করতে অবশেষে তার কান্নাবন্ধ হয়ে গেলো।

সূত্র ঃ সহীহ্ আল্ বুখারী ও সহীহ্ আল্ মুসলিম।

**শিক্ষা ঃ** শুধুমাত্র জীবজগতেই নবী প্রেম ছিলোনা। জড় জগতে ও যে নবী প্রেম ছিলো উপরোক্ত ঘটনাটি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। সত্যিকথা বলতে কি নবী প্রেমই মুক্তির একমাত্র সোপান।

## উটের ফরিয়াদ

প্রতি দিনের মতো সেদিনও মহানবী (সা) তাঁর সহচরদের নিয়ে বসে আছেন। বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ করছেন। এক পাশে হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুর্‌রা (রা) বসা। এমন সময় একটি উট দ্রুত বেগে দৌড়ে এসে নবী করীম (সা) এর সামনে বসে পড়লো। তখন তার দুচোখ থেকে অশ্রুর বন্যা বইতে লাগলো। দয়াল নবী উটের নিরব ফরিয়াদ বুঝতে পারলেন। সাথে সাথে হযরত ইয়াহ্ইয়া (রা) কে বললেন ঃ 'যাও, দেখো এ কার উট। এর সাথে কোন দুর্ব্যবহারের কারণেই এ কাঁদছে।' খবর নিয়ে দেখা গেলো উটটি একজন আনসারীর। তখন ঐ আনসারীকে মহানবী (সা) এর দরবারে হাজির করা হলো।

হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার এ উটের অবস্থা কি? সে কাঁদে কেন?'

www.pathagar.com

**আনসার সাহাবী বললেন ঃ** 'আমিতো জানিনা সে কেন কাঁদছে। তবে আমি তার দ্বারা অনেক কাজ করিয়েছি। আমার খেজুর গাছ ও বাগানগুলোতে পানি দেয়ার জন্য তার পিঠে পানির মশক বহন করেছি। কিন্তু এখন আর সে কোন কাজ করতে পারে না, বুড়ো হয়ে গেছে,তাই তার শরীরের শক্তিও কমে গেছে। আমরা গতরাতে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ওটাকে যবেহ্ করে গোশ্ত ভাগ করে নেবো।'

একথা শুনে দয়াল নবী মেনে নিতে পারলেন না। তিনি আনসার সাহাবীকে দুটো প্রস্তাব দিলেন॥বললেন ঃ তোমরা ওকে যবেহ করো না। আমাকে বিনা মূল্যে দাও অথবা আমার নিকট বিক্রি করো।

প্রস্তাব শুনে ঐ সাহাবী লজ্জিত হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি এটা বিনামূল্যে গ্রহণ করুন।

তখন নবী করীম (সা) উটটির উপর বাইতুল মালের ছাপ লাগিয়ে বাইতুল মালের পশুদের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

**সূত্র ঃ** মুসনাদে আহমাদ থেকে তারগীব ও তারহীব এবং যাদে রাহ গ্রন্থে সংকলিত হাদীস অবলম্বনে রচিত।

**শিক্ষা ঃ** হযরত মুহম্মদ (সা) যে বিশ্বনবী তা বনের পশুপাখী পর্যন্ত চিনেছে এবং তাদের কাজের মাধ্যমে তার স্বীকৃতি দিয়েছে। আর রাসূলে আকরাম (সা) শুধু মানুষের জন্যই দয়ালু ছিলেন না বরং সমস্ত সৃষ্টির উপর ছিলো তার পূর্ণ দরদ। তাছাড়া মানুষ যেমন সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে এবং সুখের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় তদ্রুপ পশু পাখীও সুখ-দুঃখ অনুভব করে এবং তারাও সুখ শান্তি চায়। বস্তুতঃ মানুষ ও জীবজন্তুর সুখ-দুঃখ প্রকাশের প্রক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে কিন্তু অনুভূতি এক।

## ঈমানের চেতনা

উহুদের অন্যতম শহীদ হানযালা (রা), ফেরেশতাগণ যার গোসল দিয়েছেন। নাম শুনেনি এমন ব্যক্তি মনে হয় খুব কমই আছে। সেই হানযালা (রা)-এর সাথে একদিন হযরত আবু বকর (রা) এর দেখা। তিনি হাটতে হাটতে হানযালার বাড়ীর নিকট গিয়েছিলেন। হানযালা (রা)কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কেমন আছ হানযালা।'

www.pathagar.com

উত্তর এলঃ 'হান্‌যালা মুনাফিক হয়ে গেছে।'

উত্তর শুনে হযরত আবু বকর (রা)এর তো আক্কেল গুড়ুম'। বললেন ঃ 'সুবহানাল্লাহ্! কি বলছো তুমি?'

হানযালা বললেনঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খেদমতে থাকলে তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলে উপদেশ দেন। তখন আমরা যেন তা আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাই। কিন্তু যখন তাঁর কাছ হতে চলে আসি এবং স্ত্রী সন্তান ও ধন সম্পদের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কথাই ভুলে যাই।'

শুনে আবু বকর (রা) বললেন ঃ 'আমার অবস্থাও তো তাই।' অতঃপর দু'জনে মিলে নবী করীম (সা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের অনুভূতির কথা বললেন। নবী করীম (সা) বললেন, ' সেই আল্লাহ্‌র কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা সারাক্ষণ আমার কাছে থাকতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ করতে থাকতে,তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় এবং চলাচলের রাস্তায় তোমাদের সাথে করমর্দন করতো। কিন্তু হানযালা! এটাই মানুষের স্বাভাবিক নিয়ম যে, মানুষ এক সময় এক রকম এবং অন্য সময় আরেক রকম হয়ে থাকে। রাসূল (সা)-এর কথায় এবার তারা আশ্বস্ত হলেন।

সূত্র ঃ সহীহ্ আল মুসলিম ও রিয়াদুস সালেহীন।

**শিক্ষা ঃ** প্রতিটি মহূর্তেই সাহাবাগণ ঈমানের ব্যাপারে তটস্থ এবং পরকালের চিন্তায় বিভোর থাকতেন। একজন সত্যিকার মুমিনের পরিচয় হচ্ছে সর্বদা তার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় বিরাজমান থাকবে। আর সে আলোকেই তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

## ত্যাগ

শীতের সকাল। কনকনে শীত। সাথে হিমেল হাওয়া শীতের তীব্রতা যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সারাদিন এবং রাত উপোস আছেন আলী (রা)এর পরিবার। শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য ঘরে তেমন কাপড়ও নেই। ছোট এক টুকরা পশমী কাপড় ছিলো সেটাকে কোন রূপে গলায় ও বুকে জড়িয়ে হযরত আলী (রা) বাইরে বেরুলেন। শীতের তীব্রতায় ঠক ঠক করে কাঁপছেন এবং হাটছেন। হাটেন আর ভাবেন কোথায় যাবেন

www.pathagar.com

কি করবেন। রাসূল (সা) এর নিকট যদি কিছু থাকতো তবে তৎক্ষণাৎ তা তিনি পাঠিয়ে দিতেন। তবু তিনি রাসূলে আকরাম (সা) এর মসজিদের দিকে হাটা শুরু করলেন।

এসে দেখেন হুজুরে পাক (সা) এর খেদমতে একদল সাহাবী বসে আছেন। এমন সময় হযরত মাসয়াব ইবনে উমাইর (রা)ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। একটি সাধারণ মোটা সুতি চাদর গায়ে। তাতে জায়গায় জায়গায় চামড়া দিয়ে তালি লাগানো।

যে যুবক কিছু দিন পূর্বেও রোম এবং পারস্য থেকে আমদানীকৃত রেশমী কাপড় ছাড়া ব্যবহার করতোনা। পিতার একমাত্র সন্তান। বিশাল বিত্ত বৈভবের মধ্যে সোনার চামচ মুখে নিয়ে যার জন্ম। আযৌবন যার কেটেছে বিচিত্র ভোগ বিলাসের মধ্যে। সুদূর পারস্য হতে আমদানী করা হতো সুগন্ধি দ্রব্য। কোথাও রওয়ানা দিলে হাজার গজ দূর হতে মানুষ বুঝতে পারতো, এ রাস্তা দিয়ে মাসয়াব ইবনে উমাইর (রা) যাচ্ছেন।

সেই মাসয়ার ইবনে উমাইর (রা)কে আজ এ অবস্থায় দেখে নবী করীম (সা) তাঁরদিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেললেন। তাঁর দু'গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো অশ্রু ধারা। কিন্তু যিনি এতো বড়ো ত্যাগ স্বীকার করে স্বেচ্ছায় এ জীবন বেছে নিলেন তার মুখে ছড়িয়ে আছে প্রসন্নের হাসি।

**সূত্র ঃ** তারগীব ও তারহীবের হাওলা দিয়ে 'যাদেরাহ' গ্রন্থে সংকলিত এবং হযরত আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** যারা আখিরাতের সাথে জীবনের সম্পর্ক জুড়ে দেয় তারা এ পৃথিবীতে কঠিন পরীক্ষার মধ্যেই আখিরাতের দিকে অগ্রসর হয়।

## ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

কোন এক রাজ্যে এক বাদশাহ্ ছিলো। তার সভাসদদের মধ্যে একজন যাদুকর ছিলো। একদিন সে যাদুকর বাদশাহ্কে বললো ঃ

'হুজুর আমি বুড়ো হয়ে গেছি। কখন মরে যাই তার তো কোন ঠিক নেই। তাই আমি চাই আপনি আমাকে একটি বালক দিন। যেন আমি তাকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে আমার স্থলাভিসিক্ত করে যেতে পারি।'

www.pathagar.com

বাদশাহ্ তাঁর রাজ্যের মেধাবী এক বালককে তার নিকট পাঠালেন। যাদুকরের বাড়ী যেতে যেতে বালকটি পথে এক খৃষ্টান দরবেশের সাক্ষাৎ পেলো। দরবেশের কথাবার্তা শুনে সে মুগ্ধ হয়ে গেলো। তাই প্রতিদিন যাদুকরের বাড়ী যাতায়াতের সময় বালকটি দরবেশের নিকট বসতে লাগলো।

একদিন যাদুকর টের পেয়ে গেলো এবং বালককে অনেক মারপিট করলো। পরদিন বালকটি দরবেশকে পুরো ঘটনা খুলে বললো। দরবেশ তাকে পরামর্শ দিলো ঃ 'যখন তোমার যাদুকরের জিজ্ঞাসাবাদের ভয় হবে তখন তাকে বলবে, আমার পরিবারবর্গ আমাকে আটকে রেখেছিলো। আর– যখন তোমার পরিবারবর্গের জিজ্ঞাসাবাদের ভয় হবে তখন বলবে,যাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিলো।'

এভাবে অনেক দিন চল্লো। একদিন বালকটি যাদুকরের বাড়ীর দিকে যাওয়ার সময় পথের মধ্যে এক বিরাট হিংস্র জানোয়ার দেখলো। পথের মাঝে দাঁড়িয়ে লোকদের চলাচলের পথ আটকে রেখেছে। বালকটি তখন মনে মনে বললোঃ ' আজ আমি দেখে নেবো কে বড়? যাদুকর না দরবেশ।'

তাই সে একখন্ড পাথরের টুকরা হাতে নিয়ে বললোঃ ' হে আল্লাহ্! দরবেশের কাজ যদি যাদুকরের কাজ হতে তোমার নিকট বেশী প্রিয় হয়,তবে এ জানোয়ার মেরে ফেলো, যাতে লোকেরা পথ চলতে পারে।' একথা বলে পাথরটিকে জানোয়ারের দিকে নিক্ষেপ করলো। জানোয়ার টি পাথরের আঘাতে মারা গেলো। অতঃপর সে দরবেশের নিকট এসে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলো। দরবেশ শুনে বললো ঃ

'হে প্রিয় বালক! আজ তুমি আমার চেয়ে উত্তম। তোমার ব্যাপারটা এখন আমার মতে,(ইলমে মারেফাতের) একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌছেছে। অচিরেই তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি তুমি পরীক্ষায় পড়ে যাও তবে আমার সন্ধান কাউকে দেবে না।'

বালকটি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করতে পারতো। তাছাড়া মানুষের সব রোগের চিকিৎসা সে করতো। সারাদেশে তারা সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। বাদশাহ্র দরবারের এক অন্ধ একথা শুনে অনেক উপঢৌকন দিয়ে ঐ বালকের নিকট উপস্থিত হয়ে তার অন্ধত্ব ভালো করে দিতে অনুরোধ করলো। বলকটি বললো ঃ 'আমি কাউকে আরোগ্য দান করতে পারি না।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ই আরোগ্য দান করেন। যদি তুমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনো তবে আমি তাঁর নিকট দোয়া করবো তিনি আরোগ্য দান করবেন।' তখন সে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনলো। আল্লাহ্ তাকে ভালো করে দিলেন।

ভালো হয়ে বাদশাহ্র দরবারে গেলে, বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কে তোমাকে ভালো করে দিলো?' লোকটি উত্তর দিলো ঃ 'আমার প্রভু (রব)।' কৌতুহলী হয়ে বাদশাহ্ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কে তোমাকে ভালো করে দিলো? খুলে বলো।' সে পূর্বের মতোই উত্তর দিলো। 'আমার রব আমাকে ভালো করেছেন।' বাদশাহ্ বললেন ঃ 'আমি ছাড়াও তোমার আরো রব আছে?' লোকটি বললো ঃ 'আল্লাহ্ই আপনার এবং আমার রব।'

এ কথা শোনে বাদশাহ্তো রাগে আগুন। শুরু করলো ঐ লোকটির উপর অমানুষিক নির্যাতন। এক পর্যায়ে লোকটি বালকের কথা বলে দিলো। তখন বালকটিকে ধরে এনে বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'হে প্রিয় বালক! তোমার যাদুবিদ্যার খবর পৌঁছেছে যে তুমি নাকি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করো এবং এটা সেটা আরো কতো কি করে থাকো?'

বালকটি বললো ঃ 'আমি কাউকে আরোগ্য দান করতে পারি না বরং আল্লাহ্ই আরোগ্য দান করেন।'

একথা শুনে বাদশাহ্ ঐ বালককেও শাস্তি দিতে শুরু করলেন। নির্যাতনের এক পর্যায়ে অবচেতন মনে বালকটি দরবেশের কথা বলে ফেললো। এতে বাদ্শাহ্র সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো দরবেশের উপর। দরবেশকে এনে বাদশাহ্ তাঁকে তাঁর দ্বীন থেকে ফিরে আসতে বললো। দরবেশ অস্বীকার করায় বাদশাহ্ করাত এনে দরবেশকে মাথা থেকে চিরে আলম্ব দ্বিখন্ডিত করে ফেললো। তারপর বাদশাহ্ তার দরবারের সেইলোকটিকে দ্বীন ত্যাগ করতে বললো। সে অস্বীকার করায় তাকেও করাত দিয়ে দু'টুকরো করে ফেলা হলো। এবার বালকটির পালা। তাকেও আগের দু'জনের মতো দ্বীন ত্যাগ করতে বলা হলো। সে অস্বীকার করায় বাদশাহ্ আরো রেগে গেলেন।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, একে আরো কষ্ট দিয়ে হত্যা করবো। তাই বিশ্বস্ত কয়েকজন লোকের হাতে সোর্পদ করে বললেন ঃ 'তোমরা তাকে অমুক

www.pathagar.com

পাহাড়ে নিয়ে উঠাও। যখন তাকে নিয়ে পাহাড়ের উচ্চ শিখরে উঠবে তখন তাকে আরেকবার সুযোগ দেবে। যদি সে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে তবে পাহাড় থেকে ফেলে তাকে হত্যা করবে।'

যখন তারা বালকটিকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলো,তখন ছেলেটি বললো ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও এদের কবল হতে আমাকে মুক্ত করো।' তখন ভীষণভাবে পাহাড় দোলতে লাগলো এবং বাদশাহ্‌র অনুচরগণ পাহাড় থেকে পড়ে মরে গেলো। ছেলেটি এসে বাদশাহ্‌র নিকট গেলে বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করলোঃ ' তোমার সাথীরা কোথায়?' বালক বললো ঃ 'তাদের ব্যাপারে আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।'

এবার বাদশাহ্ আরো কতিপয় অনুচরকে বললো ঃ 'একে নিয়ে যাও। একটি ছোট নৌকায় উঠিয়ে মাঝ নদীতে ডুবিয়ে মারো।' যখন তাকে নিয়ে নদীর মাঝে গেলো, তখন বালকটি বললো ঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি যেভাবে চাও এদের কবল হতে আমাকে রক্ষা করো।' সাথে সাথে নৌকাটি তাদের নিয়ে ডুবে গেলো। বালকটি রক্ষা পেয়ে বাদশাহ্‌র নিকট চলে এলো। বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার সাথীদের অবস্থা কি?' বালক বললো ঃ 'তাদের হাত হতে আমাকে রক্ষা করতে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট হয়েছেন।'

তারপর সে বাদশাহকে বললো 'যদি আমাকে মারতেই চান তবে একটি কাজ আপনাকে করতে হবে।' বাদশাহ্ কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সে কাজটি কি?'

সে বললো ঃ 'একটি মাঠে লোকদেরকে একত্রিত করে আমাকে শূলের উপর উঠান এবং আমার তুনীর হতে একটি তীর আপনার ধনুকে লাগিয়ে বলুন, বিস্‌মিল্লাহি রাব্বি গোলাম (বালকটির রব সেই আল্লাহ্‌র নামে তীর নিক্ষেপ করছি)। তীর নিক্ষেপ করুন। তাহলে আমাকে মারতে পারবেন।'

তখন বাদশাহ সারা রাজ্যে ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিলো নির্দিষ্ট দিনে এক নির্দিষ্ট মাঠে সকল লোককে উপস্থিত হতে। বহু লোক উপস্থিত হলে তারপর বাদশাহ বালকের পরামর্শ অনুযায়ী সেই কথা বলে তীর নিক্ষেপ করলো। এতে বালকের কানের কাছে মাথার মধ্যে তীর গেঁথে বালকটি মারা গেলো। সাথে সাথে মাঠে উপস্থিত সমস্ত জনতা চীৎকার দিয়ে বলে উঠলো ঃ

www.pathagar.com

'আমরা বালকটির রব আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম।' শোনে বাদশাহ্‌র সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়লো জনতার উপর। সভাসদকে নির্দেশ দিলো ঃ 'বড়ো করে একটি গর্ত করে সেখানে আগুন জ্বালাও। তারপর যারা দ্বীন থেকে না ফেরে তাদেরকে সেখানে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করো।'

বাদশাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী সবাইকে হত্যা করা হলো। কিন্তু কেউ দ্বীন থেকে প্রত্যাবর্তন করলো না।

**সূত্র ঃ** সহীহ্ আল্ মুসলিমে হযরত সোহায়েব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনে তাতে অবিচল থাকলে অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা আসবে। তখন ধৈর্য্য ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করতে হবে। জীবন মরণ আল্লাহর হাতে। তবু যদিই বা সে পরীক্ষার মাধ্যমে মৃত্যু হয় তবে তা হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ, যদি ঈমানের উপর অবিচল থেকে তা হয়।

## অকৃতজ্ঞতার পরিণাম

বনী ইস্রাঈলের মধ্যে কোন এক সময় তিন জন লোক ছিলো ঃ একজন কুষ্ঠরোগী, অপর দু'জন যথাক্রমে টেকো ও অন্ধ। একবার আল্লাহ্ তাদেরকে পরীক্ষা করার নিমিত্তে একজন ফেরেশ্‌তা পাঠালেন।

ফেরেশতা মানুষের আকৃতি নিয়ে প্রথমে কুষ্ঠ রোগীর নিকট গেলো। তারপর জিজ্ঞেস করলোঃ ' তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোনটি?' সে বললো ঃ 'সুন্দর বর্ণ ও সুন্দর ত্বক এবং সেই রোগ থেকে মুক্তি যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে।' ফেরেশ্‌তা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলো। অমনি তার সমস্ত রোগ ভালো হয়ে গেলো। তার বর্ণ এবং ত্বকও সুন্দর হয়ে গেলো। এবার ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞেস করলো ঃ 'তুমি কোন সম্পদ বেশী পছন্দ করো? লোকটি বললো ঃ 'উট আমার প্রিয় সম্পদ।' তখন তাকে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উটনী প্রদান করা হলো এবং বলা হলো ঃ 'আল্লাহ্ তোমাকে এতে বরকত দেবেন।' একথা বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এবার টেকো লোকটির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'কোন জিনিসটি তুমি বেশী পছন্দ করো? ' সে বললো ঃ 'সুন্দর চুল এবং এই টাক থেকে

www.pathagar.com

মুক্তি, যার কারণে লোকেরা আমাকে এড়িয়ে চলে।' তখন ফেরেশ্‌তা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। সাথে সাথে টেকো লোকটি ভালো হয়ে গেলো এবং মাথায় সুন্দর চুল গজিয়ে উঠলো। তাকে আবার জিজ্ঞেস করলো ঃ 'কোন সম্পদ তোমার বেশী প্রিয়?' সে উত্তর দিলো ঃ 'গরু'। তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেয়া হলো এবং বলা হলো ঃ 'আল্লাহ্ এতে তোমাকে বরকত দেবেন।'

অবশেষে অন্ধ লোকটির নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'তুমি কি বেশী পছন্দ করো?' অন্ধ লোকটি বললো ঃ 'আল্লাহ্ আমার চোখ ফিরিয়ে দিন, এটাই আমি বেশী পছন্দ করি। যেন আমি লোকদেরকে দেখতে পারি।'

ফেরেশ্‌তা তার চোখ স্পর্শ করলো। সাথে সাথে আল্লাহ্ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলো ঃ 'তোমার প্রিয় সম্পদ কি?' সে বললোঃ 'আমার প্রিয় সম্পদ হচ্ছে ছাগল।' তখন তাকে এমন একটি ছাগল প্রদান করা হলো যা বেশী বেশী বাচ্চা প্রসব করে। অতঃপর ফেরেশ্‌তা বরকতের দোয়া করে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বেশ ক'বছর পর সেই উটনী, গাভী এবং ছাগল এতো বাচ্চা প্রসব করলো যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজ নিজ উট গরু ও ছাগল নিয়ে বিরাট বিরাট ময়দান দখল করে ফেললো।

একদিন সেই ফেরেশ্‌তা পূর্ব আকৃতি ধারণ করে কুষ্ঠ রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন ঃ 'আমি একজন মিসকীন। সফরে আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আজ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই যার সাহায্যে আমি আমার গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারি। সেই আল্লাহ্‌র নামে আমি তোমার নিকট একটি উট চাচ্ছি যিনি তোমাকে সুন্দর রং, ত্বক ও সম্পদ দান করেছেন। এ কথা শুনে লোকটি রাগের সাথে বললো ঃ 'যাও,ভাগো! আমার উপর অনেকের হক আছে।' তখন ঐ ফেরেশতা বললো ঃ 'বোধ হয় আমি তোমাকে চিনি। তুমি কুষ্ঠরোগী ছিলে না? লোক তোমাকে দেখে ঘৃণা করতো না? আর তুমি ছিলে নিঃস্ব। তোমাকে আল্লাহ্ এ অবস্থায় এনেছেন।' সে বললো ঃ 'তুমি তো খুব বাড়াবাড়ি করছো! এগুলো তো আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তি (ওয়ারিশ) হিসেবে পেয়েছি।' এ জবাব শুনে ফেরেশ্‌তা বললো ঃ 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহ্ যেন তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেন।'সাথে সাথে ঐ লোকটি পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলো এবং সমস্ত সম্পদ নিমিষে শেষ হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

অতঃপর টেকো লোকটির নিকট গিয়ে পূর্বোক্ত কথাগুলো বললো। টেকো লোকটি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং তাঁকে যা তা বলে দিলো। আর গর্বের সাথে বললো ঃ 'এগুলো তো আমার পৈর্তৃক সম্পত্তি যা আমি ওয়ারিশ হিসেবে পেয়েছি এবং আমি নিজে কষ্ট করে এ পর্যন্ত এনেছি।' তখন ফেরেশ্‌তা বললো ঃ 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তবে যেন আল্লাহ্ তোমাকে পূর্বের অবস্থার ফিরিয়ে নেন।' তৎক্ষণাৎ লোকটি পূর্বের অবস্থা ফিরে পেলো, আর তার সমস্ত সম্পদও ধ্বংস হয়ে গেলো।

এবার এলো অন্ধ ব্যক্তির পরীক্ষার পালা। তার নিকট গিয়ে ঐ ফেরেশ্‌তা বললো ঃ 'আমি একজন নিঃস্ব পথিক। সফরে আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন অবলম্বন নেই। আমি সেই আল্লাহর নামে তোমার নিকট একটি ছাগল চাচ্ছি, যিনি তোমার অন্ধত্ব দূর করে দিয়েছেন।' একথা শুনে অন্ধ লোকটি বললো ঃ 'আমি অন্ধ ছিলাম আল্লাহ্ আমার চোখ ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর সমস্ত সম্পদও তাঁর অনুগ্রহের দান। কাজেই তোমার এখান থেকে যা মনে চায় নিয়ে যাও এবং যা ইচ্ছে রেখে যাও। আমার কোন আপত্তি নেই।' তখন মানুষরূপী ফেরেশতা বললো ঃ 'ভাই তোমার সম্পদ তোমার নিকট রইলো। আমি শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। আল্লাহ্ তোমার উপর সন্তুষ্ট এবং তোমার অপর দু'জন সাথীর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

**সূত্র ঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী ও সহীহ্ আল্ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** আল্লাহ্ ধন সম্পদ দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহর প্রশংসা ও সম্পদের হক আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। শোকর ও সবরের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর নেয়ামত বাড়িয়ে দেন।

## অহংকারের পরিণতি

একবার মহানবী (সাঃ) দাওয়াত খেতে গেলেন। সেখানে অনেক লোকের সাথে তিনিও খেতে বসেছেন। দেখলেন মজলিসের এক পাশে এক ব্যক্তি বাম হাতে খাচ্ছে। তিনি বললেন ঃ মিয়া, ডান হাত দিয়ে খাও।

প্রতি উত্তরে সে অহংকারের সাথে বললো ঃ 'আমি ডান হাতে খেতে পারি না।'

www.pathagar.com

রাসূল (সা ) বললেন ঃ 'তাই হোক, তুমি যেন বাম হাতেই খাও।'

কথাগুলো সে খুব অহংকারের সাথেই বলেছিলো কিন্তু আল্লাহ্‌র নবীর দোয়ায় তা বিরম্বনায় পরিণত হলো। সে আর কোনদিন ডান হাতে খেতে পারেনি।

**সূত্র ঃ** সহীহ্ আল্ মুস্‌লিম। সালমা ইবনে আকওয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** বামহাতে পানাহার করা অনুচিত। তাছাড়া অহংকার করা ভালো নয়। অহংকার করলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।

## আদর্শ

মুসলিম শক্তির সাথে কাফের ও মুশরিক শক্তির প্রথম যুদ্ধ হয় বদর প্রান্তরে। মুসলমানগণ সেদিন সংখ্যা লঘিষ্ঠ হলেও বীর বিক্রমে লড়ে বিজয়ের মালা ছিনিয়ে নিয়েছিলো। সাথে বিপুল পরিমাণ গণিমতের মাল ও যুদ্ধবন্দী।

বন্দীদের সাথে রাসূল (সা) এর চাচা আব্বাস ইবনে মুত্তালিব (রা) ও বন্দী হয়ে এলেন। তিনি তখনও মুসলমান হননি। তাঁকে বন্দী করেছিলেন আবু ইউসয় কা'ব ইবনে আমর আনসারী (রা)। অন্যান্য বন্দীদের সাথে লোকেরা তাকেও সারা রাত শক্তভাবে বেঁধে রাখেন।

আদর্শগত বিরোধের কারণে নবী করীম (সা) চাচার প্রতি কোন অনুকম্পা দেখাতে না পারলেও তিনি সারা রাত ঘুমাতে পারলেন না। সাহাবীরা তাঁর পেরেশানীর কারণ বুঝতে পারলেন। তখন তাঁর বাধন খুলে দিলেন এবং মুক্তিপণ মাফ করে দিয়ে রাসূল (সা) এর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতে চাইলেন। কিন্তু রাসূল (সা) তাদের এ প্রস্তাব মানতে পারলেন না। তিনি বললেন ঃ 'একটি টাকাও মাফ করা যাবে না। অন্য বন্দীদের থেকে যে পরিমাণ মুক্তিপণ নেয়া হবে তাঁর কাছ থেকেও তাই নেয়া হবে।'

**সূত্র ঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী,৬ষ্ঠ খন্ড। ইসলামিক ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশ।

**শিক্ষা ঃ** ইসলামে স্বজন প্রীতির স্থান নেই। আইন সকলের জন্য সমান। কেউ আইনের উর্ধে নয়।

www.pathagar.com

# সুপারিশ

নবী করীম (সা) এর শাসনকাল। মাখ্যুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করে ধরা পড়লো। বিচার নবী করিম (সা) এর দরবার পর্যন্ত গড়ালো। বাদী বিবাদী এবং সাক্ষীদের জবানবন্দী নিলেন। যখন তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে নিশ্চিত হলেন যে, ঐ মহিলা চুরি করেছে। তখন তিনি চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সমস্যা হলো, ঐ মহিলা যে গোত্রের, সে গোত্রটি ছিলো সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী। রায় শুনে সবাই হতবাক। এবার তারা বলাবলি করতে লাগলো কিভাবে ঐ রায়কে একটু শিথিল করা যায়। যদি রায় অনুযায়ী হাত কাটা হয় তবে গোত্রের মান মর্যাদা আর রইলো কি?

অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিলো, যে করেই হোক রাসূলে করীম (সা) এর নিকট সুপারিশ করবেন যেন শাস্তিকে একটু লঘু করা হয়। কিন্তু সমস্যা হলো কে সুপারিশ করবে? কারণ এ ব্যাপারে তাঁর নিকট যেতে কেউ সাহস পেলো না। পরিশেষে সবাই মিলে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা) [হুজুর (সা) এর পালক পুত্র] এর পুত্র উসামা (রা) কে ধরলেন। কারণ রাসূল (সা) তাকে প্রাণাধিক ভালোবাসেন। হয়তো তার সুপারিশ রাসূলুল্লাহ (সা) ফেলে দেবেন না।

উসামা বিন যায়েদ (রা) সুপারিশ করলেন। হুজুরে পাক (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি কি আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তির বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছো?

তখন তিনি দাঁড়িয়ে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ এজন্যই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যখন তাদের মধ্যে কোন অভিজাত লোক চুরি করার অপরাধে ধৃত হতো তখন তাকে ছেড়ে দিতো। আর যদি কোন দূর্বল ব্যক্তি চুরি করতো তবে তার উপর শাস্তির বিধান প্রয়োগ করতো। আল্লাহ্র কসম! আজ যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করতো এবং অপরাধী সাব্যস্ত হতো তবে আমি তারও হাত কেটে দেয়ার নির্দেশ দিতাম।'

সূত্র ঃ সহীহ্ আল্ বুখারী ও সহীহ আল মুসলিম। হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষাঃ** ইসলামের বিধানে কেউ আইনের উর্ধে নয়। সুষ্ঠুভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সমাজ– রাজনৈতিক স্থিতিশীল ও সভ্য সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর অবৈধ কোন সুপারিশও ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য পাপ।

www.pathagar.com

# অনির্বাণ

আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবা। মা হিন্দা। যে হযরত আমির হামজার কলিজা খাদক বলে পরিচিতা। আবু লাহাবের সেই স্ত্রীর ভ্রাতুস্পুত্রী, যার কথা কুরআনে কাষ্ঠবহনকারিনী বলা হয়েছে। রাসূল (সা) এর জঘন্য দুশমন উৎবা বিন রবীয়ার দৌহিত্রী।

যখন চতুর্দিক হতে অত্যাচার নির্যাতনের স্টীম রোলার চালানো হচ্ছিলো ঠিক তখন জেনে শোনে ঝুঁকি নিয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্বামীকেও ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন হযরত উমর এবং হামযা (রা)ও ইসলাম গ্রহণ করেননি। পরিবারের নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে স্বামীকে নিয়ে অন্যদের সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করে চলে যান। কিন্তু অচেনা অজানা দেশে যে একমাত্র সুখ দুঃখের অবলম্বন, সেই স্বামীও ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টান হয়ে যায়। প্রবাস জীবনে ছোট একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মহা সংকটে ও কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন হযরত উম্মে হাবীবা (রা)।

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। আবিসিনিয়া থাকতেই নবী করীম (সা) তাঁর নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠান। খায়বার যুদ্ধের পর তিনি আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে রাসূল (সা)-এর স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেন।

একদিনের ঘটনা। কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি লংঘন করে ফেলে। পরক্ষণেই তারা এ সন্ধির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। অতপর আবু সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ (সা)এর নিকট পাঠায়। যাতে মুসলমানগণ মক্কা আক্রমণ না করে। আর হুদাইবিয়ার সন্ধি নবায়ন করার জন্য যেন তার মেয়ে [রাসূলের (সা) স্ত্রী] উম্মে হাবীবা (রা)কে দিয়ে রাসূল (সা) কে চাপ দেয়ানো যায়।

দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর বাপ বেটি মিলিত হলেন। কুশল বিনিময় করতে করতে যখন আবু সুফিয়ান হুজুর (সা)-এর বিছানার দিকে এগুতে

www.pathagar.com

থাকেন বসার জন্য, তখন ঝট করে তিনি রাসূলের বিছানা গুটিয়ে ফেলেন এবং বলেন ঃ 'আল্লাহর রাসূলের বিছানায় ইসলামের শত্রুর বসার কোন অধিকার নেই।' মেয়ের ব্যবহারে আবু সুফিয়ান হতবাক হয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

**সূত্র ঃ** সীরাতে রাসূলুল্লাহ অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ভালবাসার জন্য সমস্ত দুঃখ কষ্ট হাসি মুখে বরণ করতে হবে। পৃথিবীর সবকিছুর ভালবাসার উর্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসতে হবে।

## সম্মানের উৎস

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর শাসনকাল। সিরিয়ার গভর্নরের আহ্বানে কি এক রাষ্ট্রীয় কাজে তিনি রওয়ানা দিলেন সিরিয়া অভিমুখে। তাঁর বাহন হচ্ছে উটনী। সাথে সেনাপতি আবু ওবায়দা (রা)। সিরিয়ার কাছাকাছি রাস্তার মধ্যে এক নদী। জীবনের কশাঘাতে নদীটি এখন বার্ধক্যে উপনীত। যৌবনের উদ্যামতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকলেও তার গতি আছে। তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে লক্ষ্যপানে।

হযরত উমর (রা) ও আবু ওবায়দা (রা) এসে দাঁড়ালেন নদীর কিনারায়। উমর (রা) উটনী থেকে নেমে পায়ের মোজা জোড়া খুলে কাঁধে রাখলেন। এবার উটনীর লাগাম ধরে নেমে পড়লেন পানিতে। পেছনে আবু উবায়দা (রা) খলিফাকে অনুসরণ করছেন। নদীর পানি হাটুর নীচে।

হযরত আবু ওবায়দা (রা) খলিফার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ঃ 'আমীরুল মুমিনীন! আপনি খলিফা হয়ে একাজ করছেন? শহরের খ্রীষ্টান বাসিন্দারা আপনাকে এ অবস্থায় দেখবে তা আমার নিকট দৃষ্টিকটু মনে হচ্ছে। আপনি উটনী ছেড়ে একটি তেজস্বী ঘোড়ায় চড়ুন। যেন প্যালেস্টাইনের খ্রীষ্টান বাসিন্দারা আপনাকে হীন মনে না করে।'

একথা শুনে হযরত উমর (রা) তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন ঃ 'হে আবু ওবায়দা! তুমি এরকম কথা বলতে বা চিন্তা করতে পারো? আজ যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ একথা বলতো তবে তাকে কঠিন শাস্তি দিতাম, দুনিয়াপ্রীতির কারণে। আমি জানি তুমি একজন আল্লাহ্ ওয়ালা ব্যক্তি, না ভেবে চিন্তেই কথাটি বলে ফেলেছো।'

www.pathagar.com

'দেখো আবু ওবায়দা, আমরা খুবই অপমানিত জাতি ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের বদৌলতে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাই যখনই আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মান পেতে চাইবো তখন আল্লাহ আমাদেরকে অপমানিত করবেন। সম্মান ও ক্ষমতা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, কুফর ও শিরকের গোলামী এবং পরাধীনতা আমাদের ভাগ্যে এসে যাবে।' একথা শুনে হযরত আবু ওবায়দা (রা) লজ্জিত হলেন।

**সূত্র ঃ** মুস্তাদরাকে হাকিম এবং তারগীব ও তারহীবের হাওলায় 'যাদেরাহ' ২৮৬ পৃষ্ঠায় সংকলিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের মধ্যেই সম্মান, প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিহিত।

## মূল্য

শহর শব্দটি শোনামাত্র প্রথমেই মনের চোখে ভেসে ওঠে বড়ো বড়ো দালানকোঠা, রং বেরংয়ের বাতি, আলোক সজ্জা, বিচিত্র রকম যান বাহন, দেশী বিদেশী পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ বিপণীকেন্দ্র ও বহু মানুষের ভীর। প্রতিনিয়ত উৎবর্গমুখর একটি মনোরম পরিবেশ। কিন্তু হাজার বৎসর পূর্বে শহর বলতে মানুষ এমন একটি জায়গাকে বুঝাতো যেখানে ঘন লোকবসিত, ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বলিত একটি জনপদ। তখনকার কথা।

মদীনা শহর। ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী। রাষ্ট্রপতি রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ (সা)। ইসলাম তখন মদীনা শহরের বাইরেও অনেক বিস্তৃত। প্রতিদিন শহরের বাইরের গ্রাম থেকে অনেক নওমুসলিম আসেন নবীকরীম (সা)-এর নিকট ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য। তার মধ্যে নিরীহ, গরীব ও কালো কুৎসীত এক ব্যক্তিও আসেন। নাম যাহের ইবনে হারাম। নবী প্রেমে পাগল। যখনই তিনি হুজুরে পাক (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হন তখন কিছু না কিছু গ্রাম্য বস্তু সঙ্গে নিয়ে যান এবং তা নবী করীম (সা) কে উপহার দেন। তিনি যখন গ্রামে ফিরে যান তখন নবীকরীম (সা)ও তাঁকে শহরের কিছু জিনিস উপহার দেন। এভাবে দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠে হৃদ্যতা-বন্ধুত্ব।

www.pathagar.com

এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত মাঝে মাঝে বলতেন ঃ 'যাহের আমার গ্রাম্য বন্ধু এবং আমি যাহেরের শহুরে বন্ধু।'

একদিন নবী করীম (সা) দেখেন মদীনার এক বাজারে যাহের (রা) গ্রাম্য কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করছে। তিনি চুপিসারে যাহের (রা) এর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাকে পেছন হতে পাঁজা কোলে তুলে নেন। যাহের (রা) হকচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে তুমি? আমাকে ছেড়ে দাও। একথা বলতে বলতে পেছন ফিরে দেখেন তিনি আর কেউ নন স্বয়ং নবী করীম (সা)। তখন নড়াচড়া না করে হুজুর (সা)-এর পেটের সাথে পিঠকে লাগিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। বরকতের আশায়।

এ অবস্থায় হুজুরে পাক (সা) কৌতুক করে বললেন ঃ 'তোমরা কেউ এ গোলামকে কিনবে? (তিনি কালো ছিলেন এবং তাকে হাবসী ক্রীতদাসের মতো দেখা যেতো বলে হুজুর (সা) উপহাস করছিলেন।)

যাহের (রা) বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বিক্রি করে খুব অল্প মূল্য পাবেন, আপনার লাভ হবে না।'

হুজুর (সা) তাঁকে ছেড়ে দিতে দিতে বললেন ঃ 'তুমি দুনিয়ার মানুষের নিকট কম মূল্যের হলেও তাতে কি আসে যায়? আল্লাহর নিকট তোমার মূল্য অনেক।

**সূত্র ঃ** মিশকাত, যাদেরাহ, হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** নবী করিম (সা) মাঝে মাঝে যে কৌতুক করতেন এ হাদীসটি তার অন্যতম প্রমাণ। তাছাড়া এ ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে তিনি সাহাবাদেরকে কত অকৃত্রিমভাবে ভালবাসতেন। হাদিয়া-উপঢৌকন বিনিময়ে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায় ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়।

## ইবলিসের উপদেশ

রমযান মাস। বিভিন্ন জায়গা থেকে যাকাত ও উশরের মালামাল সংগ্রহ করে বাইতুল মালে জমা করা হচ্ছে। বিরাট এক কামরায় একদিকে যাকাতের মাল, অপর দিকে উশর ও সদকার মাল পৃথক পৃথক ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তখন মহানবীর (সা) বাইতুল মাল সচিব হযরত আবু হুরাইরা

www.pathagar.com

(রা)। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন বাইতুল মালে খেজুরের স্তুপ থেকে কে যেন কিছু খেজুর তুলে নিয়েছে। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হলেন, তা কি করে সম্ভব? বাইতুলমালের গোডাউনের চাবি তো তিনি কাউকে দেননি বা তার অগোচরে কারো নেয়াও তো সম্ভব নয়, তবে কিভাবে খেজুর চুরি হলো? সেদিন থেকে আরো গুরুত্বের সাথে চাবি সংরক্ষণ করে প্রতীক্ষা করলেন, কি হয় তা দেখার জন্য। পর পর আরো দু'দিন এরূপ ঘটনা ঘটলো। এবার তিনি ঘটনা সম্পর্কে নবী করীম (সা) এর দৃষ্টি আকর্য়ণ করলেন। তিনি বুঝতে পেরে আবু হুরাইরা (রা)কে বললেন ঃ 'তুমি কি চোরকে ধরতে চাও?' আবু হুরাইরা (রা) বললেন ঃ 'জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্?' তখন নবী করীম (সা) একটি দোয়া শিখিয়ে দিয়ে বললেনঃ এ দোয়া পড়ে খাজাঞ্চীখানার দরওয়াজা খুলবে। তাঁর পরামর্শ মতো সেদিন গভীর রাতে খাজাঞ্জীখানার দরজা খুলে চোরকে ধরার জন্য ঘরের এক কোনে ঘাপটি মেরে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো এক ব্যক্তি অতি গোপনে ঘরে প্রবেশ করে প্রতিদিনের মতো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) তড়িৎগতিতে মাল সহ চোরকে হাতে নাতে ধরে ফেললেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। তখন সে অনেক অনুনয় বিনয় করে আবু হুরাইরা (রা)কে বলতে লাগলোঃ আমি একজন নিতান্ত অভাবী। পরিবার পরিজন অভুক্ত। একান্ত নিরূপায় হয়েই একাজ করেছি। তখন দয়াপরবশত তাকে তিনি ছেড়ে দিলেন। সকাল বেলা নবী করীম (সা) ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে আবু হুরাইরা (রা) সব কথা খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ হে আবু হুরাইরা! সে মিথ্যে বলেছে দেখবে আবার আসবে।

পরদিন আবু হুরাইরা (রা) আরো সজাগ হয়ে নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে পাহাড়া দিচ্ছেন। আর মনে মনে ভাবছেন সে অবশ্যই আজ আসবে যেহেতু রাসুলে আকরাম (সা) বলেছেন। একটু পরই দেখা গেলো একজন লোক ঘরে ঢুকে পূর্বের মতোই মালামাল নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি সাথে সাথে তাকে ধরে ফেললেন। অমনি সে কাকুতি মিনতি করে আগের দিনের মতো বলতে লাগলোঃ আমি একমাত্র অভাবের তাড়নায় এখানে এসেছি। আজ

www.pathagar.com

মা'ফ করে দিন আর কখনো আমি আসবো না। এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে দ্বিতীয় দিনও সে ছাড়া পেয়ে গেলো। নবী করীম (সা) ঘটনা শোনে বললেন ঃ সে ঠিক বলেনি, মিথ্যা বলেছে। আবার আসবে।

তৃতীয় দিনও সে একই সময়ে এসে হাজির হলো। আবু হুরাইরা (রা) খপ করে তাকে ধরে ফেললেন, বলা হলো, দু'দিন তুমি মা'ফ পেয়েছো আজ আর নয়। এবার তোমাকে রাসূল (সা) এর নিকট হাজির হতেই হবে। কারণ তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। যখন চোর দেখলো এবার আর তার কোন নিস্তার নেই তখন সে বললোঃ মেহেরবাণী করে আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কিছু কথা শেখাবো যা দিয়ে আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ সাধন করবেন। কথা শোনে জ্ঞান-পিপাসু আবু হুরাইরা (রা) একটু নমনীয় হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'সে কথা গুলো কি?'

তখন সে বললো ঃ 'যখন আপনি ঘুমাতে যাবেন তখন 'আয়াতুল কুরসী' পড়ে ঘুমাবেন। তাহলে সকাল পর্যন্ত আপনি আল্লাহ্র হেফাযতে থাকবেন, শয়তান আপনার কাছেও ঘেঁষতে পারবেনা। সেদিনও তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। পরদিন সকালে রাসূল (সা) ডেকে বললেনঃ 'হে আবু হুরাইরা! তোমার বন্দীকে কি করলে? তখন তিনি উপরোক্ত ঘটনাটি বললেন। রাসূলে আকরাম (সা) বললেনঃ 'সে মিথ্যাবাদী হলেও কাল যা বলেছে তা সত্য বলেছে।' তারপর পর আরো জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আবু হুরাইরা! তুমি কি জান এ তিন রাত কার সাথে কথা বলেছো?' আবু হুরাইরা (রা) বললেন, 'জি না' তখন মহানবী (সা) বললেনঃ সে ছিলো ইবলিস – শয়তান।

**সূত্র ঃ** বুখারী শরীফ ও তাফসীরে ইবনে মারদুবিয়া এর বরাত দিয়ে ইমাম ইবনে কাসীর তার তাফসীরুল কুরআনিল কারীমে উদ্ধৃত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** দুষ্টেরাও অনেক সময় ভালো কথা বলে থাকে।

## দানের মহিমা

একটানা খড়া চলছে। চৈতী দুপুর। আকাশে কোথাও মেঘের কোন চিহ্ন নেই। উপর দিকে চাইলে আদিগন্ত নীল ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। এক ব্যক্তি খা-খা রোদে পথ চলছে। এমন সময় এক আওয়াজ শোনতে পেলো ঃ 'অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করো।'

www.pathagar.com

লোকটি এদিক সেদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলো না। আকাশে দেখলো এক খন্ড মেঘ। ক্রমে ঘণিভূত হচ্ছে। দেখতে দেখতে মেঘ খন্ডটি একদিকে ছুটে চললো। লোকটি কৌতুহলী হয়ে ঐ মেঘের পিছু পিছু দৌড়াতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর দেখলো একটি প্রস্তরময় ভুখন্ডের উপর এ মেঘ খন্ডটি বৃষ্টি রূপে নেমে এলো। পানিগুলো ছোট ছোট নালা দিয়ে বড়ো একটি নালার দিকে গড়াতে লাগলো।

তখন সে পানির পেছন পেছন চলে এল। বাগানে পৌঁছালো। দেখলো সেখানে এক ব্যক্তি বেলচা দিয়ে বাগানের বিভিন্ন স্থানে পানি পৌছে দিচ্ছে।

লোকটি বললো ঃ 'ভাই আপনার নাম কি?'

বাগানওয়ালা বললো ঃ 'হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি আমার নাম দিয়ে কি করবে?'

লোকটি বললো ঃ নিছক কৌতুহলের বসে জিজ্ঞেস করছি। কেননা আমি যখন পথ চলছিলাম তখন আপনার নাম ধরে আপনার বাগানে পানি বর্ষণের নির্দেশ শুনেছিলাম। তাই সে মেঘের পেছনে পেছনে এসে আপনার সাক্ষাৎ পেলাম। এবার বলুন আপনি এমন কি কাজ করেন যার দরুণ আপনার বাগানে বৃষ্টি বর্ষিত হয়?

লোকটি বললো ঃ 'এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় আমি তাকে তিনভাগে ভাগ করি। তারপর এক ভাগ আল্লাহর পথে, আরেক ভাগ আমি ও আমার পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করি। অবশিষ্ট এক ভাগ দিয়ে পুনরায় বাগানে চাষাবাদের ব্যবস্থা করি।'

**সূত্র ঃ** সহীহ আল্ মুসলিম। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** যে কাজে বা বস্তুতে আল্লাহকে শরীক রাখা হয় সে কাজ বা বস্তুর দায়িত্বও স্বয়ং আল্লাহ্ নিয়ে নেন।

## ঋণ

হিজরী চতুর্থ সন। মহানবী (সা) দ্বীনি আলোচনা করছেন। চারদিকে সাহাবাগণ বসে অধীর আগ্রহে তা শোনছেন। সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবুদ দাহ্‌দাহ আনসারী (রা)ও ছিলেন। শহরের প্রাণ কেন্দ্রে তাঁর বিরাট এক বাগান

www.pathagar.com

ছিলো। সে বাগানে শুধুমাত্র খেজুর গাছই ছিলো ছয়শত। তাঁর বাগানটি অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু ছিলো। তিনি এ বিশাল বাগানের এক কোনে সপরিবারে বসবাস করতেন।

এক পর্যায়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওহী অবতীর্ণ করলেন ঃ 'এমন কে আছে যে আল্লাহকে ঋণ দেবে, উত্তম ঋণ? আল্লাহ তাঁর ঋণকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দিবেন।' (সুরা হাদীদ -১১)

ইহা শুনে আবুদ্ দাহদাহ (রা) বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ কি আমাদের কাছে ঋণ চান?'

রাসূল (সা) উত্তর দিলেন ঃ 'হ্যাঁ, তিনি ঋণ চান।' আবুদ্ দাহদাহ (রা) 'আপনি আপনার হাতখানা একটু দেখান তো।'

রাসূল (সা) তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নবী করীম (সা) এর হাতখানা ধরে ফেললেন এবং বললেন ঃ 'আমি আমার বাগানটি আমার আল্লাহকে ঋন দিলাম।'

একথা বলে সোজা বাড়ীতে চলে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন ঃ 'দাহ্দাহর মা। ঘর থেকে বেড়িয়ে এসো। আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। কারণ আমি এ বাগানটি আমার আল্লাহকে ঋণ দিয়েছি।' এ কথা শোনে স্ত্রী বললেন ঃ 'দাহ্দাহর পিতা! তুমি অত্যন্ত মুনাফার একটি ব্যবসা করেছো।'

অতপর, সাথে সাথে তিনি তাঁর মাল সামান ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বাগান বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পড়লেন।

সূত্র ঃ ইবনে আবু হাতিম এর হাওয়ালায় তাফহীমুল কুরআন ১৬ শ' খন্ড। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** কখনো আল্লাহর ঋন গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র তার বান্দাদের আন্তরিকতা ও মুহাব্বতের ধরন পরীক্ষার জন্য বেছে থাকেন। তাছাড়া আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য আমরা যা দান করে থাকি তা আল্লাহ ঋন হিসেবে গ্রহণ করেন। এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

## গোশ্‌ত হলো পাথর

প্রিয় নবী (সা) এর খেদমতে একদিন হাদীয়া স্বরূপ এক পেয়ালা গোশস এলো। নবী (সা) তখন বাইরে ছিলেন। উম্মে সালমা (রা) তাঁর পরিচারিকা কে নির্দেশ দিলেন গোশ্‌তের পেয়ালাটি হেফাজত করে রেখে দিতে। পরিচারিকা পেয়ালাটি একটি তাকের উপর সযত্নে রেখে দিলো। এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে হাঁক দিলোঃ 'মাগো, আমাকে কিছু দান করুন। আল্লাহ আপনাদেরকে বরকত দিবেন।'

'আল্লাহ তোমাকেও বরকত দিন।' বলে দেয়া হলো। (ভিক্ষুককে কিছু দিতে হলে এরূপ উত্তর দেয়াই ছিলো তখনকার প্রচলিত নিয়ম।) জবাব শোনে ভিক্ষুক চলে গেলো।

ইত্যবসরে নবী করীম (সা) তাশরীফ নিলেন। বললেন ঃ 'উম্মে সালমা! তোমার কাছে কিছু খাবার আছে কি?'

'হ্যাঁ আছে।' বলে তিনি পরিচারিকাকে নির্দেশ দিলেন তা নিয়ে আসার জন্য।

পরিচারিকা পেয়ালার নিকট গিয়ে হতবাক। কোথায় গোশ্‌ত? সেখানে পড়ে আছে এক খন্ড পাথর। হুজুর (সা) এর নিকট পুরো ঘটনা বলা হলে তিনি বললেন ঃ 'তোমরা ভিক্ষুককে দাও নি এজন্য গোশ্‌ত পাথরে পরিণত হয়েছে।'

**সূত্র ঃ** বাইহাকী শরীফ। উসমান (রা) এর এক আযাদকৃত ক্রীতদাসের বর্ণনা অনুযায়ী। তরজুমানুস্ সুন্নাহ ৪র্থ খন্ড -২৬১ পৃষ্ঠা।

**শিক্ষা ঃ** এঘটনা থেকে বুঝা গেলো ভিক্ষুককে কিছু না দিয়ে জমা রাখলে আল্লাহ নারাজ হন। কাউকে বঞ্চিত না করলে আল্লাহও তাকে বঞ্চিত করেন না।

## সম্মানিত অতিথী

একদিন নবী করীম (সা) ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাড়ীর বাইরে বের হয়ে রাস্তায় পায়চারী করছেন। এমন সময় সেখানে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা) এসে উপস্থিত।

www.pathagar.com

নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এ মুহূর্তে কোন প্রয়োজন তোমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে?'

তাঁরা বললেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষুধার জ্বালা আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

তিনি বললেন 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, যে প্রয়োজন তোমাদেরকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে এসেছে, আমাকেও সেই একই কারণে বের করে এনেছে।'

অতঃপর তাঁরা তিনজন মিলে হাঁটতে হাঁটতে হযরত আবুল হাইসাম ইবনে তাইহান আনসারী (রা)এর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী অতিথীদেরকে দেখে খুশীতে ডগ্‌মগ্‌ হয়ে বলে উঠলেন ঃ মারহাবা! (স্বাগতম!) কি সুভাগ্য আমাদের!

রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ইবনে তাইহান কোথায়?'

স্ত্রী উত্তর দিলেন ঃ 'তিনি আমাদের জন্য পানি আনতে গিয়েছেন।' ইতোমধ্যে ঐ আনসারী সাহাবী পানি নিয়ে ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীদেরকে ডেকে বললেন ঃ 'আলহামদু লিল্লাহ! (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর)! আজ কারো বাড়ীতে আমার অতিথীর চেয়ে সম্মানিত অতিথী উপস্থিত নেই।'

একথা বলে তিনি বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর আধা পাকা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত একটি গুচ্ছ এনে তাঁদের সামনে রাখলেন। নবী করীম (সা) বললেন ঃ 'তুমি গুচ্ছ ধরে এনেছো কেন?'

জবাবে আনসারী বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কোন্ ধরনের খেজুর পছন্দ করেন তা তো আমি জানি না। তাই দু'ধরনের মিশ্র খেজুরের গুচ্ছ এনেছি। এবার আপনারা খেতে থাকুন।'

নবী করীম (সা) খেজুর গুচ্ছ থেকে কিছু খেজুর হযরত ফাতিমা (রা)এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি খেতে শুরু করলেন। তখন দেখলেন ঐ সাহাবী ছুরি হাতে নিয়েছেন বকরী যবেহ করার জন্য।

তাকে নবী করীম (সা) বললেনঃ 'হে আবুল হাইসাম! দুগ্ধবতী কোন বকরী যবেহ করবে না।'

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি বকরী যবেহ করে রান্না করে নিয়ে আসলেন এবং সবাই তৃপ্তি সহকারে খেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু বকর ও উমর (রা) কে বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, ক্ষুধা তোমাদেরকে বাড়ী থেকে বের করে এনেছে অতঃপর তৃপ্তি সহকারে খেয়ে বাড়ী ফিরছো, আল্লাহ কিয়ামতের দিন এ নিয়ামত সম্পর্কেও তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন।

**সূত্র ঃ** সহীহ আল্ মুসলিম, জামেউত তিরমিযি, রিয়াদুস সালেহীন।

**শিক্ষা ঃ** যাঁকে মহান আল্লাহ দু'জাহানের বাদশাহ উপাধী দিয়েছেন তিনিও দ্বীন কায়েমের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। তাছাড়া কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকল নিয়ামত সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করবেন তা যতো তুচ্ছই হোক না কেন।

## আজব মেহমানদারী

একদিন নবী করীম (সা) এর নিকট একজন লোক এসে বললোঃ 'আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে আমাকে কিছু খেতে দিন। আল্লাহ আপনাকে বরকত দেবেন।'

হজুর (সা) বাড়ীর ভেতর সংবাদ পাঠালেন কিছু খাদ্য প্রেরণের জন্য। কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী উত্তর পাঠালেনঃ 'শপথ সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আমার নিকট পানি ছাড়া আর কিছুই নেই।'

তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে আজ কে এ লোকের মেহমানদারী করবে ?'

এক আনসার সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি এর মেহমানদারী করবো।' তখন তিনি মেহমানকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন ঃ 'তোমার কাছে কোন খাবার আছে কি', নবী করীম (সা) এর পাঠানো এ মেহমানের জন্য ?'

স্ত্রী জবাব দিলেন ঃ 'বাচ্চাদের খাবার পরিমাণ খাদ্য ছাড়া আর কিছুই নেই।'

আনসারী বললেন ঃ 'ঠিক আছে, তুমি বাচ্চাদের কিছু একটা দিয়ে ভুলিয়ে রাখো। রাতে খাবার চাইলে ঘুম পাড়িয়ে দিও। আর আমাদের মেহমান যখন

www.pathagar.com

খেতে আসবে তখন বাতি নিভিয়ে দেবে এবং এমন শব্দ করতে থাকবে যেন মেহমান বুঝতে পারে আমরাও তার সাথে খাচ্ছি।'

কথানুযায়ী তারা সবাই মিলে খেতে বসলেন। বাতি নিভিয়ে মেহমানকে তাঁরা খানা খাওয়ালেন এবং নিজেরা সারা রাত উপোস করে কাটিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে যখন ঐ সাহাবী নবী করীম (সাা) এর নিকট এলেন। তখন হুজুর (সা) তাকে বললেন ঃ 'তোমরা গতরাতে মেহমানের সাথে যে আচরণ করেছো এতে স্বয়ং আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।'

**সূত্র ঃ** সহীহ আল বুখারী ও সহীহ আল মুসলিম। হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বে ও অপরকে অগ্রাধিকার দেন আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন এবং তার উপর সন্তুষ্ট হন।

## জাবির (রা) এর মেহমানদারী

মক্কার কাফের মুশরিক বদরে ও উহুদে পরপর দু'বার মুসলমানদের হাতে শোচনীয় মার খাবার পর মরন কামড় দেয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠলো। তারা মক্কা ও তার আশ-পাশের সমস্ত কাফের মুশরিক শক্তিকে একত্রিত করার চেষ্টায় লিপ্ত হলো। এমন কি মদীনার আশ-পাশের ইহুদী গোত্রগুলোকেও তাদের পক্ষে নেবার ষড়যন্ত্র শুরু করলো। উদ্দেশ্য এবার আর কোন ময়দানে নয়, সম্মিলিত শক্তিনিয়ে সরাসরি মদীনার উপর চড়াও হবে এবং মুসলমানদেরকে চির দিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দেবে। যেন তাদের পূর্ব পুরুষের ধর্মের সাথে মুসলমানগণ আর কোন দিন বাড়া বাড়ি করতে না পারে।

নবী করীম (সা) ও তাঁর অভিজ্ঞ গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে যথা সময়ে তাদের এ দুরভিসন্ধি জানতে পারলেন। তখন তিনি মজলিসে শুরার সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন কিভাবে কাফেরদের বিশ দাঁত ভেঙ্গে দেয়া যায়। এমন সময় হযরত সালমান ফারসী (রা) দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে হুজুর (সা) এর অনুমতি নিলেন। পরামর্শ দেয়ার জন্য অনুমতি পেয়ে মদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করে তাদের মুকাবেলা করার পরামর্শ দেন। ইতি পূর্বে মক্কা ও

www.pathagar.com

মদীনাবাসী এ ধরনের যুদ্ধের সাথে পরিচিত ছিলো না। পরামর্শটি নবী করীম (সা) সহ সাহাবীদের মনোপূত হলো। মদীনার সমস্ত সক্ষম জন শক্তিকে পরিখা খননের কাজে নিয়োজিত করলেন। তারা ঘর-সংসার, ব্যবসা-বাণিজ্য এমন কি সময় মতো খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত বাদ দিয়ে সারাক্ষণ একাজে নিয়োজিত রইলেন।

**এক দিনের ঘটনা ঃ** মদীনার বিত্তহীন এক সাহাবী হযরত জাবির (রা) দেখতে পান রাসূলে আকরাম (সা) মাটি কাটতে কাটতে পরিশ্রম এবং ক্ষুধার তাড়নায় কুঁজো হয়ে গিয়েছেন। হুজুর (সা) এর নিকট হতে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলেন। এসে স্ত্রীকে বললেন ঃ 'তোমার কাছে কিছু খাবার আছে কি? আমি রাসুল (সা)কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত দেখে এসেছি।' স্ত্রী অনেক খোঁজাখুঁজির পর একসা' পরিমাণ যব পেলো। তিনি তা পিষে নিলেন। জাবির (রা) এর একটি ছাগল ছানা ছিলো, তা তিনি যবেহ করে গোশ্ত বানিয়ে উনুনে চড়িয়ে দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট ফিরে যেতে উদ্যত হলে স্ত্রী বললেন ঃ 'দেখো আমাদের আয়োজন খুবই সামান্য, আমাকে রাসূল (সা) ও তার সহচরদের সামনে লজ্জিত করো না।'

তখন জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট গিয়ে ঘটনা বললেন এবং অল্প কিছু সাহাবীসহ জাবির (রা)এর বাসায় খেতে অনুরোধ করলেন। দাওয়াত পেয়ে রাসূল (সা) চীৎকার করে সমস্ত লোককে দাওয়াত দিয়ে দিলেন এবং তাড়াতাড়ি দাওয়াতে অংশ গ্রহণের জন্য তাড়া দিলেন। ঘটনা দেখে জাবির (রা) থ খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যাপারটি বুঝতে পেরে নবী করীম (সা) বলে দিলেন, যাও, আমি না আসা পর্যন্ত উনুন থেকে হাঁড়ি নামিও না এবং আটা দিয়ে রুটিও তৈরী করো না।

জাবির (রা) বাড়ী এসে সব কিছু স্ত্রীকে বলে রাসূল (সা) এর প্রতীক্ষায় বসে রইলেন। একটু পর রাসূল (সা) এসে আটার মধ্যে এবং গোশ্তের হাঁড়ির মধ্যে থু-থু দিয়ে আল্লাহর নিকট বরকতের জন্য দোয়া করলেন।

তারপর তাকে বললেন ঃ জাবির আরেক জন মহিলাকে ডেকে আনো রুটি তৈরীর জন্য এবং তুমি হাঁড়ির নিকট বসে গোশত বন্টন করতে থাকো। খবরদার! উনুন থেকে হাঁড়ি নামিও না।'

www.pathagar.com

এভাবে মোট এক হাজার লোক তৃপ্তি সহকারে খেয়ে স্বস্থানে ফিরে যাবার পরও তাঁর হাঁড়ির গোশত ও আটা পূর্বাবস্থায়ই রইলো।

(১) এক সা' প্রায় -৩সের ১১ ছটাকের সমান।

**সূত্র ঃ** সহীহ আল বুখারী ও সহীহ আল মুসলিমে হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** উপরোক্ত ঘটনায় নবী করীম (সা) এর বিরাট এক মো'জিযা'র প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি খাদ্য যত কমই হোক না কেন সাহাবীদেরকে ছেড়ে তা খাওয়া পছন্দ করতেন না। নিয়ত সহীহ থাকলে তাতে আল্লাহ বরকত দান করেন।

## আবু বকর (রা) এর মেহমানদারী

কিছু সাহাবী ঘর সংসার, ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছু বাদ দিয়ে সারাক্ষণ মসজিদে নববীতে পড়ে থাকতেন। নবী করীম (সা)এর নিকট দ্বীনি প্রশিক্ষণ নিতেন। তাদেরকে বলা হতো আসহাবে সুফ্ফা। প্রায়ই কোথাও না কোথা হতে নবী করীম (সা)এর নিকট উপহার উপঢৌকন আসতো। সেগুলো তিনি আসহাবে সুফফাদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। তা খেয়েই কোন মতে তারা জীবন ধারণ করতো।

একদিন নবী করীম (সা) বললেন ঃ 'যার নিকট দু'জনের খাবার আছে সে যেনো তৃতীয় আরেকজন সাথে করে নিয়ে যায়। আর যার কাছে চার জনের খাবার আছে সে যেনো পঞ্চম ও ষষ্ঠ জনকে নিয়ে যায়। 'এ ঘোষণা শোনে সামর্থ্যবান সবাই দু'একজন করে আহলে সুফফাকে নিয়ে যার যার বাড়ীতে গেলেন। আবুবকর (রা) তিনজনকে সাথে নিয়ে বাড়ীতে গেলেন। ছেলে আব্দুর রহমান (রা) কে বললেনঃ তুমি এ মেহমানদের দেখা শুনা করো। আমি একটু নবী করীম (সা)এর নিকট যাবো। আমি আসার পূর্বেই তুমি এদের মেহমানদারী শেষ করে ফেলো।'

আব্দুর রহমান (রা) ভেতরে চলে গেলেন। বাড়ীতে যা কিছু ছিলো তা মেহমানদের সামনে হাজির করলেন। তারপর বললেন ঃ 'আপনারা মেহেরবানী করে খেয়ে নিন।'

www.pathagar.com

মেহমানগণ বললেনঃ 'তোমার আব্বা কোথায়? আমরা তাকে ছাড়া খাবো না।'

আব্দুর রহমান (রা) বললেনঃ 'আব্বা যদি এসে দেখেন যে, আপনারা খানা খাননি, তাহলে আমাদেরকে ঝামেলা পোহাতে হবে। কাজেই আপনারা খেয়ে নিন।'

মেহমানগণঃ 'না, আমরা কিছুতেই তাকে ছাড়া খানা খাবো না।' আব্দুর রহমান (রা) প্রমাদ গুনলেন। কারণ এ অবস্থায় যদি আবু বকর (রা) ফিরে এসে দেখেন যে মেহমানগণ খাননি তাহলে তিনি রেগে যাবেন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর (রা) বাড়ীতে ফিরে এলেন।

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেনঃ 'মেহমানদের ছেড়ে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

আবুবকর (রা) ঃ 'কেন? মেহমানদেরকে খানা খাওয়াও নি?' স্ত্রী বললেনঃ 'তাদের সামনে খানা পেশ করা হয়েছিলো, কিন্তু তারা জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনাকে ছাড়া খাবেন না।'

এদিকে আবু বকর (রা) এর কণ্ঠস্বর শোনামাত্র আব্দুর রহমান (রা) ভয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। স্ত্রীর কথা শুনে তিনি উচ্চস্বরে বললেন ঃ সে নির্বোধটা কোথায়? আমি তোকে কসম দিয়ে বলছি, ডাক শোনলে চলে আয়।'

আব্দুর রহমান (রা) আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন ঃ 'মেহমানদেরকে জিজ্ঞেস করুন।'

মেহমানগণ একযোগে সবাই তাঁর কথার সত্যতার প্রমাণ দিলেন। অতপর তিনি মেহমানদেরকে বললেন ঃ 'আপনারা খেয়ে নিন। আল্লাহর কসম। আমি আজ রাতে কিছুই খাবো না।'

মেহমানগণও উল্টো কসম করে বললেন ঃ 'আপনি না খেলে আমরাও খাবো না।'

যাহোক বহু পীড়াপীড়ির পর সবাই মিলে খাবার খেতে বসেগেলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রতি গ্রাস তুলতে না তুলতেই সেখানে আগের চেয়ে বেশী খাবার জমা হয়ে যেতো। এদৃশ্য দেখে আবুবকর (রা) স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'হে বনী ফিরাসের বোন, একি!'

স্ত্রী বললেন ঃ 'হে প্রিয়তম! এতো দেখছি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে গেছে।'

www.pathagar.com

তারা সবাই মিলে পূর্ণতৃপ্তি সহকারে খেলেন এবং অবশিষ্ট খানা নবী করীম (সা)এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন।

**সূত্র ঃ** সহীহ আল বুখারী ও সহীহ আল মুসলিমের বিভিন্ন বর্ণনা অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আরেক ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করার প্রচেষ্টাই ইসলামের আদর্শ।

## আল্লাহর পথে লেখা হোক

মদীনা শহরের উপকণ্ঠে এক আনসারীর বাড়ী। যাঁরা সর্বদা নবী করীম (সা) এর সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখতেন তিনি তাঁদের একজন। কিন্তু ঐসব সাহাবীর চেয়ে তাঁর বাড়ী ছিলো বেশী দূরে। তবু তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নবী করীম (সা) এর পেছনে আদায় করতেন। এতে তাঁর অনেক কষ্ট হতো। বিশেষ করে অন্ধকার রাতে এবং প্রখর রৌদ্রের সময় যে সব নামায পড়া হতো । প্রতিদিন তিনি পায়ে হেঁটে আসতেন।

তাঁর কষ্ট দেখে কোন এক সাহাবী তাঁকে পরামর্শ দিলেন ঃ 'আপনি যদি একটি গাধা কিনে নিতেন তবে খুব ভালো হতো। প্রখর রৌদ্রে অথবা অন্ধকার রাতে আপনি তার উপর আরোহণ করে নামাযে আসতে পারতেন।'

তিনি জবাব দিলেন ঃ 'দুঃখিত। আপনার প্রস্তাব আমি রাখতে পারছিনা। কারণ আমার ঘর যদি মসজিদের পাশে হয় তবু আমি খুশী হবো না। আমি চাই, আমার বাড়ী থেকে মসজিদে যাতায়াত পর্যন্ত যে সময় ও পদক্ষেপ হয়, তার সবটুকু আল্লাহর পথে লেখা হোক।'

এ ঘটনা হুজুর (সা) শোনে বললেন ঃ 'আল্লাহ তোমার নিয়ত কবুল করেছেন এবং তোমার সবগুলো কাজ একত্রিত করে দিয়েছেন।'

অর্থাৎ সবগুলোর সওয়াব তাকে দেয়া হয়েছে।

**সূত্র ঃ** সহীহ আল মুসলিম। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** জামায়াতে নামাজের গুরুত্ব ও আল্লাহর পথে পদক্ষেপের ফযিলত সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া নবী করীম (সা) এর পেছনে নামায আদায়ের আলাদা মর্যাদা ছিলো বলে এ সুযোগটুকু তিনি হাতছাড়া করতে রাজী ছিলেন না।

www.pathagar.com

# অতৃপ্ত বাসনা

বদর যুদ্ধে কাফেরদের শোচনীয় পরাজয়ের পর নবী করীম (সা) কাফেরদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য মুসলিম গোয়েন্দাদের সর্বদা তৎপর রাখতেন। একবার আসেম ইবনে সাবেত আনসারী (রা) এর নেতৃত্বে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি গোয়েন্দা টিম পাঠালেন কাফের সেনাদের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য। ঘটনাক্রমে তারা কাফের সেনাদের মুখোমুখি হয়ে যান। কাফেররা সংখ্যায় বেশী থাকায় সংঘর্ষে আটজন সাহাদাতবরণ করেন এবং দু'জন কাফেরদের হাতে ধরা পড়েন। ধৃত দু'জনের একজন হচ্ছেন হযরত খুবাইব (রা)।

কাফেররা তাদেরকে মক্কায় ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। খুবাইব (রা)কে কিনে নেয় হারেস ইবনে আমরের বংশধররা। বদর যুদ্ধের দিন খুবাইব (রা) হারেস কে হত্যা করেছিলেন এজন্য তার বংশধরগণ তাকে কিনে নিয়ে বন্দী করে রাখে হত্যা করার জন্য।

একদিন হারেসের মেয়ে দেখে এক ছড়া আঙ্গুর হাতে নিয়ে তা থেকে ছিড়ে ছিড়ে আঙ্গুর খাচ্ছেন হযরত খুবাইব (রা)। এ দেখে সে আশ্চর্য হয়ে যায়। কারণ তখন মক্কায় আঙ্গুরের মৌসুম ছিলো না।

যখন হযরত খুবাইব (রা) কে হত্যা করার জন্য কাফেররা তাঁকে হেরেম শরীফের বাইরে হিল নামক স্থানে নিয়ে যায়, তখন তিনি বললেন ঃ 'আমাকে একটু বাঁধন মুক্ত করে দাও আমি দু'রাকায়াত নামায পড়বো।' তারা তাঁর বাঁধন মুক্ত করে দিলে তিনি দু'রাকায়াত নামায পড়লেন, অতঃপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমাদের এ ধারণা করার সম্ভাবনা না থাকতো যে, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছি। তবে আমি আরো বেশী নামায পড়তাম।'

খুবাইব (রা) ছিলেন সর্ব প্রথম মুসলমান যিনি আল্লাহ্‌র পথে গ্রেফতার হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য নিহত হওয়ার পূর্বে নামায পড়ার সুন্নাত জারী করেন।

**সূত্র ঃ** সহীহ্ আল বুখারী। হযরত আবু হুরাইয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

www.pathagar.com

**শিক্ষা ঃ** যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করে তার কাছে জীবন মরণ সমান হয়ে যায়। বরং জীবনের চেয়ে মৃত্যুই তার কাছে বেশী পছন্দনীয় হয়।

## জান্নাতের আকাংখা

হিজরী দ্বিতীয় সন। ১৭ই রমজান। নবী করীম (সা) সাহাবীগণ সহ বদর প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ পর মুশরিকরাও এসে সেখানে উপস্থিত হলো। মুসলিম সৈন্যদের উদ্দেশ্যে নবীকরীম (সা) বললেনঃ 'যতক্ষণ আমি অগ্রসর না হই ততক্ষণ যেন তোমাদের কেউ সামনে এগিয়ে না যায়।'

যখন মুশরিকগণ যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো তখন রাসূলে আকরাম (সা) বললেনঃ 'এবার তোমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর সমান।'

একথা শোনে হযরত উমাইর ইবনুল হুমাম (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাতের বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর সমান?'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ।'

উমাইর ইবনে হুমাম (রা) বলে উঠলেনঃ 'বাহ্! বাহ!!'

নবী করীম (সা) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'এতে অবাক হবার কি আছে যে, তুমি একেবারে বাহ্ বাহ্ বলে উঠলে?'

তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'না, তা নয়। আল্লাহ্‌র কসম! আমি একথা কেবল এজন্যে বলেছি, যাতে আমি তার অধিবাসী হতে পারি।'

হুজুর (সা) উত্তর দিলেন ঃ 'হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসী।'

একথা শোনে উমাইর ইবনে হুমাম (রা) তুনার থেকে কিছু খেজুর বের করে চিবুতে লাগলেন। তারপর নিজে নিজেই বললেনঃ 'যদি আমার এ খেজুর গুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকতে চাই তাহলে তো অনেক সময় লাগবে।'

একথা বলে খেজুর গুলো দূরে ফেলে দিলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

**সূত্রঃ** সহীহ আল্ মুসলিম। হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** বিনা বাঁধায় জান্নাতে যাবার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে শাহাদাত।

## ভ্রাতৃ বন্ধন

রাসূলে আকরাম (সা) এর নির্দেশে মুসলমানগণ একে একে সবাই মদীনায় চলে এসেছে হিজরত করে। কেউ ছেড়ে এসেছে প্রাণাধিক প্রিয় ছেলেমেয়ে, কেউ ছেড়ে এসেছে স্বামী, কেউবা স্ত্রী। সেই সাথে কারো বিপুল ঐশ্বর্য্যসহ ব্যবসা বাণিজ্য, কারো কৃষিকাজের উপযোগী সুন্দর সুন্দর জমি। কপর্দক হীন হয়ে এসেছে সবাই– আশ্রয় নিয়েছে মদীনার বিভিন্ন আনসারের গৃহে। তবু কারো মনে কোন দুঃখ কিংবা ক্ষোভ নেই। কেননা যারা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্র রাহে, তাদের আর কিসের দুঃখ। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিই হচ্ছে তাদের একমাত্র কাম্য।

সে যাহোক, বাস্তবতা বলতে তো একটি জিনিস আছে। এমনিইতো আর চলে না। তাই নবী করীম (সা) আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃবন্ধন স্থাপন করে দেন। যেন কোন মুহাজির মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য না হয়। আবার আনসারগণও যেন আঞ্চলিকতা ও জাতীয়তা বোধের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে না যায়। ইসলাম যে, আঞ্চলিকতা ও জাতীয়তাবাদকে ঘৃণা করে, ঈমান ও ইসলামই একমাত্র ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির মাধ্যম একথার বাস্তব রূপায়নই ছিলো নবী করীম (সা) এর লক্ষ্য।

মুহাজির হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এর সাথে হযরত সা'দ ইবনে রাবী আনসারীর ভ্রাতৃবন্ধন সৃষ্টি করে দেন রাসূল (সা) নিজে। তখন হযরত সা'দ ইবনে রাবী (রা) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফকে বলেন ঃ 'আমি আনসারদের মাঝে অনেক ধন সম্পদের অধিকারী। আমার অর্ধেক সম্পত্তি আপনাকে দিচ্ছি। আর আমার দু'জন স্ত্রীকে দেখাচ্ছি যাকে আপনি পছন্দ করেন তাকে তালাক দিয়ে দেবো। যখন সে ইদ্দতান্তে হালাল হবে তখন আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন।'

www.pathagar.com

এ কথা শোনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বললেন ঃ 'ভাই এসবে আমার কোন প্রয়োজন নেই বরং এখানে যদি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য কোন বাজার থাকে তাহলে আমাকে একটু দেখিয়ে দিন।' তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, কাইনুকার বাজার আছে।' পরদিন আবদুর রহমান (রা) বাজারে গিয়ে পনির ও ঘিয়ের ব্যবসা শুরু করলেন। এভাবে অল্প দিনের মধ্যেই আল্লাহ্ তাঁকে অনেক ধন সম্পদের মালিক বানিয়ে দিলেন।

**সূত্র ঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী, কিতাবুল বুয়ু অধ্যায়, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসা ঈমানের দাবী। আবার কোন মুসলমান স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা না করে কারো গলগ্রহ হয়ে পড়ে থাকাও উচিত নয়।

## আল্লাহ্র বন্ধুত্ব

এক ব্যক্তি অন্য গ্রামে তার এক ভাইকে দেখতে গেলো। আল্লাহ্ তা'য়ালা একজন ফেরেশতাকে মানুষের আকৃতি দিয়ে ঐ পথে বসিয়ে রাখলেন। যখন ঐ ব্যক্তি সেই পথ দিয়ে যাচ্ছে তখন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ 'ভাই সাহেব! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' লোকটি বললোঃ 'এ শহরে আমার এক ভাই থাকে। তাকে দেখতে যাচ্ছি।'

পুনরায় ফেরেশতা বললোঃ 'তার নিকট আপনার কোন পাওনা আছে কি? অথবা অন্য কোন প্রয়োজন?'

লোকটি বললোঃ 'না ভাই, তার সাথে আমার কোন লেনদেন নেই। শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই আমি তাকে ভালোবাসি।'

তখন ফেরেশ্তা বললোঃ 'আমি আল্লাহ্র দূত হয়ে আপনাকে একথা জানাতে এসেছি যে, আপনি যেভাবে আল্লাহকে ভালোবাসেন তদ্রূপ আল্লাহ্ও আপনাকে ভালোবাসে।'

**সূত্র ঃ** সহীহ্ আল্ মুসলিম। আবু হুরাইয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** আল্লাহর ভালোবাসা বা সন্তুষ্টির জন্য যদি কেউ কোন কাজ করে তবে আল্লাহ্ও সে কাজের জন্য তাকে ভালবাসেন বা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।

www.pathagar.com

# আল্লাহর ভয়

অনেক দিন আগের কথা। এক ব্যক্তিকে আল্লাহ বিপুল ধনঐশ্বর্য্য দান করলেন। তবু সে সারাক্ষণ আরো অধিক পাবার জন্য ব্যস্ত থাকতো। তাছাড়া জীবনে ভালো কাজ বলতে যা বুঝায় তা কোন দিন সে করে দেখেনি। মন যে ভাবে চায় সেভাবে চলাই ছিলো তার নেশা। এভাবে সে একদিন জীবন সায়াহ্নে উপনীত হলো।

একদিন সে তার পরিবার পরিজনকে ডেকে নিজের চার দিকে বসালো এবং বললোঃ 'আমার মনে হয় খুব সহসাই মৃত্যু আমাকে ধরে ফেলবে। মৃত্যু থেকে পলাবার কোন পথ নেই। তাই তোমরা আমার মরার পর কিছু কাজ করবে যাতে আমি আল্লাহর নিকট ধরা না পড়ি।'

পরিবারের একজন জিজ্ঞেস করলো ঃ 'সেই কাজটি কি?'

ঐ ব্যক্তি বললো ঃ 'আমি মরার পর তোমরা লাকড়ী সংগ্রহ করে আমার লাশকে পুড়িয়ে ফেলবে। পোড়ানোর পর অবশিষ্ট হাড়গুলো পিষে গুড়ো করে ফেলবে। তারপর যেদিন প্রবল ঝড় তুফান শুরু হবে সেদিন আমার হাড়ের গুড়ো গুলো সাগরে ভাসিয়ে দেবে।'

ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ছেলেমেয়েরা অসিয়ত অনুযায়ী তাই করলো। যখন তার হাড়ের গুঁড়ো সাগরে ভাসিয়ে দিলো তখন আল্লাহ্ সেগুলোকে একত্র করে ফেললেন এবং ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'তুমি কেন এমন করেছো?

সে বললোঃ হে আল্লাহ্! জীবনে তো খারাপ কাজ ছাড়া ভালো কোন কাজ করিনি তাই আমার ধারণা ছিলো আপনি আমাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। এজন্য আপনার ভয়ে॥ যাতে আপনার মুখোমুখি হতে না হয় সেজন্য॥ আমি একাজ করেছি।

তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ 'জীবনে একবার হলেও যখন তুই আমাকে ভয় করেছিস তাই আমি তোকে মা'ফ করে দিলাম।'

সূত্র ঃ সহীহ্ আল্-বুখারী। হযরত হুযাইফা (রা), আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রা) প্রমুখ সাহাবা কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত অবলম্বনে।

www.pathagar.com

**শিক্ষা ঃ** বান্দা যদি আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভয় করে এবং স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা এবং তওবা করে, তবে আল্লাহ্ তাকে মা'ফ করে দেন। কেননা বান্দার অপরাধ যতো বেশি হোক না কেন আল্লাহ্র রহমত তার চেয়েও সহস্র কোটি গুণ বেশি।

## দৃষ্টান্ত

একবার এক খৃষ্টান এসে নবী করীম (সা) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলো। তখন তাকে তালিম তরবিয়ত দেয়া শুরু হলো । সূরা আল্ বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পড়া শেষ করলো। সে কিছু লেখা পড়া জানতো বিধায় তাকে ওহী লেখকদের অন্তর্ভূক্ত করা হলো। এভাবে সে বেশ কিছুদিন ওহী লেখার কাজে নিয়োজিত রইলো।

একদিন সে পালিয়ে গিয়ে পুনরায় খৃষ্টান হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো ঃ 'আমি মুহাম্মদকে যা লিখে দিতাম তার অতিরিক্ত তিনি কিছু জানেন না।' (নাউজু বিল্লাহ্!)।

এ ঘটনার কিছুদিন পর সে মারা যায়। খৃষ্টানরা তাকে যথারীতি দাফন করে। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেলো তার লাশ কবরের উপরে উঠিয়ে রাখা হয়েছে। এ অবস্থা দেখে খৃষ্টানগণ বললোঃ 'একাজ মুহাম্মদ এবং তাঁর সাথীদের ছাড়া আর কারো নয়। যেহেতু সে তাদের নিকট থেকে পালিয়ে এসেছিলো। তাই তারা আমাদের এ সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে।'

তখন তারা তার কবরকে আরো অনেক গভীর করে খুঁড়ে তাকে পুনরায় দাফন করে এলো। কিন্তু তার পরদিনও পূর্বের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হলো। লোকজন দেখলো তার লাশ আবারো কবরের উপরে উঠিয়ে রাখা হয়েছে। সেদিনও সবাই মন্তব্য করলোঃ 'একাজ মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীদের। পালিয়ে আসার প্রতিশোধ নিচ্ছে।'

যাহোক আবার তারা আরো অনেক গভীর করে কবর খুড়ে তাকে দাফন করলো। পরদিন সকাল বেলা তার লাশ আবার কবরের উপর দেখা গেলো। এবার তারা বুঝতে পারলো, একাজ কোন মানুষের করা নয়। তাই তারা হতাশ হয়ে তার শবদেহটি সেভাবেই ফেলে রেখে দিলো। আর ঘটনাটি দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো অনাগত মানুষের জন্য।

www.pathagar.com

সূত্র ঃ সহীহ্ আল্ বুখারী কিতাবুল আম্বিয়া, আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** মাঝে মাঝে আল্লাহ্ এমন কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করেন যাতে মানুষ শিক্ষা লাভ করতে পারে। এ কাহিনীটি তার অন্যতম। আল্লাহ্র রাসূল (সা) এর বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে তাঁকে হেয় করার প্রচেষ্টা করেছিলো। কিন্তু মহান আল্লাহ্ প্রমাণ করে দিলেন যে সে মিথ্যাবাদী।

## ক্ষমতা

আবু মাসউদ (রা)। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। একদিন কোন ব্যাপারে রাগান্বিত হয়ে তাঁর এক ক্রীতদাসকে আচ্ছা করে পেটাচ্ছিলো।

হঠাৎ পেছন হতে গুরুগম্ভীর নিনাদে ধ্বনিত হলো ঃ 'খবরদার আবু মাসউদ! থামো।'

তিনি রাগে উত্তেজিত থাকায় প্রথমে বুঝতে পারেননি। পরে পেছন ফিরে দেখেন, স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সা) তাঁর পেছনে দাঁড়ানো।

রাসূল (সা) বললেন ঃ 'হে আবু মাসউদ! তুমি তোমার ক্রীতদাসের উপর যতটুকু ক্ষমতার অধিকারী, তোমার উপর আল্লাহ তার চেয়েও অনেক বেশী ক্ষমতার অধিকারী।'

একথা শোনামাত্র আল্লাহর ভয়ে তাঁর হাত হতে চাবুক পড়ে গেলো। আতংকিত কণ্ঠে বলে উঠলেনঃ

'আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

রাসূল (সা) বললেন ঃ 'হে আবু মাসউদ! যদি তুমি তাকে মুক্ত না করতে তবে জাহান্নামের আগুন তোমাকে জ্বালিয়ে দিতো।'

সূত্র ঃ সহীহ আল মুসলিম। হযরত আবু মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** অধিনস্থদের সাথে দূর্ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রতিটি কর্মের রেকর্ড আল্লাহ সংরক্ষণ করে রাখছেন। তার প্রতিফল তাকে ভোগ করতেই হবে।

www.pathagar.com

## ফায়সালা

যুবায়ের (রা) ছিলেন নবী করীম (সা)-এর আত্মীয়। তাছাড়া তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর ছোট বোন আসমা (রা)কে বিবাহ করেছিলেন। মদীনায় তাঁর এবং এক আনসারীর পাশাপাশি দুটো বাগান ছিলো। যুবায়ের (রা) এর বাগানটি ছিলো একটু উঁচু জায়গায় এবং আনসারীর বাগানটি ছিলো অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায়। উভয়ের বাগানের পাশ দিয়ে পাহাড়ী ঝর্ণার একটি নালা ছিলো। বৃষ্টি হলেই ঐ নালা দিয়ে পানি প্রবাহিত হতো এবং তারা প্রত্যেকেই যার যার বাগানে সে নালা থেকে সেচে পানি দিতেন।

একদিন পানির প্রবাহ কম থাকায় উভয়ের মধ্যে পানি নিয়ে বচসা হলো। নবী করীম (সা) এর নিকট পর্যন্ত বিচার পৌঁছলো। সব শোনে তিনি যুবায়ের (রা)কে বললেন ঃ 'তুমি প্রথম পানি সেঁচবে অতঃপর প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দেবে।'

এ ফায়সালা আনসার সাহাবীর মনপুত না হওয়ায় তিনি বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আপনার আত্মীয় বলে আপনি তার পক্ষে রায় দিলেন।'

একথা শোনে নবীকরীম (সা) এর চেহারা মুবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। তিনি বললেন ঃ 'যুবায়ের তুমি পানি সেচ করবে এবং অবশিষ্ট পানি তোমার প্রয়োজন অনুযায়ী আটকে রাখবে।' আগে তো প্রত্যেককেই তিনি দেয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন এবার যুবায়ের (রা)কে তাঁর পূর্ণ হক দিয়ে দিলেন।

**সূত্র ঃ** সহীহ আল বুখারী। যুবায়ের (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** বেশী লোভ করলে অল্প থেকেও বঞ্চিত হতে হয়।

## দাঁতের বদলে দাঁত

রুবাইয়্যা বিনতে নাযর (রা) একদিন প্রতিবেশীর এক কন্যাকে কলহের কারণে তার সামনের একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেললো। এজন্য প্রতিবেশী তাদের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করলো। কিন্তু রুবাইয়্যা পরিবার ক্ষতিপূরণ না দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। কিন্তু কোন পক্ষই প্রদত্ত শর্তে আপোস হলো না। অগত্যা বিচার হুজুর (সা)এর দরবার পর্যন্ত গড়ালো।

www.pathagar.com

মহানবী (সা) বাদী ও বিবাদী উভয়ের কথা শুনলেন এবং কিসাসের নির্দেশ দিলেন। রুবাইয়্যা (রা) এর ভাই আনাস ইবনে নাযর (রা) দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! কিসাস বলতে কি আপনি রুবাইয়্যার দাঁত ভাঙ্গার কথা বলেছেন? তার দাঁত ভাঙ্গা হবে কি? না, ওর দাঁত ভাঙ্গা যাবে না।'

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ 'হে আনাস! আল্লাহর বিধান হলো কিসাস।'

বাদী পক্ষ যখন দেখলেন নবী করীম (সা) ন্যায় বিচার করেছেন তখন তারা দাঁতের বদলে দাঁত না ভেঙ্গে বিবাদীকে মাফ করে দিলেন। নবী করীম (সা)ও এতে খুশী হলেন।

**সূত্র ঃ** সহীহ আল বুখারী। আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ। এতে আলাহ এবং তাঁর রাসূল খুশী হন।

## বিচার

দু'জন স্ত্রীলোক। তাদের দু'সন্তানকে সাথে নিয়ে বনের মধ্য দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটি বাঘ এসে এক মহিলার সন্তানকে নিয়ে গেলো। যার সন্তান বাঘে নিয়ে গেলো সে তার সঙ্গী মহিলার ছেলেটিকে জোর করে নিজের কাছে তুলে নিলো। তখন ঐ ছেলেকে নিয়ে দু'জনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হলো।

এক পর্যায়ে উভয়ে বিচারের জন্য হযরত দাউদ (আ) এর নিকট গেলো। কিন্তু ছেলেহারা স্ত্রীলোকটি ছিলো অত্যধিক বাকপটু। তাই দাউদ (আ) ঐ স্ত্রী লোকটির পক্ষেই রায় দিলেন। রায় শোনে ছেলের মা কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে যাচ্ছে। পথেই সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) এর সাথে দেখা।

'তুমি কাঁদছো কেন?' সুলাইমান (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রীলোকটি সব ঘটনা কাঁদতে কাঁদতে খুলে বললো। তখন দু'জনকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন এবং সাক্ষীদেরকে একটি ধারালো ছুরি আনতে বললেন।

ছুরি নিয়ে বাচ্চাটিকে দ্বিখণ্ডিত করার উদ্যোগ নিলেন, তখন যে স্ত্রীলোকটি কাঁদতেছিলো সে দৌড়ে এসে বাধা দিলো এবং বললো ঃ 'ছেলেটি ঐ মহিলার। আপনি ওকে দিয়ে দিন। আমি আর ছেলের দাবী করবো না।'

www.pathagar.com

অপর স্ত্রীলোকটি নিরব। তখন সুলাইমান (আ) ছেলেটিকে যে মহিলা কাঁদছিলো তাকে দিয়ে দিলেন।

**সূত্র ঃ** সহীহ আল বুখারী ও সহীহ আল মুসলিমের বর্ণনা অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** নবী ও রাসূলদের ন্যায়বিচার ও জ্ঞানের গভীরতা শৈশব থেকেই প্রতিয়মান হয়েছে। কোনো বিচারে সাক্ষ্য গ্রহণের পরও যদি বিচারকের মনে খটকা সৃষ্টি হয় তবে তিনি নিজের প্রজ্ঞা খাটাতে পারেন।

## ইনসাফ

একদিন হযরত বশীর (রা) নবী করীম (স) এর নিকট তাঁর এক ছেলেকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। কুশল বিনিময়ের পর বশীর (রা) বললেন ঃ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার এ ছেলেকে একজন ক্রীতদাস দান করেছি।'

'তোমার কি আরো কোন সন্তান আছে?' রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন।

বশীর (রা) বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আছে।'

ঃ 'তাদের প্রত্যেককেই কি তুমি একজন করে ক্রীতদাস দান করেছো?'

ঃ 'না।'

ঃ 'তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করো।' নবী করীম (সা) বললেন।

আরো বললেন ঃ 'আমাকে ছাড়া আর কাউকে সাক্ষী রাখো। আমাকে জুলুমের সাক্ষী বানাবে না।

একথা শোনে হযরত বশীর (রা) ভীষণ ঘাবড়িয়ে গেলেন। তখন নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'তুমি কি চাও যে তোমার সব সন্তানই তোমার সাথে সদাচার করুক?'

তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ।'

'তাহলে এরূপ করো না, ক্রীতদাসটি তুমি ফেরৎ নিয়ে যাও।' রাসূল (সা) বললেন।

www.pathagar.com

তখন তিনি বাড়ীতে গিয়ে তাঁর প্রদত্ত উপহার ক্রীতদাসটি তিনি ফেরৎ নিয়ে নিলেন।

**সূত্র ঃ** সহীহ আল বুখারী ও সহীহ আল মুসলিমের বিভিন্ন বর্ণনা অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সকলের বেলায়ই ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এটাই ইসলামের দাবী।

## ভালোবাসা

নবীকরীম (সা) কোন এক সফরে যাচ্ছিলেন। সাথে একদল সাহাবী। দীর্ঘ পথ চলার পর বিশ্রামের জন্য যাত্রাবিরতি করলেন। তখন কেউ কেউ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। আবার কেউ কেউ বসে আলাপচারিতায় মশগুল হলেন। নবীকরীম (সা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দূরে এক ঝোপের আড়ালে গেলেন।

কয়েকজন সাহাবী হাটাহাটি করছেন। এমন সময় এক ঝোপের মধ্যে ছোট একটি পাখীর বাসা দেখতে পেলেন। সেখানে দুটো বাচ্চাসহ একটি লাল রংয়ের পাখী বসে আছে। একজন গিয়ে বাসা থেকে বাচ্চা দুটো তুলে নিয়ে এলেন।

সাথে সাথে মা পাখীটা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে চলে এলো। বিশ্রাম স্থানের কাছে এসে পাখীটা মাটির সাথে পেট লাগিয়ে ডানা ঝাপটানো শুরু করলো। এমন সময় হুজুর (সা) হাজত পুরো করে এসে পড়লেন। পাখীটাকে এ অবস্থায় দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কে একে তার বাচ্চা এনে কষ্ট দিচ্ছে?' 'আমরা এনেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' কয়েকজন সাহাবী উত্তর দিলেন।

তখন তিনি ছানা দুটোকে বাসায় রেখে দিতে নির্দেশ দিলেন। সাহাবীরা তাই করলেন। পাখীটি তখন মনের সুখে উড়ে গেলো আপন কূলায়।

**সূত্র ঃ** আবু দাউদ শরীফ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** অকারণে কোন প্রাণীকে কষ্ট দেয়া উচিত নয়।

www.pathagar.com

# অদ্ভুত ক্রেতা

হযরত দাউদ (আ)-এর শাসনামল। এক ব্যক্তি অভাবে পড়ে একটি জমি বিক্রয় করে। ক্রেতা খরীদকৃত জমিতে ফসল ফলানোর জন্য চাষ করা শুরু করলো। চাষ করতে করতে হঠাৎ সে জমির মধ্যে পুঁতে রাখা স্বর্ণভর্তি একটি কলসের সন্ধান পেলো। তখন ক্রেতা তা সযত্নে তুলে নিজের বাড়ীতে রেখে বিক্রেতার বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো।

ক্রেতা বিক্রেতাকে সম্বোধন করে বললো ঃ 'ভাই আপনার নিকট থেকে যে জমি ক্রয় করেছি সেখানে এক কলস স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছি। আপনি মেহেরবানী করে তা ফেরৎ নিন। কেননা আমি তো শুধু আপনার নিকট থেকে জমি ক্রয় করেছি কিন্তু ঐ স্বর্ণমুদ্রা তো ক্রয় করিনি।'

বিক্রেতা বললো ঃ 'না ভাই, তা হয় না। আমি তো জমি বিক্রি করার সময় কোন শর্ত দিয়ে বিক্রি করিনি যে, জমিতে প্রাপ্য জিনিস আমাকে ফেরৎ দেবে। তাছাড়া আমি জমিতে যা আছে তার সব কিছুই বিক্রি করে দিয়েছি। অতএব ওগুলো আপনার প্রাপ্য।'

ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই নিজেদের কথায় অনড়। কেউ তা ফেরৎ নেবে না। অবশেষে তারা হযরত দাউদ (আ)-এর দরবারে মীমাংসা চেয়ে আবেদন করলো।

তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের কি কোন সন্তান আছে?'

ক্রেতা বললো ঃ 'হুজুর, আমার এক ছেলে আছে।' বিক্রেতা বললো ঃ 'আমার এক মেয়ে আছে।' হযরত দাউদ (আ) রায় দিলেন ঃ 'যাও তোমার মেয়ে তার ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দাও এবং প্রাপ্ত সম্পদ হতে তাদের বিয়েতে খরচ করো। আর অবশিষ্ট সম্পদ তাদেরকে দান করে দাও।'

এই রায় শোনে উভয়েই খুশী মনে চলে এলো এবং ধুমধামের সাথে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলো।

সূত্র ঃ সহীহ আল বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

www.pathagar.com

**শিক্ষা ঃ** নিজের প্রয়োজন থাকা সত্বেও অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দেয়া। সাথে সাথে একথাও প্রমাণ হলো যে যদি কারো ব্যক্তিগত সম্পদের মধ্যে কোন গুপ্তধন পাওয়া যায় সেই গুপ্তধনের মালিক ঐ সম্পদের সত্ত্বাধিকারী।

## খেয়ানত

অনেকদিন আগে এক নবী ছিলেন। নাম হযরত ইউশা ইবনে নুন (আ)। তাঁর সময়ের কথা।

একদিন তিনি জিহাদের জন্য ঘোষণা দিলেন এবং বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি সম্প্রতি বিয়ে করে স্ত্রীমিলন চায় কিন্তু এখনো তা করেনি! যে ব্যক্তি ঘর তৈরী করেছে কিন্তু এখনো তার ছাদ তৈরী করেনি এবং যে ব্যক্তি গর্ভবতী ছাগল কিংবা উটনী ক্রয় করে তার বাচ্চা প্রসবের অপেক্ষায় আছে– তারা যেন আমার সাথে জিহাদ করতে না যায়।'

অতঃপর তিনি তার অনুসারীদেরকে নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। আসরের নামাযের সময় অথবা তার কাছাকাছি সময় তিনি জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধ শুরু হলো। তখন তিনি সূর্যকে বললেন ঃ 'তুমিও আল্লাহর হুকুমের অধীন আর আমিও তাঁর অধীন। হে আল্লাহ! তুমি সূর্যটাকে আটকে রাখো।'

তিনি জিহাদে জয়লাভ করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ সূর্যকে আটকে রাখলেন। যুদ্ধ শেষ। এবার নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সমস্ত সম্পদ একত্রিত করলেন আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দেবে এ প্রতীক্ষায় রইলেন। কিন্তু আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিলো না। তখন নবী (আ) বললেনঃ 'নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে কেউ খেয়ানতকারী আছে। 'কাজেই প্রত্যেক গোত্রের গোত্রপতিকে আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে।'

বাইয়াত করতে গিয়ে এক গোত্রপতির হাত নবীর হাতের সাথে আটকে গেলো। তখন তিনি বললেন ঃ 'খিয়ানতকারী তোমার গোত্রের লোক। তাই তোমার গোত্রের সকল লোককে আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে।'

www.pathagar.com

এবার দেখা গেলো দু'তিনজনের হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গিয়েছে। তিনি বললেনঃ 'তোমরাই খিয়ানতকারী। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রাখা বস্তু নিয়ে এসো এবং স্তুপের মধ্যে তা নিক্ষেপ করো।'

তখন তারা একটি গরুর মাথার সমান স্বর্ণের তৈরী একটি মাথা নিয়ে এলো এবং স্তুপকৃত মালের উপর রাখলো। তৎক্ষণাৎ আকাশ থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলো।

**সূত্র ঃ** সহীহ আল বুখারী ও সহীহ আল মুসলিম। হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** জিহাদের জন্য সর্বদা নিবেদিত প্রাণ কর্মীর প্রয়োজন। যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার সব ধনসম্পদ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে বিক্রি করে দেয়। দুনিয়া প্রেমে যারা মগ্ন তারা জিহাদের জন্য বাছাইকৃত কর্মীদের তালিকায় যাবার অনুপযুক্ত। সমস্ত নবী রাসূলদেরকে যে আল্লাহ তায়ালা মু'জিযা দান করেছেন এখানে তার একটি মুজিযা আমরা দেখতে পাই। তাছাড়া যুদ্ধের ময়দানে বিরোধীদের পরিত্যাক্ত সম্পদ যা মালে গনিমাত কোন নবীর উম্মতের জন্য বৈধ ছিলো না। একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদী ছাড়া।

## হারাম উপার্জন

হযরত আবু বকর (রা) এর একজন মুকাতাব (নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধের বিনিময়ে মুক্তি পাওয়ার চুক্তিকৃত) কৃতদাস ছিলো। সে প্রত্যহ নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ হযরত আবু বকর (রা)কে এনে দিতো। তিনি তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহার করতেন।

এক দিনের ঘটনা। প্রতিদিনের মতো সেদিনও কৃতদাস তাঁকে তাঁর পাওনা পরিশোধ করলো। সাথে কিছু খাদ্যদ্রব্যও ছিলো। যখন হযরত আবু বকর (রা) তা আহার করলেন তখন ঐ কৃতদাস বললো ঃ 'আপনি জানেন কি, ঐ খাদ্য আমি কোথায় পেয়েছি?' তিনি বললেন ঃ 'তুমি না বললে কিভাবে জানবো?'

কৃতদাস বললো ঃ 'আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এক ব্যক্তিকে ভবিষ্যত গণনা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তা আমার জানা ছিলো না আমি তার সাথে

www.pathagar.com

প্রতারণা করেছিলাম। ভাগ্যচক্রে আমার গণনা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। অনেক দিন পর আজ সেই ব্যক্তির সাথে দেখা। সে আমাকে ওগুলো হাদিয়া দিয়েছে যা আপনি খেলেন।'

একথা শোনামাত্র হযরত আবু বকর (রা) গলার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন এবং বমি করে সবকিছু ফেলে দিলেন।

**সূত্র ঃ** সহীহ আল বুখারী। হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** হারাম সম্পদ অর্জন কিংবা হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করা কোন মুসলমানের কাজ নয়। তাছাড়া প্রতারণা করা বড় দোষ।

## ভিক্ষা করা নিন্দনীয়

একদিন নবী করীম (সা) সাহাবীদেরকে নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় এক আনসারী সেখানে উপস্থিত হয়ে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলো। নবী করীম (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার ঘরে কি কিছুই নেই?' ঐ আনসার ব্যক্তি উত্তর দিলো ঃ 'হ্যাঁ হুজুর আছে। একটি কম্বল ও একটি বাটি। কম্বলের অর্ধেক আমি বিছিয়ে শয়ন করি এবং বাকী অর্ধেক গায়ে দেই। পেয়ালা দিয়ে পানি পান করি।'

তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ 'যাও সেগুলো এখানে নিয়ে এসো।' হুজুর পাক (সা)-এর কথামতো ঐ ব্যক্তি সেগুলো মসজিদে নববীর নিকট নিয়ে এলো। হুজুর (সা) তা নিলামে ডেকে দুই দিরহামে বিক্রি করে দিলেন। অতঃপর তিনি আনসারী ব্যক্তিকে ডেকে দুই দিরহাম তার হাতে তুলে দিলেন এবং বললেন ঃ 'যাও। এক দিরহাম দিয়ে তোমার পরিবার পরিজনের জন্য খাদ্য কিনে নাও এবং আরেক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার নিকট নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণ পর লোকটি একটি নতুন কুঠার নিয়ে নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলো। নবী করীম (সা) তাঁর মোবারক হাতে ঐ কুঠারটি নিয়ে তাতে হাতল লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ 'এবার এ কুঠারটি নিয়ে যাও। কাঠ কেটে তা বাজারে বিক্রি করবে।'

www.pathagar.com

লোকটি কুঠার নিয়ে চলে গেলো। পনের দিন পর নবী করীম (সা)-এর সাথে দেখা করতে এলো। তখন তার হাতে ১০ দিরহাম জমা ছিলো পরিবারের ব্যয় নির্বাহের পরও। তা দিয়ে সে কিছু কাপড় চোপড় ও খাদ্য দ্রব্য কিনলো। দেখে হুজুর (সা) খুশী হয়ে বললেন ঃ 'ভিক্ষা করার চেয়ে তোমার জন্য এটাই উত্তম। কেননা ভিক্ষা করলে তোমার চেহারা কিয়ামতের দিন ক্ষত বিক্ষত হয়ে যেতো।

তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া আর কারো জন্য ভিক্ষা চাওয়া বৈধ নয়।

(১) ধূলা মলিন নিঃস্ব ভিক্ষুক।

(২) প্রচণ্ড ঋনের চাপে জর্জরিত ব্যক্তি, ঋণ পরিশোধের জন্য ভিক্ষা চাওয়া বৈধ।

(৩) যার উপর রক্তপণ আছে এবং তা পরিশোধের অক্ষমতার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন।

এ ধরনের ব্যক্তিগণ ইচ্ছে করলে ভিক্ষা চাইতে পারে।

**সূত্র ঃ** তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, আবু দাউদ। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত।

**শিক্ষা ঃ** ভিক্ষুকের আত্মমর্যাদাবোধ ভুলুণ্ঠিত হয় এবং তার নৈতিকতায় ধস নামে। এজন্য ভিক্ষাবৃত্তিকে ইসলামে গর্হিত কাজ বলে অভিহিত করেছে।

## অমানবিক

আবু জেহেলের দহলিজ। ওয়ালিদ, উমাইয়া, উৎবা, শাইবা, আবু লাহাব, উকবা প্রমুখ একত্রে বসে গল্পগুজব করছে। দহলিজ হতে বাইতুল্লাহর পুরো এলাকা দৃষ্টিগোচর হয়। গল্পের এক পর্যায়ে তারা লক্ষ্য করলো মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সা) বাইতুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছেন। এ দৃশ্য দেখে তাদের ভেতর প্রতিহিংসার অনল প্রচণ্ড তেজে জ্বলে উঠলো। তারা পরামর্শ করলো কিভাবে তাকে জব্দ করা যায়। এক কুলাঙ্গার বললো ঃ 'অমুক গোত্রের উটনীর নাড়িভুঁড়ি অমুক জায়গায় ফেলে দেয়া হয়েছে। তা এনে কে তাঁর মাথায় ফেলবে?'

www.pathagar.com

অমনি উকবা বসা থেকে লাফ দিয়ে উঠে বললো ঃ 'তোমরা কেউ সাহস পাচ্ছো না, ঠিক আছে আমিই যাচ্ছি।'

একথা বলে দৌড়ে গিয়ে নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এলো এবং নবী করীম (সা)-এর সিজদায় যাবার প্রতীক্ষায় রইলো। যখন তিনি সিজদায় গেলেন অমনি নাড়িভুঁড়িগুলো তাঁর মাথায় রেখে দিলো।

ইবনে মাসউদ (রা) পুরো ঘটনা অবলোকন করলেন কিন্তু তিনি তাদের ভয়ে ও বয়সের স্বল্পতার কারণে কিছুই করতে পারলেন না। রাসূল (সা) সিজদা থেকে মাথা উঠাতে পারলেন না। অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে গেলেন। এদিকে দম বেরুবার উপক্রম। অমানুষগুলো দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলো আর হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিলো।

অবশেষে ফাতিমা (রা) এসে অনেক কষ্টে নবী করমী (সা)-এর উপর থেকে সেগুলো ফেলে দিলেন। রাসূল (সা) মাথা উঠিয়ে প্রত্যেক পাপিষ্ঠের নাম ধরে বদদোয়া করলেন।

আল্লাহর কুদরতে এবং নবীর দোয়ার বরকতে সেদিনের সেই কুলাঙ্গারগুলো বদরে নিহত হয়েছিলো।

**সূত্র ঃ** সহীহ আল বুখারী। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** যে নবীকে তারা আল আমীন বা অতি বিশ্বস্ত মনে করতো শুধুমাত্র হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণেই তার উপর এ উৎপীড়ন করেছে। অন্য কথায় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে বাঁধা আসবেই। ধৈর্য্যের সাথে সে বাঁধার মুকাবেলা করতে হবে।

## আর্তনাদ

ইসলামের আলো বিকশিত হবার পূর্বে আরবে কন্যা সন্তানকে অসম্মান ও ব্যর্থতার কারণ মনে করা হতো, অপয়া ভাবা হতো। তাই তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়ার প্রথা চলে আসছিলো। এ অপকর্মে বনু তামিম গোত্র ছিলো বেশী অগ্রসর। গোত্রপতি ছিলো কায়েস বিন আসেম। তিনি যখন

www.pathagar.com

ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন তখন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নিজের নিষ্পাপ শিশুকন্যাকে স্বহস্তে জীবন্ত দাফন করার হৃদয়বিদারক ঘটনা বিবৃত করেন ঃ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলো। আমি সফরে বাইরে গিয়েছিলাম। তখন সে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলো। আমি বাড়ি থাকলে তখনই ঝামেলা চুকিয়ে দিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য। আমার অনুপস্থিতির কারণে আমার স্ত্রী কয়েকদিন সে কন্যা সন্তানকে প্রতিপালন করলো এবং তার মায়ায় আবিষ্ট হয়ে গেলো। এদিকে সফর হতে আমার ফেরার সময় ঘনিয়ে এলো। স্ত্রী পেরেশান হয়ে গেলো, এই ভেবে যে, ঐ কন্যা আমার সামনে পড়লে তৎক্ষণাৎ আমি তাকে কবর দিয়ে ফেলবো। অগত্যা সে কন্যাটিকে তার খালার নিকট পাঠিয়ে দিলো। ধারণা ছিলো কন্যা বড়ো হলে যখন বাড়ীতে আসবে তখন তার প্রতি আমার আকর্ষণ সৃষ্টি হবে এবং দুর্বলতা বেড়ে যাবে।

যাহোক আমি যখন সফর থেকে বাড়ি ফিরলাম তখন আমাকে মৃত সন্তান জন্ম নেয়ার খবর দেয়া হলো। ঘটনা এখানেই চাপা পড়ে গেলো।

ওদিকে কন্যা খালার নিকট প্রতিপালিত হতে লাগলো। এমনকি সে খুব নাদুস-নুদুস ও বড়োসড়ো হয়ে উঠলো। একদিন আমি কোন প্রয়োজনে বাইরে গেলাম। আমার স্ত্রী মনে করলো ঃ 'আজ কন্যার পিতা বাড়িতে নেই সুতরাং মেয়েকে নিয়ে এলে ক্ষতি কি?' তাই সে কন্যাকে বাড়ী নিয়ে এলো। দুর্ভাগ্য, আমিও খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

পৌঁছে দেখি এক অনিন্দ্য সুন্দর শিশু কন্যা বাড়ীর এদিক সেদিক দৌড়ে খেলে বেড়াচ্ছে। আমার অন্তর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে উঠলো। স্ত্রী আমার অবস্থা দেখে আঁচ করে নিলো যে, পিতৃস্নেহ জেগে উঠেছে। আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'নেক বখত! এটা কার বাচ্চা? ভারী সুন্দর মেয়ে তো!'

তখন স্ত্রী সব ঘটনা খুলে বললো। আমি বিনা দ্বিধায় মেয়েকে গলায় জড়িয়ে নিলাম। মা তাকে বললো ঃ 'আম্মু! এ তোমার আব্বা।' তৎক্ষণাৎ মেয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। পিতার স্নেহ পেয়ে সে এতো বেশী আনন্দিত হতো যে, আমি বাইরে থেকে এলে আব্বু আব্বু বলে দৌড়ে

www.pathagar.com

এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতো। তখন আমি তাকে গলায় জড়িয়ে ধরে অবারিত শান্তি অনুভব করতাম। সে আমার মুখে তার মুখ লাগাতো।

এভাবে দিন যাচ্ছে। সাথে সাথে আমার ভেতরে অস্বস্তিও বাড়ছে। আমি ভাবতাম, তার কারণে আমাকে শ্বশুর হতে হবে, আমার কন্যা কারো বৌ বা স্ত্রী হবে, এ লজ্জা আমি রাখবো কোথায়? আমি আমার সমাজে মুখ দেখাবো কি করে, আমার সমস্ত মান-সম্মান ভুলুণ্ঠিত হবে। তা হতে দেবো না। মর্যাদাবোধ ও অহংকার আমার ভেতর এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো যে, আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেললাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, এ কেলেঙ্কারীর বস্তুকে আমি দাফন করেই ছাড়বো।

স্ত্রীকে গিয়ে বললাম ঃ 'আমি এক জায়গায় দাওয়াতে যাবো কন্যাকে তৈরী করে দাও, নিয়ে যাবো। স্ত্রী খুব আনন্দের সাথে তাকে গোসল করালো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরালো এবং সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী করে দিলো। কন্যাও পিতার সাথে বেড়াতে যাবে শুনে আনন্দে আত্মহারা।

আমি তাকে নিয়ে এক নির্জন বনের দিকে রওয়ানা দিলাম। কন্যা মনের আনন্দে নাচতে নাচতে আমার সাথে যাচ্ছিলো। আমার পাগল মনে তখন একটি মাত্র ভাবনা কতক্ষণে এ লজ্জার পুটলীকে মাটিতে পুঁতে ফেলবো। কিন্তু সে তো এর কিছুই জানতো না। নিষ্পাপ শিশুকন্যাটি কখনো আমার হাত ধরে আবার কখনো আমার আগে আগে দৌড়াতে লাগলো এবং আনন্দের আতিশয্যে কত কথাই না বলতে লাগলো।

চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেলাম। তারপর সেখানে গর্ত করা শুরু করলাম। কন্যাটি বারবার পেরেশানীর সাথে জিজ্ঞেস করলো ঃ

'আব্বু এখানে গর্ত খুঁড়ছো কেন?' সেতো জানতো না যে, তার এ নিষ্ঠুর পিতা তার জন্যই গর্ত খুঁড়ছে এবং চিরদিনের জন্য তাকে স্তব্ধ করে দেবে। গর্ত খোঁড়ার সময় যখন আমার পা ও কাপড়ের উপর মাটি পড়লো তখন সে ছোট ছোট নাজুক হাতে তার প্রিয় আব্বুর শরীর হতে মাটি ঝেড়ে দিলো এবং আবেদনময়ী ভাষায় বললো ঃ 'আব্বু তোমার কাপড় নষ্ট হচ্ছে।' আমি নিরবে আমার কাজ করে যাচ্ছি। যখন আমি সেই গভীর গর্ত খোঁড়া শেষ করলাম তখন ফুলের মতো নিষ্পাপ কন্যাটিকে উঠিয়ে সে গর্তে নিক্ষেপ

www.pathagar.com

করলাম এবং পাগলের মতো অতি দ্রুত মাটি ফেলতে লাগলাম। কন্যাটি আমার দিকে ভয়ার্ত ও বেদনাতুর হয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। 'আব্বু তুমি একি করছো? আমি তো মরে যাবো। আমি তো কোন অন্যায় করিনি।'

আব্বু..... আ....ব্বু।'

আমি বোবা, অন্ধ ও বধিরের মতো আমার কাজ করে যেতে লাগলাম। আমার পাষাণ হৃদয়ে কোন দয়ামায়ার উদ্রেক হলো না। কন্যাকে জীবিত দাফন করে প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলে চলে এলাম।'

নিষ্পাপ কন্যার উপর এ অমানুষিক নির্যাতন ও তার অসহায়ত্বের বেদনা বিধূর কাহিনী শেষে রহমতে আলম (সা)-এর চক্ষু দিয়ে টপটপ করে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন ঃ 'এটা পাষাণের কাজ। যে মানুষ অন্যের উপর দয়া প্রদর্শন করতে পারে না, আল্লাহ তার উপর কি করে রহম করবেন?'

ইসলাম তোমাদের অতীতের সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দিয়েছেন।

সূত্র ঃ সহীহ আল মুসলিম।

## উদ্ধার

হযরত ছা'ছা' (রা) ছিলেন আরবের বিখ্যাত কবি কারাযদাক এর দাদা। যে সময় আরবে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করা হতো তখন তিনি চুরানব্বই জন শিশুকন্যাকে তাদের অভিভাবকের কবল হতে রক্ষা করেন। কিন্তু তিনি তখনও ইসলামের দাওয়াত পাননি।

এক দিনের ঘটনা। হযরত ছা'ছা'র দুটো উট হারানো গিয়েছিলো। তিনি হারানো উট খুঁজতে বেরুলেন। খুঁজে খুঁজে হয়রান কিন্তু উটের কোন সন্ধান তিনি পেলেন না। বিফল মনোরথ হয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন। অনেক দূরে দেখলেন আগুনের লেলিহান শিখা। একবার খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে আবার নিভু নিভু হয়ে যায়। তিনি ভাবলেন অবশ্যই কোন বিপদগ্রস্ত মানুষ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আগুন জ্বেলে সঙ্কেত দিচ্ছে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি। যদিইবা তাদের কোন উপকারে আসতে পারি।

www.pathagar.com

তিনি দ্রুত সেদিকে উট চালালেন। কিছুক্ষণ পর এক বস্তিতে এসে উপস্থিত হলেন। বস্তির নাম 'বনি আনমার'। অনেক মহিলা একজন মহিলাকে ঘিরে জটলা করছে। অদূরে এক লম্বা চুলওয়ালা বৃদ্ধ বসে শোক প্রকাশ করছে। মহিলাটি প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে। বৃদ্ধের সাথে আলাপ করে জানতে পারলেন তিনদিন যাবত মহিলাটি কষ্ট পাচ্ছে।

ঐ সময় মহিলারা চীৎকার করে উঠলো ঃ 'বাচ্চা প্রসব হয়েছে'। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললো ঃ 'যদি পুত্র সন্তান হয় ভালো কথা আর যদি কন্যা সন্তান হয় তবে আমি তার আওয়াজ শোনতে চাই না। এখনই তাকে হত্যা করে ফেলবো।' হযরত ছা' ছা' (রা) তাকে শান্ত সুরে বললেন ঃ 'শেখ! এটা করবেন না। এতো আপনারই কন্যা। রিজিকের কথা বলবেন? রিজিক বন্টনকারী তো আল্লাহ।' একথা শোনে বৃদ্ধ হুংকার দিয়ে উঠলো। যাহোক অনেক বুঝানো শোনানোর পর সে বললো ঃ 'তুমি যদি এতোই ভালো মানুষ হয়ে থাকো তবে তাকে মূল্য দিয়ে নিয়ে যাও।' তৎক্ষণাৎ তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

কন্যাকে ক্রয় করে খুশীমনে রওয়ানা দিলেন এবং আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন যে, এ শিশু কন্যাকে ভালোবাসা দিয়ে প্রতিপালন করবেন। এভাবেই তিনি চুরানব্বইজন বিপন্ন শিশু কন্যাকে উদ্ধার করেন।

সূত্র ঃ সীরাতে রাসূলুল্লাহ অবলম্বনে।

## বিবাদ

নবী করীম (সা) উমরা শেষ করেছেন। এবার মদীনায় ফেরার পালা। সাথে হযরত আলী (রা), ফাতেমা (রা), জাফর তাইয়ার, যায়েদ (রা) ও আরও অনেকে। মাল-সামানা বেঁধে ফেরার প্রস্তুতি চলছে। এমন সময় চাচা বলে দৌড়ে একটি মেয়ে তাদের কাছে এলো। মেয়েটি ছিলো হযরত হামযা (রা)-এর কন্যা। সে মক্কাতেই ছিলো। আলী (রা) সামনে গিয়ে মেয়েটিকে কোলে উঠিয়ে নিলেন এবং ফাতিমা (রা)-এর কোলে দিতে দিতে বললেনঃ 'এটা আমার চাচার মেয়ে।' হযরত জাফর এবং যায়েদ (রা)ও নেয়ার জন্য দাবী করলেন।

www.pathagar.com

নবী করীম (সা)কে লক্ষ্য করে হযরত জাফর তাইয়ার (রা) বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ শিশুকন্যার লালনের ভার আমাকে দিন। কেননা, সে আমার চাচার কন্যা। তাছাড়া তার খালা আমার ঘরে। কাজেই এ কন্যা প্রতিপালনের হক আমার বেশি।'

হযরত যায়েদ (রা) বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ শিশু কন্যাকে আমার হাওয়ালা করে দিন। কেননা এর পিতা ছিলো আমার দ্বীনি ভাই। সে আমার ভাতিজী।'

হযরত আলী (রা) মেয়েটিকে প্রথমেই কোলে তুলে নিয়েছিলেন। এবার তিনি বললেন ঃ 'এতো আমার বোন এবং প্রথমেই আমার কোলে এসেছে। অতএব এর প্রতিপালনের দায়িত্ব আমার।'

প্রিয় নবী (সা) তিন জনের বক্তব্য শোনে শিশু কন্যাটিকে খালার হাওয়ালা করে দিলেন এবং বললেনঃ 'খালা মায়ের মতো।'

সূত্র ঃ সহীহ আল বুখারী।

**শিক্ষা ঃ** ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যা সন্তান প্রতিপালন সত্যিই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

## তওবা

এক খুনী। নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছে। অতঃপর কোন এক ঘটনায় তার জীবনের মোড়কে ঘুরিয়ে দিয়েছে। তখন সে চাইলো একজন বড়ো আলেমের নিকট গিয়ে তওবা করে সৎভাবে জীবন যাপন করবে। তাকে একজন সংসারত্যাগী খৃষ্টান দরবেশের কথা বলে দেয়া হলো। অতি কষ্টে সফর করে তার নিকট গিয়ে বললো ঃ 'জনাব, আমি নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছি। এবার তওবা করে সৎভাবে জীবন যাপন করতে চাই। আমার তওবা করার কোন অবকাশ আছে কি?' উত্তরে সে দরবেশ বললো ঃ 'তুমি এতোগুলো হত্যা করে তওবা করতে চাও। না তোমার তওবা কবুল হবে না।'

একথা শুনে ঐ খুনী রাগ করে দরবেশকেও হত্যা করলো। তারপর আবার একজন বড়ো আলেমের সন্ধান করতে লাগলো। অবশেষে আরেক জন আলেমের সন্ধান তাকে দেয়া হলো। তার নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে

www.pathagar.com

বললো। সব শোনে সেই আলেম বললেন ঃ 'বাবা তুমি ঘাবড়ে যেও না। আল্লাহ এতো সঙ্কীর্ণ মনের নন যে, তোমার গুনাহ মাফ করবেন না। বরং তোমার চেয়েও অনেক বেশি গুনাহ আল্লাহ তওবা করলে মাফ করে দেন। তবে তওবা করে তুমি আর তোমার গ্রামের সে পাপপুরীতে যেও না। তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানে কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর ইবাদত করছে। তাদের সাথে সেখানে গিয়ে ইবাদাতে শামিল হয়ে যাও।'

আলেম সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী সে ব্যক্তি ঐ জায়গার অভিমুখে রওয়ানা দিলো। কিন্তু আধা রাস্তা অতিক্রম করার পর তার মৃত্যুর সময় এসে পড়লো। তখন রহমতের ও আজাবের ফেরেশতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। রহমতের ফেরেশতারা বললো ঃ 'এ লোকটি তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে এসেছে।' কিন্তু আজাবের ফেরেশতারা বললো ঃ 'এ লোকটি জীবনে কোনদিন কোন ভালো কাজ করেনি।'

এমতাবস্থায় আল্লাহ মানুষের আকৃতি দিয়ে আরেক জন ফেরেশতা পাঠালেন তাদের মীমাংসাকারী হিসেবে। তাঁকে উভয় দলই শালিস মেনে নিলো। তিনি বললেন ঃ 'তোমরা উভয় দিকের দূরত্ব মেপে দেখো যেদিক কাছে হবে ঐ মৃত ব্যক্তি সে দিকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মূলতঃ ঐ ব্যক্তি পেছনের জায়গার কাছাকাছি ছিলো কিন্তু আল্লাহ সৎনিয়ত এবং সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে চেষ্টার কারণে তার দূরত্ব বাড়িয়ে দিলেন। আর সামনের লক্ষ্যস্থলের দূরত্ব কমিয়ে দিলেন।

ফেরেশতারা পরিমাপের পর দেখলো যে, ঐ ব্যক্তি তার সামনের দিকে অর্থাৎ সৎ লোকদের জায়গার দিকে পেছনের চেয়ে আধ-হাত অগ্রগামী। তখন রহমতের ফেরেশতাগণ তার রুহ নিয়ে ইল্লিনে চলে গেলো।

**সূত্র ঃ** বুখারী ও মুসলিম শরীফের বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে রচিত।

**শিক্ষা ঃ** যতো বড়ো গুনাহই হোক না কেন আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা তার চেয়েও সহস্র কোটি গুণ বেশী। তাই কোন গুণাহ্গার যেন আল্লাহর ক্ষমার ব্যাপারে নিরাশ না হয়। এ শিক্ষাই উক্ত কাহিনীর মাধ্যমে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

# আবু হুরাইরা (রা) এর মায়ের ইসলাম গ্রহণ

পৃথিবীতে সর্বদাই এমন কিছু লোক থাকে যারা জন্মগতভাবেই সহজ-সরল ও সাদা-সিদে প্রকৃতির। অন্যায় ও অবিচারকে তারা ঘৃণা করেন। তারা সমাজে নিরীহ লোক বলে পরিচিত। এমনি এক যুবক ছিলো হযরত আবু হুরাইরা (রা)। ইসলামের দাওয়াত পাওয়া মাত্র তিনি তা গ্রহণ করে প্রিয় নবীর সান্নিধ্যে সারাক্ষণ পড়ে থাকেন। সংসারে একমাত্র বৃদ্ধ মা ছাড়া আর কেউ নেই। তাই তার কোন পিছু টানও নেই। শুধুমাত্র সময়মতো গিয়ে মায়ের পরিচর্যা করে আসেন। কিন্তু সর্বদা এ যুবকের মাথায় একটি মাত্র চিন্তা কি করে তাঁর মাকে সত্য ও সুন্দরের পথে আনা যায়। ইসলামের অমৃত সুধা পান করানো যায়। প্রতিদিন তিনি মাকে ইসলামের পথে আহ্বান জানান। মাও অনড়। কিছুতেই সে বাপ দাদার পুরোনো ধর্ম ত্যাগ করবে না। আবু হুরাইরা (রা)ও নাছোড়বান্দা। যে করেই হোক তিনি তাঁর মাকে সত্য পথের পথিক বানাবেনই। তাই একদিন মাকে এমনভাবে ধরলেন যে, আজ তার থেকে পাকা কথা আদায় করবেন। কিন্তু মা রাগের আতিশয্যে রাসূলুল্লাহ (সা) কে কটু কথা বলে ফেললেন। একদিকে পরম শ্রদ্ধেয় মা অপরদিকে প্রাণপ্রিয় নেতা, বন্ধু রাসূলে আকরাম (সা)। মায়ের কটূক্তি শুনে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন প্রিয়নবীর দরবারে।

আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মায়ের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন।'

রাসূলুল্লাহ (সা) তৎক্ষণাৎ দু'হাত উঠিয়ে পরম করুণাময়ের দরবারে দোয়া করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আবু হুরাইরা এর মা কে হেদায়েত দান কর।'

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দোয়া শোনে খুশী মনে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলেন। দরজায় পৌঁছে দেখেন দরজা বন্ধ। ভেতরে পানি পতনের ঝর ঝর শব্দ। ছেলের উপস্থিতি টের পেয়ে মা দরজায় অপেক্ষা করতে বললেন। কিছুক্ষণ পর তিনি গোসল সেরে তাড়াহুড়োর সাথে মাথায় উড়না জড়িয়ে দরজা খুলে দিলেন। তারপর হেসে বললেন ঃ 'হে আবু হুরাইরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।' একথা শোনা মাত্র আনন্দের আতিশয্যে আবার কেঁদে

www.pathagar.com

ফেললেন এবং রাসুলে আকরাম (সা)কে এ সুসংবাদ অবহিত করলেন। রাসূল (সা) আল্লাহর প্রশংসা ও তাদের মঙ্গল কামনা করলেন।

**সূত্র ঃ** সহীহ্ মুসলিম, আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। তরজুমানুস্ সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড।

**শিক্ষা ঃ** প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য নিজে যেমন সত্য ও সুন্দর পথের সন্ধান পেয়েছে তেমনিভাবে আহলকেও সত্য ও সুন্দর পথে আনার জন্য চেষ্টা করা। দাওয়াতী কাজে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে চলবে না। নবী রাসূলদের দোয়া আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন।

## মায়ের কোলে শিশুর কথা

বণী ইস্রাঈলের ছোট এক শিশু। বড়ো জোড় এক দেড় মাস হয় সে পৃথিবীর আতিথ্য গ্রহণ করেছে। এক দিনের ঘটনা। মা পরম আদরে শিশুকে স্তন্যদান করছেন। এমন সময় মা দেখলেন দামী পোসাক পরে এবং উন্নতমানের এক সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে জাঁকজমকের সাথে এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তখন ঐ শিশুটির মা দোয়া করলো ঃ

'হে আল্লাহ! আমার এ সন্তানকে ঐ লোকটির মতো করো।' সাথে সাথে শিশুটি দুধপান ছেড়ে ঐ লোকটির দিকে চেয়ে বললো! "হে আল্লাহ! আমাকে ঐ ব্যক্তির মতো করো না।"

কিছুক্ষণ কর একই রাস্তা দিয়ে লোকেরা একটি বাঁদীকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিলো এবং বলছিলো ঃ 'তুমি চুরি করেছো এবং ব্যাভিচার করেছো।'

আর ঐ দাসী মার খাচ্ছে এবং বলছে ঃ 'আল্লাহই আমার একমাত্র অভিভাবক এবং তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট।'

এ ঘটনা দেখে শিশুটির মা বলে উঠলো ঃ 'হে আল্লাহ! আমার এ সন্তানকে ঐ ভ্রষ্টা নারীর মতো দুশ্চরিত্রের অধিকারী করো না।' এবারও শিশুটি দুধপান ছেড়ে দিয়ে মহিলাটিকে দেখে বললো ঃ 'হে আল্লাহ! আমাকে ঐ মহিলার মতো বানাও।' এ ঘটনা দেখে মা আশ্চর্য হয়ে শিশুকে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'কি ব্যাপার! বার বার তুমি আমার কথার বিরোধিতা করছো কেন?'

www.pathagar.com

শিশু বললো ঃ 'প্রথম ব্যক্তি ছিলো স্বৈরাচারী, জালেম ও দুশ্চরিত্র। এজন্য আমি তার মতো না হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করলাম। আর দ্বিতীয় মহিলা ছিলো এক আল্লাহভীরু সত্যবাদী। লোকেরা তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। আসলে সে জ্বিনা বা চুরী কোনটিই করেনি। তাই আমি আল্লাহর নিকট ঐ মহিলার মতো সচ্চরিত্রের এবং খোদাভীরুতার জন্য দোয়া করলাম।'

**সূত্র ঃ** সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ আল মুসলিমে হযরত আবু হুরাইয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** উপরোক্ত ঘটনাটি একটি দীর্ঘ হাসীদের অংশবিশেষ। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র ক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ তিনজন শিশু দোলনা থেকে কথা বলেছেন। (১) হযরত ঈসা (আ), (২) জুরাইজের ঘটনার সাক্ষ্য প্রদানকারী শিশু এবং (৩) অত্র ঘটনায় উল্লেখিত শিশু।

এ ঘটনার মূল শিক্ষা হচ্ছে কাউকে বাহ্যিকভাবে অবলোকন করে খারাপ বা ভালো হওয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা ঠিক নয়।

## আত্মপ্রত্যয়

একবার নবীকরীম (সা) 'যাতুর রিকা' যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় দুপুর বেলা এমন এক ময়দানে উপনীত হলেন, যেখানে কয়েকটি কাঁটাযুক্ত বাবলা গাছ ছাড়া আর কিছু নেই। সাহাবাগণ সওয়ারী থেকে নেমে বিভিন্ন গাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য ছড়িয়ে পড়লেন।

হুজুরে পাক (সা) তাঁর তলোয়ারখানি বাবলা গাছের ডালের সাথে ঝুলিয়ে রেখে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। সাহাবাগণ ও যুদ্ধে কঠোর পরিশ্রমের কারণে ক্লান্ত ছিলেন তাই তাঁরাও ঘুমাতে লাগলেন।

এমন সময় সেখানে এক গ্রাম্য মুশরিক লোক এসে নবী করীম (সা)-এর তলোয়ার খানি হাতে নিয়ে দাঁড়ালো। সাথে সাথে হুজুর (সা)-এর ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

মুশরিক লোকটি বললো ঃ 'এখন কে আপনাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে?'

www.pathagar.com

হুজুর (সা) খুব ধীর ও শান্ত চিত্তে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সাথে জবাব দিলেন ঃ 'আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন।'

জবাব শোনে লোকটি হতভম্ব হয়ে গেলো এবং তার হাত থেকে তলোয়ারটি মাটিতে পড়ে গেলো। নবী করীম (সা) তা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন ঃ 'এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে, আমার হাত থেকে?'

তখন লোকটি বললো ঃ 'আপনি সর্বোত্তম মঙ্গলকারী হয়ে যান। অর্থাৎ আমাকে মাফ করে দিন।'

নবী করীম (সা) বললেন ঃ 'তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল।'

সে বললো ঃ 'না। আমি তা স্বীকার করবো না। তবে আমি আপনার সাথে যুদ্ধ করবো না এবং যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করবে আমি তাদেরও কোন সহযোগিতা করবো না।'

তখন হুজুর (সা) সাহাবাদেরকে ডেকে ঘুম থেকে উঠালেন এবং এ ঘটনা বললেন। তারপর তিনি লোকটির পথ ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লেন।

**সূত্র ঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী ও সহীহ্ আল মুসলিমের বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে রচিত।

**শিক্ষা ঃ** 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' এ বিশ্বাসই মানুষকে বিচলিত হওয়ার কবল থেকে মুক্ত করে। তাছাড়া মন্দ কাজের মোকাবেলা ভালো কাজ দিয়ে করা এ শিক্ষাও উপরোক্ত ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। রাসূলে আকরাম (সা) লোকটিকে প্রথমেই কালেমার দাওয়াত দিতে পারতেন কিন্তু তা না করে উল্টো তরবারী ধরে তাকে ভয় দেখালেন। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে তিনি মাঝে মাঝে হাল্কা কৌতুকও করেছেন।

## সত্যের জয়

এক ক্রীতদাসী। কালো কুৎসিত। তার বাইরের রং কালো হলেও ভেতরের রং মুক্তোর মতো সুন্দর ঝকঝকে। এক ধনাঢ্য মনিবের অধীনে তার দাসীত্ব। ঐ মনিবের এক কন্যা ছিলো। বড়ো আদরের। সেই শিশুকন্যার গলায় এক হার ছিলো। পাতলা চামড়ার উপরে মণিমুক্তা খচিত কারুকাজ।

www.pathagar.com

একদিন ঐ ক· ার গলা থেকে হারটি ছিড়ে মাটিতে পড়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ একটি চিল গোশ্তের টুকরা মনে করে তা ছোঁ মেরে নিয়ে চললো।

অনেক্ষণ পর তারা শিশুটির গলার দিকে চেয়ে দেখলো দামী হারটি তার গলায় নেই। তারা সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলো। কিন্তু কোথাও তা পাওয়া গেলো না। অবশেষে সবাই মিলে দাসীকে সন্দেহ করা শুরু করলো। তার পর তারা ঐ ক্রীতদাসীকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে হতাশ হলো। শেষ পর্যন্ত তারা ঐ দাসীর সমস্ত শরীর তল্লাশী শুরু করলো। তাকে বিবস্ত্র করেও তল্লাশী চালালো। দাসীটি রাগে, ক্ষোভে ও বিষাদে কেঁদে বুক ভাসালেন।

এমন সময় একটি চিল কোথা থেকে সকলের মাথার উপর উড়ে এসে হারটি ফেলে দিলো। দাসী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো ঃ এটা সেই হার যার চুরির ব্যাপারে আমাকে অপবাদ দিয়েছো, অথচ এ ব্যাপারে আমি ছিলাম নির্দোষ। আল্লাহ্ আমার সততা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

**সূত্র ঃ** সহীহ্ আল বুখারী। আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** সত্য পথে থাকলে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলেন। যদি ধৈর্য ধরা যায় তবে আল্লাহ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেন এবং সত্যকে প্রতিভাত করেন।

## হযরত আলী (রা) কর্তৃক দীনার প্রাপ্তি

হযরত আলী (রা) একদিন বাইরে থেকে বাড়িতে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন হযরত ফাতিমা (রা) চুপ চাপ বসে আছেন। পাশে হাসান ও হোসাইন (রা) চীৎকার করে কান্নাকাটি করছে। তিনি ফাতিমা (রা) এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ফাতিমা! ওরা কাঁদে কেন?' ফাতিমা (রা) বললেনঃ 'তাঁরা ক্ষুধায় অস্থির হয়ে কাঁদছে।'

একথা শোনে হযরত আলী (রা) বাড়ী হতে বের হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ঘুরাফেরা করে তিনি বাজারের পথ ধরলেন। পরিচিত কাউকে পেলে কিছু ধার নেবেন। তিনি বাজারে ঘুরাফেরা করলেন বটে কিছু

www.pathagar.com

চাওয়ার মতো কাউকে পেলেন না। অবশেষে বিফল মনোরথ হয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেবেন, এমন সময় তিনি মাটির দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন একটি দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) পড়ে আছে। সেটি তুলে নিয়ে ফাতিমা (রা) এর নিকট গেলেন এবং সবকিছু খুলে বললেন।

ফাতিমা (রা) বললেন ঃ 'আপনি অমুক ইহুদীর নিকট গিয়ে কিছু আটা কিনে আনুন।' যখন তিনি ইহুদীর নিকট আটা কেনার জন্য গেলেন তখন ইহুদী তাকে বললো ঃ 'আপনি তো ঐ ব্যক্তির জামাতা যিনি বলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল।' আলী (রা) সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। তখন ইহুদী বললো ঃ 'আপনি আপনার এ দিনারটি ফেরৎ নিয়ে যান এবং এ আটাগুলোও আপনি নিয়ে যান।'

আটা নিয়ে ফাতিমা (রা)-এর নিকট এলে তিনি এক কসাইয়ের দোকান থেকে এক দিরহামের বিনিময়ে কিছু গোশত খরিদ করতে অনুরোধ করেন। অতপর হযরত আলী (রা) কসাইয়ের দোকান হতে এক দিরহাম দিয়ে কিছু গোশত খরিদ করে আনেন। দিনার ভাংতি না থাকায় দিনারটি কসাইয়ের নিকট বন্ধক রেখে আসেন।

এবার ফাতিমা (রা) গোশতের হাঁড়ি উনুনে বসিয়ে দিয়ে আটা নিয়ে রুটি বানাতে বসলেন এবং নবী করীম (সা)কে খবর দিলেন। খবর পেয়ে নবী করীম (সা) তাঁদের নিকট এলেন। তখন ফাতিমা (রা) সব ঘটনা বর্ণনা করে বললেন ঃ 'আপনি যদি এগুলো আমাদের জন্য হালাল মনে করেন তবে আমরা তা ভোগ করবো এবং আপনিও আমাদের সাথে থাকবেন। আর যদি আপনি অনুমতি না দেন তবে তা দান করে দেবো।'

হুজুরে পাক (সা) বললেন ঃ 'তোমরা সকলে তা বিসমিল্লাহ বলে খেতে থাকো।' খানা তৈরী শেষ হলে সবাই মিলে খেতে বসলেন। এমন সময় এক যুবক আল্লাহর কসম দিয়ে তার বাজারে হারানো দিনারের সন্ধানে এলো। নবী করীম (সা) বললেন ঃ 'হে আলী তুমি কসাইয়ের নিকট থেকে দিনার এনে ওকে দিয়ে দাও এবং কসাইকে আমার কথা বলো যে, আমি তার দিরহাম পরিশোধ করে দেবো।'

সূত্রঃ আবু দাউদ শরীফ। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

www.pathagar.com

**শিক্ষাঃ** অনন্যোপায় হলে রাস্তায় পাওয়া বস্তু গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে হারানো বস্তুর মালিকের সন্ধান পেলে তা ফেরৎ দিতে হবে অথবা তার অনুমতি নিতে হবে। তাছাড়া দুঃখ কষ্ট হচ্ছে 'আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষা।' এজন্য দুঃখ কষ্ট বা বিপদাপদে অধৈর্য হওয়া উচিত নয়।

## ইহুদী আবু রাফির হত্যা প্রসঙ্গে

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রটিকে যারা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি তার মধ্যে ইহুদী আবু রাফি অন্যতম। যখন রাসূল (সা) দেখলেন তার ষড়যন্ত্রের মাত্রা ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে তখন একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতিককে প্রধান বানিয়ে আনসারদের একটি দল তাকে হত্যা করতে প্রেরণ করলেন।

হিজাযের একটি দূর্গে সে বসবাস করতো। আনসারদের ঐ দলটি সেখানে পৌঁছতেই সূর্য ডুবে গেলো। লোকজন তাদের পশুপাল নিয়ে বাড়ীর দিকে ছুটে চলছে। আবদুল্লাহ ইবনে আতিক তাঁর সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'তোমরা এখানে বসে থাকো। আমি দূর্গের ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করবো। দ্বাররক্ষীকে কোন রকমে প্রতারণা করে ভেতরে ঢুকে যাবো।'

একথা বলে তিনি ফটকের দিকে অগ্রসর হলেন। ফটকের কাছাকাছি পৌঁছে নিজেকে এমনভাবে কাপড়াবৃত করলেন যেন, তিনি মলমূত্র ত্যাগে রত আছেন। যখন সবাই দূর্গের ভেতর প্রবেশ করলো তখন দ্বাররক্ষী তাকে উদ্দেশ্য করে বললোঃ 'হে আল্লাহর বান্দা! ভেতরে প্রবেশ করো ফটক বন্ধ করে দেবো।'

যখন সবাই ভেতরে প্রবেশ করলো তখন দ্বাররক্ষী ফটক বন্ধ করে দিয়ে চাবিগুচ্ছ দেয়ালের এক পাশে পেরেকের সাথে লটকে রেখে সেখান থেকে প্রস্থান করলো। আবদুল্লাহ ইবনে আতিক চুপি চুপি গিয়ে সবার অলক্ষ্যে চাবিগুচ্ছ হস্তগত করলেন।

আবু রাফির ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পের আসর বসতো। সেদিনও প্রতিদিনের মতো অনেক রাতে আসর ভাঙলো। লোকজন যখন যার যার

www.pathagar.com

ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো তখন পা টিপে টিপে হযরত আবদুল্লাহ আবু রাফির দ্বিতলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন।

পৌছে ডাকলেন ঃ 'হে আবু রাফি?' ডাক শোনে আবু রাফি ঘুম জড়ানো চোখে উত্তর দিলো ঃ

'কে আমাকে ডাকছো?'

অমনি তিনি তরবারী চালালেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে স্বর বিকৃত করে আপনার লোকের মতো করে বললেন ঃ 'আবু রাফি আওয়াজ হলো কিসের?' সে বললো ঃ 'তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক। কিছুক্ষণ আগে কে যেন তরবারী দিয়ে আমাকে আঘাত করেছে।'

এবার তাকে পুনরায় আক্রমণ করলেন। লক্ষ্য অব্যর্থ। তরবারী দিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করা হলো। তারপর তার পেটকে তরবারীর আঘাতে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলেন।

দ্রুত কেল্লার বাইরে আসার জন্য পা চালালেন। কিন্তু দ্বিতল থেকে নামার সময় পা ফসকে পায়ের গোছার একটি হাড় ভেঙ্গে গেলো। কোন রকমে পাগড়ী দিয়ে বেঁধে সাথীদের নিকট চলে এলেন।

ধরণী শান্ত। রাতের চাদর আদিগন্ত বিস্তৃত। আকাশের একাদ্বশীর চাঁদ। আলোর বন্যায় সয়লাব প্রতিটি মাঠ-ঘাট, প্রান্তর। কোথাও কোলাহল নেই। শুধু পাথরের আড়ালে লুকায়িত কয়টি প্রাণীর চোখে ঘুম নেই। সবাই প্রতীক্ষায় আছেন সকালে আবু রাফির হত্যা খবর না শোনা পর্যন্ত নড়বেন না। কেননা আল্লাহর রাসূল (সা)কে তো আর সংশয়ের খবর শোনানো যায় না। বার বার আবদুল্লাহ ইবনে আতিক পায়ের ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠছিলেন তবু সেদিকে তার খেয়াল নেই। সবাই অধীর আগ্রহে চেয়ে আছেন পূর্ব দিগন্তে কখন দেখা যাবে আলোর রেখা–সুব্হে সাদিক।

প্রতীক্ষার অবসান হলো। এক ঘোষক কেল্লার প্রাচীরে উঠে ঘোষণা করলো ঃ

'হেজাজ অধিবাসীদের অন্যতম ব্যবসায়ী আবু রাফির মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ করো।' এবার নিশ্চিত হয়ে তারা ফিরে এলেন মদীনায়। রাসূল (সা) সব শোনে আবদুল্লাহ ইবনে আতিকের পায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর পা পূর্বাবস্থায় ফিরে এলো।

www.pathagar.com

**সূত্রঃ** সহীহ আল বুখারী। বারায়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষাঃ** ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদেরকে হত্যা করা ইসলামে বৈধ। তবে তার ষড়যন্ত্রের প্রমাণ থাকতে হবে।

## সা'দ (রা)-এর বদদোয়া

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকাল। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) কুফার গভর্নর। কুফার কিছু অধিবাসী হযরত উমর (রা) এর নিকট সা'দ (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তারা বললো ঃ 'সা'দ (রা) নামাযটাও ভালো করে পড়ান না।' এ খবর পাওয়া মাত্র হযরত উমর (রা) আম্মার (রা)কে সা'দ (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত করে কুফায় পাঠালেন এবং সা'দ (রা)কে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। তিনি এলেন। উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আবু ইসহাক! কুফাবাসীর ধারণা তুমি নাকি নামাযটাও ঠিকমতো পড়াও না।' সা'দ (রা) বললেনঃ 'আল্লাহর কসম! আমি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মতো করেই নামায পড়াই। তার মধ্যে আমি কোন বেশ কম করি না। আমি তাদেরকে মাগরিব ও ইশার নামায পড়াই। এর প্রথম দু'রাকায়াত লম্বা এবং শেষ দু'রাকায়াত সংক্ষিপ্ত করে পড়ি।'

উমর (রা) বললেনঃ 'হে আবু ইসহাক! তোমার ব্যাপারে আমারও ধারণা ছিলো তাই।'

অতঃপর তিনি কয়েক সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে কুফায় পাঠালেন। সা'দ (রা)ও সে কমিটির একজন সদস্য ছিলেন।

তাঁরা কুফার প্রতিটি মসজিদে গিয়ে মুসল্লীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। সবাই হযরত সা'দ (রা)-এর প্রশংসা করলেন। অবশেষে তারা বনী আবসের মসজিদে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। মসজিদের মুসল্লীদের মধ্য হতে উসামা বিন কাতাদাহ ওরফে আবু সা'দাহ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ 'যখন আমাদেরকে আপনারা জিজ্ঞেস করছেন তখন বলেই ফেলি, সা'দ কখনো কোন সেনাদলের সাথে যুদ্ধে যান না এবং গণিমতের মালও সমানভাবে বন্টন করেন না। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ন্যায় বিচার করেন না।' তখন সা'দ (রা) বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম! আমাকে তিনটি মিথ্যা অপবাদ দেয়ার কারণে আমি তাকে তিনটি বদ দোয়া দেবো।'

www.pathagar.com

তখন তিনি বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! যদি তোমার এ বান্দা মিথ্যুক হয়ে থাকে এবং লোক দেখাবার এবং খ্যাতি লাভের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে তবে তাকে দীর্ঘায়ু করে দাও। তাঁর দরিদ্রতাকে বাড়িয়ে দাও এবং তাকে ফিতনার মধ্যে নিমজ্জিত করো।' সা'দ (রা)-এর এ দোয়া বৃথা যায়নি। ঐ ব্যক্তি এতো বেশী দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলো যে, তাঁর চোখের পাতা চোখের উপর ঝুলে পড়েছিলো এবং সে পথে ঘাটে যুবতী মেয়েদেরকে ধরে টানাটানি করতো।

**সূত্র ঃ** সহীহ আল বুখারী ও সহীহ আল মুসলিম। জাবির ইবনে সামুরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষা ঃ** সা'দ (রা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়ায় তিনি ছিলেন মজলুম। তাই তার দোয়া কবুল হয়েছে। হাদীসে আছে মজলুমের দোয়া খুব তাড়াতাড়ি আল্লাহর নিকট কবুল হয়। এতে বড়ো মর্যাদাবান সাহাবী পর্যন্ত নিন্দুকদের নিন্দার হাত থেকে রেহাই পাননি তাই সাধারণ মানুষের উপর তো অপবাদের পাহাড় পর্যন্ত চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না।

## ওষুধ

উরায়না গোত্রের কিছুলোক ইসলাম গ্রহণের জন্য মদীনায় এলো। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়লো। এ অবস্থা হুজুরে পাক (স) দেখলেন এবং তাদেরকে যেখানে সাদকার উট চড়ানো হয় সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। আর ওষুধ হিসাবে উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বললেন।

কিছু দিনের মধ্যেই তাদের অবস্থার উন্নতি হলো। দেখতে না দেখতেই তারা হৃষ্ট পুষ্ট সুঠাম দেহের অধিকারী হয়ে গেলো। একদিন তাদের মাথায় দুষ্টবুদ্ধির উদয় হলো। তারা রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে রওয়ানা দিলো।

নবী করীম (সা) এর নিকট খবর পৌঁছে গেলো। তিনি তাদেরকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তাদেরকে দ্বি প্রহরের পর নবী করীম (স) এর নিকট হাজির করা হলো। বিচারে তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কাটা এবং উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া

www.pathagar.com

হলো। কারণ তারা এক সাথে অনেক গুলো অপরাধ করেছিলো। যেমন চুরি, হত্যা, ঈমান আনার পর কুফরী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা।

**সূত্রঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী। আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বণে।

## রাসূল (সা) এর পেরেশানী

একদিনের ঘটনা। জিব্রাঈল (আ) এর আগমনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তিনি আসছেন না। নবী করীম (সা) এর প্রতীক্ষার যেন আর শেষ হয় না। তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিলো সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পায়চারী করতে লাগলেন এবং বললেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না।"

তারপর তিনি ঘরের এদিক সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খাটের নীচে একটি কুকুর দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ 'কুকুর কখন ঢুকলো?'

আয়েশা (রা) উত্তর দিলেনঃ 'আল্লাহর কসম! আমি জানিনা এটা কখন ঢুকেছে।'

তিনি ওটাকে তাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কুকুর ঘর হতে বের হওয়া মাত্র জিব্রাঈল (আ) এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন নবী করীম (স) বললেনঃ 'আপনি ওয়াদা করে এতক্ষণ কেন আসেননি? আমি আপনার জন্য প্রতিক্ষায় ছিলাম।'

জিব্রাঈল (আ) বললেনঃ 'আমি ঠিক সময়েই এসেছিলাম কিন্তু আপনার ঘরে কুকুর ছিলো বিধায় আমি প্রবেশ করতে পারিনি। যে ঘরে কুকুর অথবা প্রাণীর প্রতিকৃতি থাকে আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না।'

**সূত্রঃ** সহীহ্ আল্ মুসলিম। আয়িশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষাঃ** কুকুর বা কোন প্রাণীর ছবি বাড়ীতে রাখা উচিৎ নয়। এ সব বস্তু আল্লাহর রহমতের পথে অন্তরায়।

www.pathagar.com

# আল্লাহ্ এবং বান্দার কথোপকথন

কিয়ামতের দিন আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে সরাসরি কথোপকথন হবে। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেনঃ 'হে বনী আদম (আদমের সন্তানগণ)! আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম কিন্তু তোমরা দেখতে যাওনি।'

বান্দা জবাবে বলবেঃ 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে আপনার খবর নেবো, আপনি তো বিশ্ব জাহানের প্রভু?'

আল্লাহ্ বলবেনঃ 'তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত ছিলো? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। যদি যেতে তবে তার কাছেই আমাকে পেতে।'

আবার বলবেনঃ 'হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি।'

এবারো বান্দা বলবেঃ 'প্রভু তা কেমন করে হয়? আপনি তো সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিক ও প্রতিপালক। আপনাকে কিভাবে আমি খাওয়াতাম?'

মহান আল্লাহ্ বলবেনঃ 'কেন? আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট কি খানা চায়নি? তুমি তাকে খানা খাওয়াওনি। যদি তুমি তাকে খাওয়াতে তবে আজ আমার নিকট তার বিনিময় পেয়ে যেতে।'

'হে আদম সন্তান! আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু তাও তুমি আমাকে দাওনি।'

বান্দা অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বলবেঃ 'আপানাকে কেমন করে পানি পান করাতাম? আপনি তো বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রভু।'

আল্লাহ্ বলবেনঃ 'আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিলো তখন তুমি তাকে পানি পান করাও নি। তখন যদি তুমি পানি পান করাতে তবে আজ আমার নিকট তার সওয়াব পেয়ে যেতে।' এরপর বান্দা আর কোন উত্তর দিতে পারবে না।

**সূত্রঃ** সহীহ্ আল্ মুসলিম। হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

www.pathagar.com

**শিক্ষাঃ** যত তুচ্ছ ব্যাপারই হোক না কেন আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্টিকে সাহায্য সহযোগিতা করলে স্বয়ং আল্লাহ্ তার বিনিময় দেন। অন্য কথায় সৃষ্টির সেবায়ই স্রষ্টার সন্তুষ্টি।

## রোম সম্রাটের অন্তরে ইসলামের প্রভাব

৭ম হিজরী। রোম সম্রাট পারস্য সৈন্যদেরকে তার এলাকা থেকে বিতাড়ণ করে শুকরিয়া স্বরূপ হিমস থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পায়ে হেঁটে ভ্রমন করার সিদ্ধান্ত নেন। এমন সময় বসরার গভর্নরের মাধ্যমে দাহিয়া কালবী নবী করীম (সা) এর একটি পত্র হস্তান্তর করেন রোম সম্রাট কায়সারের নিকট। পত্র পাঠে তিনি তাঁর দূতকে নবী (সা) এর গোত্রের কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের জন্য খোঁজ করতে নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে আবু সুফিয়ান (তখনো তিনি মুসলমান হননি) কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার সাথে সিরিয়া যাচ্ছিলেন বাণিজ্য পণ্য নিয়ে পথিমধ্যে কায়সারের দূত তাদের সাক্ষাৎ ও পরিচয় পেয়ে তাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস নিয়ে গেলো কায়সারের সাথে সাক্ষাতের জন্য।

কায়সার তখন রাজমুকুট পরিধান করে সভাসদবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। দোভাষীর মাধ্যমে সম্রাট তাদের সাথে কথোপকথন শুরু করলেন।

সম্রাটঃ 'যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন, তোমাদের মধ্যে তাঁর নিকটাত্মীয় কে?'

আবু সুফিয়ানঃ 'বংশের দিক দিয়ে আমি তাঁর সর্বাধিক নিকটবর্তী।'

সম্রাটঃ 'তোমার ও তাঁর মধ্যে কোন ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে?'

আবু সুফিয়ানঃ 'তিনি আমার চাচাতো ভাই।'

সম্রাটঃ 'তোমাদের মধ্যে নবীর বংশ মর্যাদা কেমন?'

আবু সুফিয়ানঃ 'আমাদের মধ্যে তিনি উচ্চ বংশীয়।'

সম্রাটঃ 'তাঁর বংশের কোন লোক কি ইতোপূর্বে এরূপ দাবী করেছে?'

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ানঃ 'না।'

সম্রাটঃ 'তাঁর এ নবুয়্যতের দাবীর পূর্বে কেউ কি কোনদিন তাকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে?'

আবু সুফিয়ানঃ 'না।'

সম্রাটঃ 'তাঁর বংশে পূর্বে কেউ বাদশাহ্ ছিলো?'

আবু সুফিয়ানঃ 'না।'

সম্রাটঃ 'প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসারী হচ্ছে না দুর্বলেরা?'

আবু সুফিয়ানঃ 'দুর্বলেরা অধিকাংশ তাঁর অনুসারী।'

সম্রাটঃ 'এদের সংখ্যা কি দিন দিন বাড়ছে না কমছে?'

আবু সুফিয়ানঃ 'বাড়ছে।'

সম্রাটঃ 'কেউ কি তার ধর্মগ্রহণ করে পুনরায় ত্যাগ করে চলে যায়?'

আবু সুফিয়ানঃ 'না।'

সম্রাটঃ তিনি কি কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেছেন?'

আবু সুফিয়ানঃ 'না। তবে আমরা বর্তমানে তাঁর সাথে চুক্তিতে আছি। আমাদের মনে হয় তিনি তা ভঙ্গ করতে পারেন।'

সম্রাটঃ 'তাঁর ও তোমাদের মধ্যে কখনো কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে? হলে কে বিজয়ী হয়েছে?'

আবু সুফিয়ানঃ 'হয়েছে। তবে কখনো আমরা এবং কখনো তিনি বিজয়ী হয়েছেন।'

পরবর্তীতে আবু সুফিয়ান বলেনঃ 'আল্লাহর কসম! তখন যদি আমি এ ব্যাপারে লজ্জা বোধ না করতাম যে, আমার সাথীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে, তবে তাঁর প্রশ্নের জবাবে কিছু মিথ্যা কথা বলতাম। কিন্তু আমার সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলার ভয়ে আমি সত্য কথা বলতে লাগলাম।

সম্রাটঃ 'তিনি কি বিষয়ে আদেশ দেন?'

আবু সুফিয়ানঃ 'এক লা শরীক আল্লাহ্র ইবাদত করতে এবং নামায আদায়, সদকা দান (নৈতিক ও দৈহিক), পবিত্রতা রক্ষা, চুক্তি পালন এবং আমানতদারী রক্ষার জন্য।'

www.pathagar.com

কথোপকথনের পর সম্রাট দোভাষীর মাধ্যমে সংক্ষেপে এক ভাষণ দিলেনঃ

'আমি তোমাদের নিকট যা জানতে চেয়েছি এবং জবাবে তোমরা যা বলেছো, তাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রামাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহর নবী। কারণ নবীগণ উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তারা কখনো মিথ্যা বলেন না এবং চুক্তি ভঙ্গ করেন না। তাছাড়া দূর্বল লোকেরাই অধিকাংশ ঈমান এনে থাকে ও তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। আর ঈমান এমন একটি বিষয় যা অন্তরে গ্রোথিত হলে কেউ তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় না। আমি জানতাম তাঁর আগমন হবে কিন্তু তোমাদের মধ্যে তিনি আসবেন সে ধারণা আমার ছিল না। তুমি যা বললে তা যদি সত্যি হয় তবে অচিরেই তিনি আমার পায়ের নীচের জায়গার মালিক হয়ে যাবেন। আমি যদি আশা করতে পারতাম যে, তাঁর কাছে আমি পৌঁছতে পারবো তবে কষ্ট করে তাঁর সাক্ষাতের চেষ্টা করতাম। আর যদি তার নিকট থাকতাম তবে আমি তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।'

**সূত্রঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী, ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষাঃ** মনে বক্রতা না থাকলে অবশ্যই সে সত্যের সন্ধান পাবে।

## জীবে দয়া

কদিন ধরে একটানা খরা। সারা আকাশ জুরে কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই। রাস্তায় বেরুলে মনে হয় মাটি পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। তাপের তীব্রতায় গায়ে ফোস্কা পড়ার উপক্রম। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় ধু-ধু মরু প্রান্তরে শুধু পানির লহরের মতো তাপের হল্কা, ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

এক ব্যাভিচারী। বিভিন্ন ভাবে ফুসলিয়ে ব্যাভিচার করাই যার নেশা। দ্বি-প্রহরের তীব্র তাপের মধ্যে দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত হয়ে মরুদ্যানের এক কুপের নিকট এসে ধপাস করে বসে পড়লো।

ক্ষুধা পিপাসায় সে অবসন্ন। অনেক কষ্টে কুপের খাড়া ঢাল বেয়ে নীচে নেমে পানি পান করে উপরে উঠে বসলো। তার অদূরেই আরেক জনের

www.pathagar.com

পিপাসায় প্রাণ উষ্ঠাগত। কিন্তু এতক্ষণ সে লক্ষ্য করেনি। এবার সে দেখলো একটি কুকুর তাপের তীব্রতায় বিরাট জিহ্বা বের করে হাপাচ্ছে এবং কুপের পাশের ভিজে মাটি জিভ দিয়ে চাটছে। সে ভাবলো, কুকুরটিও তার মতো পিপাসার্ত হয়েছে। তাকে পানি পান করানো দরকার। কিন্তু কি ভাবে? তার কাছে তো কোন পাত্র নেই। যা দিয়ে কূপ হতে পানি তোলা যায়। তাই বলে পানির জন্য আল্লাহর সৃষ্ট জীব মারা যাবে তা হতে পারে না। অনেক ভাবনা চিন্তার পরে মনে হলো, তার পায়ে যে চামড়ার মোজা আছে তা দিয়েই তো অনায়াসে পানি তোলা যায়। অমনি সে মোজা নিয়ে কূপে নেমে গেলো এবং পানি ভর্তি করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কূয়া থেকে উঠে এলো। অতপর কুকুরটিকে পানি পান করিয়ে দিলো। এতে মহান আল্লাহ্ খুশী হয়ে ঐ অপরাধীকে মাফ করে দিলেন।

**সূত্রঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী ও সহীহ্ আল্ মুসলিমের বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনা কৃত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষাঃ** আল্লাহ্র কোন সৃষ্টির প্রতি সদয় হলে স্বয়ং আল্লাহ্ও তাঁর প্রতি সদয় হন এবং সামান্য একটু ভালো কাজের উসিলায় হলেও আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে শাস্তি না দিয়ে মা'ফ করে দেন। তাই কোন ভালো কাজ, যত তুচ্ছই হোক না কেন তাকে অবহেলা করা ঠিক নয়।

## আলোর পরশ

বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিফ্ল নামে দুষ্টপ্রকৃতির একটি লোক ছিলো। সে সর্বদা লুটতরাজ, খুন-খারাবী, মদ-জুয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। লোকজন সর্বদা তার ভয়ে তাকে এড়িয়ে চলতো। কোন সুন্দরী রমনী তার সামনে পড়লে আর নিস্তার ছিলো না। তাকে সর্বস্ব হারাতে হতো ঐ দস্যুর হাতে। তার নিকট কোন নীতি বাক্য বলা ছিলো অরণ্যে রোদন।

এক দিনের ঘটনা। এক মহিলা ক্ষুধার তাড়নায় অনোন্যপায় হয়ে কিফ্লের নিকট নিজের সতীত্ব বিক্রির প্রস্তাব দেয়। ৬০ দিনারের বিনিময়ে

www.pathagar.com

সে ঐ মহিলাকে ভোগ করবে॥ কথা হয়। ব্যভিচারের প্রস্তুতি মহূর্তে মহিলাটি ভীষণ ভাবে কাঁপতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দেয়।

কিফ্‌ল তখন ক্ষেপে ও বিস্ময়ে তাকে জিজ্ঞেস করেঃ 'তুমি কাঁদছো কেন? আমি কি তোমাকে একাজে বাধ্য করেছি?'

তখন মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে বললোঃ 'না। এটি এমন কাজ যা আমি কোন দিন করিনি। শুধুমাত্র অভাবের তাড়নায় আমি এ কাজে বাধ্য হয়েছিলাম।'

তখন সে বললোঃ "ঠিক আছে, তুমি যখন কখনো একাজ করোনি, তবে আজ কেনো করবে? না, তা হতে পারে না।' একথা বলে কিফ্‌ল মহিলার নিকট হতে দূরে সরে এলো এবং মহিলাকে লক্ষ্য করে বললোঃ 'তুমি যাও। তোমাকে আমি একাজ করতে বাধ্য করবো না। আর তোমাকে যে ৬০ দিনার দিয়েছিলাম তাও ফেরৎ নেবো না, তোমাকে দিয়ে দিলাম। তোমার সামনেই আমি আল্লাহর নিকট তওবা করছি যে, কিফ্‌ল জীবনে আর কোন দিন আল্লাহ্‌র না-ফরমানী করবে না।"

ঘটনাক্রমে সেদিন রাতেই কিফ্‌লের মৃত্যু হয়। তখন লোক জন তার ঘরের দরজায় একটি লেখা দেখতে পায়। যেখানে লেখা ছিলো, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ কিফ্‌লের সমস্ত গুনাহ্‌ মা'ফ করে দিয়েছেন।

সূত্রঃ মুসনাদে আহ্‌মাদের ৪৭৪৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা জলিল আহসান নাদবী তাঁর হাদীস সংকলন 'যাদেরাহ' এর- ২৩৮ নম্বরে সংকলন করেছেন। উক্ত হাদীসের আলোকে লিখিত।

**শিক্ষাঃ** অপরাধ যত বড়ো এবং যত বেশিই হোকনা কেন আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের ক্ষমার পরিমাণ তার চেয়েও অনেক বেশী। যদি সত্যিকারভাবে তওবা করা হয়।

www.pathagar.com

# আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

তিন ব্যক্তি পথ চলছিলো। হঠাৎ প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। তারা কোথাও আশ্রয় না পেয়ে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলো। ঝড় বৃষ্টির তোড়ে পাহাড়ের উপর হতে একটি বড়ো পাথর এসে গুহামুখে পতিত হলো। ফলে তাদের বাইরে বের হবার পথ বন্ধ হয়ে গেলো। তারা দেখলো এ নির্জন প্রান্তরে তাদেরকে উদ্ধার করার মতো কোন লোক নেই। তখন তাদের মধ্যে একজন প্রস্তাব দিলোঃ আমাদের এ বিপদ হতে একমাত্র আল্লাহ্ই রক্ষা করতে পারেন, তাই এসো আমরা এমন কাজের উসিলা দিয়ে দোয়া করি যা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই করেছি।'

তখন তাদের একজন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে শুরু করলোঃ 'হে আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা ও কয়েকটি ছোট সন্তান ছিলো। আমি প্রতিদিন ছাগল চড়াতে অনেক দূরে চলে যেতাম এবং সন্ধ্যায় ফিরে এসে ছাগল দোহন করে আমার সন্তানদের খাওয়ানোর পূর্বেই আমার পিতা-মাতাকে খাওয়াতাম। একদিন ঘটনাক্রমে ছাগল নিয়ে আরো দূরের চারণ ভূমিতে গেলাম এবং ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেলো। এসে দেখি আমার পিতামাতা উভয়েই ঘুমিয়ে গেছে। আমি প্রতিদিনের মতো সেদিনও দুধ দোহন করে দুধের পেয়ালা নিয়ে তাদের মাথার নিকট দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি তাদেরকে ঘুম হতে জাগানো ভালো মনে করলাম না আবার তাদেরকে দুধ না খাইয়ে আমার সন্তানদেরকে খাওয়ানোও ভালো মনে করিনি অথচ বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছিলো। সকাল হওয়া পর্যন্ত আমি দুধের বাটি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং বাচ্চারা আমার পায়ের কাছে কেঁদে কেঁদে এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলো। হে আল্লাহ্! যদি তুমি মনে করো একাজ শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই করেছি তবে আমাদের গুহা মুখ এতুটুকু ফাঁক করে দাও যেন আমরা আকাশ দেখতে পারি।'

তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা পাথরকে এতটুকু পরিমাণ সরিয়ে দিলেন যাতে আকাশ দেখা যায়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রার্থনা শুরু করলেনঃ 'হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিলো। আমি তাকে অত্যধিক ভালোবাসতাম। যার চেয়ে বেশি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে ভালোবাসতে পারে না। একদিন আমি তাকে উপভোগ করার কুপ্রস্তাব দেই। সে অস্বীকার করলো তবে ১০০ দিনারের শর্ত জুড়ে দিলো। যদি আমি তাকে তা দিতে পারি তবে সে আমার প্রস্তাবে রাজী হবে। তখন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করে ১০০ দিনার সংগ্রহ করলাম এবং তাকে তা দিয়ে দিলাম। চুক্তি মুতাবেক যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে হাটু গেরে বসলাম, তখন সে বলে উঠলোঃ " হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আমার কুমারীত্ব নষ্ট করোনা।" তখনি আমি উঠে দাঁড়ালাম। হে আল্লাহ্ যদি তুমি মনে করো যে, এ কাজ আমি তোমাকে ভয় করে একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করেছি তবে পাথর সরিয়ে আমাদের জন্য পথ করে দাও। যেনো আমরা বের হতে পারি।'

তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পাথরটি আরেকটু সরিয়ে দিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি বললেনঃ হে আল্লাহ! একদিন আমি নির্দিষ্ট মজুরীর বিনিময়ে একজন মজুর নিয়োগ করলাম। সে যখন তার কাজ শেষ করলো তখন আমি তাকে মুজুরী দিতে গেলাম, তখন সে না নিয়ে অন্য সময় চলে গেলো। অতঃপর আমি তার পাওনা মজুরী দিয়ে (মূলধন হিসেবে) চাষাবাদ শুরু করলাম। এক পর্যায়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে বিরাট আকার ধারণ করলো। তা দিয়ে অনেকগুলো ষাড় ও রাখাল সংগ্রহ করলাম। একদিন হঠাৎ লোকটি আমার নিকট এলো এবং তার সেই পাওনা দাবী করলো। আমি তাকে সবগুলো ষাড় ও রাখাল নিয়ে যেতে বললাম। সে আমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে ঠাট্টা করতে নিষেধ করলো। যখন আমি তাকে বুঝালাম যে আমি সত্যিই তার সাথে উপহাস করিনি বরং ওগুলো তার। তখন সে সেগুলো নিয়ে গেলো। হে আল্লাহ্! যদি তুমি জানো যে একাজ শুধুমাত্র তোমার ভয়ে ও তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করেছি, তবে আমাদের বের হবার রাস্তা পুরোটা খুলে দাও।'

তখন দয়াময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ গুহা মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে তাদের বের হবার রাস্তা করে দিলেন।

www.pathagar.com

**সূত্রঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী, সহীহ্ আল মুসলিমের একাধিক অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষাঃ** আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। বান্দার একমাত্র ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও বিপদ মোচনকারী। আল্লাহ্ ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে মানুষের উপর বিপদ মুসিবত অবতীর্ণ করতে পারে অথবা দূর করতে পারে। সৎ কাজের অথবা সৎ ব্যক্তির উসিলায় দোয়া করলে আল্লাহ্ তা কবুল করেন।

## আমানতদারী

উমর (রা) এর কন্যা যখন বিধবা হয়ে গেলো তখন ইদ্দত শেষে তাঁর বিয়ের ব্যাপারে উমর (রা) খুব পেরেশান হয়ে গেলেন। তিনি চিন্তা করলেন কার কাছে তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেয়া যায়। তখনকার সমাজে কোন মহিলা যদি কোন পুরুষকে এবং কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে নিজে নিজে বিয়ের প্রস্তাব দিতো তবে তা দূষণীয় ছিলোনা। এমন কি কন্যার পিতা পর্যন্ত হবু জামাইয়ের নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। আবার কোন ছেলে কন্যার পিতার নিকট তার কন্যার বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব নিয়ে যেতো তবু তা কেউ দৃষ্টিকটু মনে করতো না।

অনেক ভেবে চিন্তে উমর (রা) হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) এর নিকট গিয়ে স্বীয় কন্যার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। বললেনঃ 'ভাই! আপনি যদি ইচ্ছে করেন তবে হাফসা বিনতে উমরের সাথে আপনাকে বিবাহ বন্দনে আবদ্ধ করে দেই।'

উসমান (রা) বললেনঃ ঠিক আছে, আমি এ ব্যাপারে একটু ভেবে দেখি।'

কয়েক দিন অপেক্ষা করার পর একদিন হযরত উমর (রা) এর সাথে হযরত উসমান (রা) এর সাক্ষাৎ হলো। তিনি হযরত উমর (রা) কে বললেনঃ 'আমি ভেবে দেখলাম, এখন আমার বিয়ে করা হচ্ছে না।'

তখন হযরত উমর (রা) প্রস্তাব নিয়ে হযরত আবুবকর (রা) এর কাছে গেলেন এবং বললেনঃ 'আপনি যদি আগ্রহ করেন তবে হাফসা বিনতে উমর কে আপনার নিকট বিয়ে দিয়ে দেই।'

www.pathagar.com

প্রস্তাব শুনে আবুবকর (রা) নিরব রইলেন। ভালো মন্দ কিছুই বললেন না। এতে হযরত উমর (রা) মর্মাহত হয়ে ফিরে এলেন। এ ঘটনার কয়েক দিন পর রাসূলে আকরাম (সা) হাফসা (রা)কে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব পেয়ে তিনি সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন এবং অবিলম্বে বিয়ের কাজ সমাধা করে ফেললেন। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর একদিন হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমর (রা) এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেনঃ 'যেদিন আপনি হাফসার বিয়ের ব্যাপারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সেদিন আমি কোন উত্তর না দেয়ায় আপনি মনে কষ্ট পেয়েছেন, তাই না?' হযরত উমর (রা) হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন।

আবুবকর (রা) বললেনঃ 'আপনার মেয়েকে বিয়ে করার ব্যাপারে আমার কোন আপত্তিই ছিলো না। কিন্তু একটি মাত্র প্রতিবন্ধকতা ছিলো, আমি জানতাম নবী করীম (সা) হাফসার বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দেবেন। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এ গোপন বিষয়টি প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। কেননা আপনি তো জানেন গোপন বিষয় গোপন রাখাও একটি আমানতদারী। যদি তিনি হাফসাকে গ্রহণ না করতেন তবে আমি তাকে বিবাহ করতাম। এজন্যই সেদিন আমি হ্যাঁ অথবা না কিছুই বলিনি।

**সূত্রঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষাঃ** জিনিস পত্র গচ্ছিত রাখার মতো কারো কোন গোপন কথাকে গোপন রাখাও আমানত। একজনের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া অথবা দামের উপর দামকরা অবৈধ। নিজ কন্যার বিয়ের প্রস্তাব পাত্রের নিকট অথবা পাত্রের অভিভাবকের নিকট সরাসরি দেয়ায় কোন দোষ নেই।

## অভিশাপ

বনী ঈস্রাইলের ঘটনা। জুরাইজ নামের এক ব্যক্তি শৈশব হতেই আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকতেন। শৈশব পেড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করলো কিন্তু ইবাদাতে কোন ক্লান্তি নেই। এমন কি বিয়ে করার কথা পর্যন্ত কেউ তার মুখ থেকে শুনতে পায়নি। ঘর সংসার বাদ দিয়ে সারাক্ষণ শুধু নিজের

www.pathagar.com

ইবাদাতখানায় নামায, জিকির, তাসবীহ্ তাহলীল ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত করেন। সংসারে একমাত্র মা।

একদিন জুরাইজ একাগ্রচিত্তে নামাযে দন্ডায়মান। এমন সময় তাঁর মা তাকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি নামায ছেড়ে মায়ের ডাকে সাড়া দিতে চাইলেন না। এমন কি নামায শেষে রাগের সাথে বললেনঃ 'আমি নামায পড়বো নাকি তোমার ডাকে সাড়া দেবো?'

এতে মা বিরক্ত হয়ে তাকে অভিশাপ দিলেনঃ হে আল্লাহ্! তাকে কোন বেশ্যার মুখ না দেখিয়ে মৃত্যু দিও না।'

অনেক দিন পর। জুরাইজ তাঁর ইবাদাতখানায় আল্লাহ্র ধ্যানে নিমগ্ন। এক মহিলা প্রতিজ্ঞা করলো আমি যে করেই হোক তাঁকে ফাঁসিয়ে ছাড়বো। তখন সে কুমতলবে গিয়ে জুরাইজকে ফুসলাতে লাগলো। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে এক রাখালের সাথে গিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। কিছু দিন পর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলো এবং তা জুরাইজের সন্তান বলে প্রচার করতে লাগলো।

একথা শুনে লোকজন জুরাইজের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সবাই মিলে জুরাইজের ইবাদাতখানা ভেঙ্গে দিলো এবং তাকে অনেক গালিগালাজ করতে লাগলো। জুরাইজ নিরূপায় হয়ে ওজু করে নামায আদায় করলেন। অতপর সে শিশুর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'তোমার (প্রকৃত) পিতা কে?' শিশু মায়ের কোল হতে জবাব দিলোঃ 'রাখাল আমার পিতা।' একথা শুনে লোকজন তাদের ভুল বুঝতে পারলো এবং তাঁর ইবাদাত গৃহটি স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করে দিতে চাইলো। তিনি অস্বীকার করে বললেনঃ 'না থাক। বরং আগের মতো মাটি দিয়েই আমার ঘরখানা তৈরী করে দাও।'

সূত্রঃ বুখারী শরীফ। কিতাবুল মাজালিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

শিক্ষাঃ কোন অবস্থাতেই পিতামাতার নাফরমানী করা উচিত নয়। সাময়িকভাবে কষ্ট হলেও সত্যের জয় অনিবার্য। আল্লাহ্র ওলীদের মাধ্যমেও অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়।

www.pathagar.com

# হক (অধিকার)

হিজরতের পর নবী করীম (সা) হযরত সালমান ফারেসী (রা) ও হযরত অবুদ্ দারদা (রা) এর মধ্যে ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দেন। একদিন তিনি আবুদ্ দারদা (রা) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর বাড়ীতে যান। তখন তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। আবুদ্ দারদা (রা)এর স্ত্রীকে পেলেন। জীর্ণশীর্ণ কাপড় পরিহিতা আলুথালু বেশ। (পর্দার আয়াত অবতীর্ণের পূর্বের ঘটনা।)

এ অবস্থায় উম্মে দারদা (রা)কে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'কি ব্যাপর! আপনি এমন মলিন বেশে কি করছেন?'

আবুদ্ দরদা (রা)এর স্ত্রী উম্মে দারদা (রা) ক্ষোভের সাথে বললেনঃ 'তোমার ভাই আবুদ্ দারদার তো আর দুনিয়ার কিছুর প্রয়োজন নেই। সর্বদা পরকাল নিয়েই ব্যস্ত।'

এমন সময় বাইরে থেকে হযরত আবুদ্ দারদা (রা) ফিরে এলেন এবং সালমান (রা) কে অভ্যর্থনা জানালেন। অতঃপর খাওয়ার ব্যবস্থা করে সালমান (রা) কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ 'ভাই আপনি খানা খান। আমি এখন খাবো না, রোযা রেখেছি।'

হযরত সালমান (রা) বললেনঃ 'আপনি না খেলে আমি খাবো না।' তখন আবুদ্ দারদা (রা)ও খেতে বাধ্য হলেন। কেননা তখনকার প্রচলন ছিলো মেহমানের সাথে মেজবানও খানায় শরীক হবেন।

এবার রাতে ঘুমাবার পালা। সালমান (রা)কে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে তিনি নামায পড়তে উদ্যত হলেন। সালমান (রা) তাকে ঘুমাতে অনুরোধ করলেন। তিনি কিছুক্ষণ ঘুমালেন। তারপর উঠে আবার নামাযের প্রস্তুতি নিলেন। এবারও ঘুমাতে বললেন। তারপর শেষ রাতে তাকে উঠালেন এবং দু'জনে নামায পড়লেন।

তারপর সকালে হযরত সালমান (রা) হযরত আবুদ্ দারদা (রা) কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

'আপনার উপর আপনার রবের হক আছে, আপনার নফসের হক আছে এবং পরিবারের হক আছে। কাজেই প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করুন।'

www.pathagar.com

আবুদ্ দারদা (রা) সব কথা একদিন নবী করীম (সা) এর নিকট বললেন। হুজুর (সা) বললেনঃ 'সালমান ঠিক কথা বলেছে।'

**সূত্রঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী। হযরত আবু জুহাইফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষাঃ** দুনিয়া ও আখিরাত তথা জীবনের প্রতিটি কাজের মধ্যেই ভারসাম্য রক্ষা করে চলা উত্তম।

## অনুতাপ

রাসূলে করীম (সা) এর ইন্তেকালের পর উম্মাহাতুল মুমিনীন (রা) এর মধ্যে যারা জীবিত ছিলেন তাঁদেরকে বায়তুলমাল হতে ভাতা দেয়া হতো। নবী পত্নীগণ সে ভাতা থেকে নিজেরা কষ্ট করে হলেও আল্লাহ্র পথে দান করা ছিলো তাদের স্বভাব। আয়েশা (রা) তো দিনার দিরহাম যা-ই হোক না কেন হাতে আসা মাত্র তা দান করে দিতেন। মুহূর্তের জন্যও এ চিন্তা করতেন না যে, তিনি কিভাবে চলবেন।

আয়েশা (রা) এর বোনের ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) তখন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তিনি এ খবর শোনে বললেনঃ 'আল্লাহ্র কসম! আয়েশাকে একাজ হতে বিরত থাকতে হবে অন্যথায় আমি তাকে বাধা দেবো।'

একথা হযরত আয়েশা (রা) এর কর্ণগোচর হলো। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'সত্যিই কি আবদুল্লাহ এ কথা বলেছে?' লোকজন বললেনঃ 'হ্যাঁ।'

তখন তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ্র কসম! আমি কখনো আর আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়েরের সাথে কথা বলবো না।'

যখন দীর্ঘ দিন এভাবে উভয়ের মধ্যে কথা বন্ধ থাকলো তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের (রা) সুপারিশের জন্য আয়েশা (রা) এর নিকট লোক পাঠালেন। আয়েশা (রা) উত্তর দিলেনঃ 'আল্লাহ্র শপথ! আমি কারো সুপারিশ গ্রহণ করবো না এবং তার সাথে কথাও বলবো না।'

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের (রা) অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হতে লাগলেন। পরিশেষে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং বললেনঃ 'তোমরা আমাকে যে ভাবে হোক আয়েশা (রা) এর নিকট নিয়ে চলো।'

অতঃপর তাঁরা তিনজন আয়েশা (রা) নিকট রওয়ানা হলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের (রা) কে চাদরের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে গেলেন। দরজায় গিয়ে সালাম দিলেন। সালামের জবাব পেয়ে একজন বললেনঃ 'উম্মুল মুমিনীন! আমরা কি ভেতরে আসতে পারি?

তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ ভেতরে আসুন।'

আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ 'আমরা সবাই কি ভেতরে আসবো?'এবারো উত্তর এলো ঃ 'হ্যাঁ, সবাই ভেতরে আসুন।' কিন্তু তিনি জানতেন না যে, তাদের সাথে আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের (রা) ও আছেন। যাহোক তাঁরা সবাই ভেতরে প্রবেশ করা সাথে সাথে আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের (রা) পর্দার ভেতর চলে গেলেন এবং আয়েশা (রা) এর গলা ধরে কাঁদতে লাগলেন আর কসম ভঙ্গের জন্য অনুনয় বিনয় করা শুরু করলেন। এদিকে মিসওয়ার ও আবদুর রহমান (রা) ও সুপারিশ করতে লাগলেন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করার জন্য নবী করীম (সা) এর বানী সমূহ স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন।

অনেক পীড়াপীড়িত পর তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের (রা) এর সাথে কথা বললেন এবং কসম ভঙ্গঁ করলেন। কাফফরা স্বরূপ চল্লিশ জন ক্রীতদাস কে আযাদ করে দিলেন। পরবর্তীতে তিনি কসমের কথা মনে করে অনুতাপে কেঁদে ফেলতেন। এমন কি তাঁর চোখের পানিতে উড়না পর্যন্ত ভিজে যেতো।

সূত্রঃ সহীহ্ আল্ বুখারী। রিয়াদুস সালেহীন।

## হযরত উমর (রা) এর ইজতিহাদ

উমর (রা) এর শাসন কাল। কোন কাজ উপলক্ষ্যে তিনি সিরিয়া যাচ্ছিলেন। 'সারগ' নামক স্থানে পৌছে যাত্রা বিরতি করলেন। তখন সেনা

www.pathagar.com

বাহিনীর অফিসারগণ হযরত আবু উবায়দা (রা) এর নেতৃত্বে উমর (রা) এর নিকট এলেন। বললেনঃ 'আমীরুল মুমিনীন। সিরিয়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে। এখন কি করবেন?'

তখন হযরত উমর (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)কে ডেকে বললেনঃ 'যাও, সর্বপ্রথম হিজরতকারী মুহাজিরদেরকে আমার নিকট ডেকে আনো।'

তাদেরকে আনা হলে তিনি সিরিয়ায় যাবার ব্যাপারে তাঁদের নিকট পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা দ্বিমত পোষণ করলেন।

একদল বললেনঃ 'আপনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হয়েছেন, ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না।'

অপরদল বললেনঃ 'আমীরুল মুমিনীন! আপনার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) এর সাহাবী সহ আরো অনেক লোক আছে এদেরকে নিয়ে মহামারীর এলাকায় যাওয়া আমরা সমিচীন মনে করিনা।'

অতঃপর তিনি আনসারদের সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। কিন্তু তাঁরা ও মুহাজিরদের ন্যায় দু'দল হয়ে গেলেন। আবার তিনি যারা কুরাইশদের মধ্যে মক্কা বিজয়ে শরীক হয়েছিলেন তাদেরকে ডাকলেন।

এবার সবাই একমত হয়ে বললেনঃ 'জনাব, আমরা মহামারীর এলাকায় না গিয়ে ফিরে যাওয়াকেই ভালো মনে করি।'

উমর (রা) বললেনঃ 'সবাইকে বলে দাও আমরা আগামী কালই এখান হতে ফিরে যাবো।' এ কথা শোনে সেনাপতি আবু উবায়দা (রা) বললেনঃ 'আপনি আল্লাহ্র নির্ধারিত তাকদীর থেকে কি পালিয়ে যাচ্ছেন?'

উমর (রা) বললেনঃ 'আবু উবায়দা! তুমি একথা বললে? তুমি ছাড়া অন্য কেউ একথা বললে মানোতো। হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্র নির্ধারিত তাকদীর থেকে আরেক নির্ধারিত তাকদীরের দিকে ফিরে যাচ্ছি। দেখো, তোমার কাছে যদি উট থাকে এবং তা নিয়ে যদি কোন মাঠে বা উপত্যকায় চড়াতে যাও আর সেখানে যদি দু'টো অংশ থাকে, একটি সবুজ শ্যামল এবং অপরটি মরুময় ঘাস পাতাহীন। এখন বলো, যদি তুমি সবুজ শ্যামল চারণ ভূমিতে

www.pathagar.com

উট চড়াও তবে তা কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাকদীর হবে না? আর যদি মরুময় এলাকায় উট চড়াও তাও কি নির্ধারিত তাকদীর নয়?'

ইত্যবসরে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এসে উপস্থিত হলেন। এতক্ষণ তিনি কোন প্রয়োজনে বাইরে ছিলেন। সিদ্ধান্ত শুনে তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছিঃ 'যখন তোমরা কোন এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়ার খবর পাবে তখন তোমরা সে এলাকার দিকে পা বাড়াবে না আর যদি সেখানে অবস্থান করো তবে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে না।'

এ হাদীস শুনে উমর (রা) সঠিক ইজতিহাদের জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন।

**সূত্রঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী ও সহীহ্ আল্ মুসলিম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

## বহিষ্কার

খায়বারে ইহুদীদের বসতি ছিলো। সেখানে মুসলমানগণ বাস করতো না। তবে তাদের জমিজমা ও বাগান ছিলো। সেগুলো তারা দেখাশোনা করতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)এর একটি জমিও সেখানে ছিলো। একদিন তিনি তাঁর জমি দেখা শোনার জন্য খায়বার গেলেন এবং সেখানে রাত্রিযাপন করলেন। রাতের আঁধারে ইহুদীগণ আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) এর উপর চড়াও হলো এবং তাঁর দুটো হাত-পা ভেঙ্গে দিলো।

তখন হযরত উমর (রা)এর খিলাফত কাল। তিনি ঘটনা শুনে মজলিসে শুরার অধিবেশন আহবান করলেন এবং ইহুদীদেরকে খায়বার থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তখন আবু হুকায়ক গোত্রের সর্দার এসে উমর (রা) এর সাথে দেখা করলো এবং বললোঃ 'আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাদেরকে খায়বার থেকে বহিষ্কার করবেন?' অথচ মুহাম্মদ (সা) আমাদেরকে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছেন।'

উমর (রা) বললেনঃ 'তুমি কি মনে করছো যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)

www.pathagar.com

এর সে উক্তি ভুলে গিয়েছি? যখন তিনি বলেছিলেনঃ তোমার অবস্থা কেমন হবে। খায়বার থেকে বহিষ্কারের পর তোমার উটগুলো রাতের পর রাত তোমাকে নিয়ে পথ চলবে।' ইহুদী গোত্রপতি বললোঃ এ উক্তিতো আবুল কাসিম ঠাট্টা করে করেছিলেন।

হযরত উমর (রা) মুসলমানদের পরামর্শে অটল ছিলেন। তাই তিনি খায়বার থেকে ইহুদীদেরকে বহিষ্কার করেই ছাড়লেন।

**সূত্রঃ** সহীহ্ আল্ বুখারীর হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষাঃ** যেমন কর্ম তেমন ফল।

## কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা

মদীনার ইহুদী সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ। সুদের ব্যবসায় তার সমকক্ষ আর কেউ নেই। সেই সুবাদে ধনী গরীব সকলের নিকট সে সুপরিচিত। তার প্রভাব সকল মহলে সমান। তাই সর্বক্ষণ মুসলমানদের ক্ষতি করার নীল নক্সা প্রণয়নে সে ব্যস্ত থাকতো। এমনকি আল্লাহ্র রাসূল (সা)কেও হত্যার পরিকল্পনা সে করেছিলো। মোট কথা মুসলমানদেরকে সে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলো।

একদিন নবী করীম (সা) বললেনঃ কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করতে তোমরা কে প্রস্তুত আছো? সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে।'

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কি চান যে আমি তাকে হত্যা করি?'

তিনি উত্তর দিলেনঃ 'হ্যাঁ।'

তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা আরজ করলেনঃ 'তবে আমাকে কিছু কৃত্রিম কথা বলার সুযোগ দিন।'

রাসূল (সা) তাঁকে তা বলার অনুমতি দিলেন।

তিনি কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট গিয়ে বললেনঃ 'এ লোকটি [নবী করীম (সা) ] সর্বদা আমাদের নিকট সাদকা চায়। সে আমাদেরকে বহু

www.pathagar.com

উৎপীড়ন করে। তাই বাধ্য হয়ে আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি।'

কা'ব বললোঃ এখনো সময় আছে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো। আল্লাহ্‌র কসম! সে তোমাদেরকে আরো বেশী উৎপীড়ন করবে এবং আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে।'

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) বললেনঃ 'আমরা তাঁর অনুসরণ করছি, তবে শেষ না দেখে ছাড়ছি না। এখন আমাকে দু'এক ওসাক খাদ্য ধার দিন।'

কা'ব ইবনে আশরাফ বললোঃ ঋণ তো চাও তবে কিছু বন্ধক রাখো।'

তিনি বললেনঃ 'আপনি আমার নিকট কি বন্ধক চান?'

কা'ব বললোঃ তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখো।'

তিনি বললেনঃ 'আপনি আরবের সবচেয়ে সুশ্রী ব্যক্তি। কি করে আমি আপনার নিকট স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখি?'

তখন সে পুত্র সন্তানদেরকে বন্ধ রাখতে দাবী করলো। এতেও তিনি অস্বীকার করেন এবং বলেনঃ 'দু'এক ওসাক খাদ্য ঋণ নিয়ে ছেলেদেরকে বন্ধক রাখবো এতো আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। আমরা আপনার নিকট অস্ত্র-শস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি।'

একথা বলে পুনরায় যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি চলে আসলেন। অতঃপর কা'ব ইবনে আশরাফের দুধ ভাই আবু নাইলা ও আরো দু'ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি রাতে কা'বের বাড়ীতে গেলেন। আগেই তাদেরকে বলে রেখেছিলেন যে, আমি কোন ওসীলায় কা'বের মাথার চুল ধরে শুকতে থাকবো তখন তোমরা তরবারী দিয়ে তাকে আঘাত করবে।'

কা'ব ইবনে আশরাফের বাড়ী গিয়ে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) তাকে ডাক দিলেন। ডাক শোনে তাদেরকে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করতে অনুমতি দিলো এবং সে দোতলা থেকে নীচে নামার প্রস্তুতি নিলো। স্ত্রী এসে তাকে বাঁধা দিয়ে বললোঃ 'দেখো, তুমি নীচে যেওনা। আমার মনে হচ্ছে তাদের ডাকের সাথে রক্তের ফোটা ঝরছে।'

www.pathagar.com

কা'ব বললোঃ 'সব ব্যাপারে তোমার বাড়াবাড়ি। কোন অপরিচিত ব্যক্তিতো নয় শুধু ইবনে মাসলামা ও আমার দুধ ভাই আবু নাইলা।'

কা'ব ইবনে আশরাফ একটি চাদর গায়ে দিয়ে নীচে নেমে এলো। তার শরীর থেকে সুগন্ধ বের হয়ে চারদিক আমোদিত করছিলো।

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) বললেনঃ 'আজকের মতো এতো উত্তম সুগন্ধি আমি জীবনেও দেখিনি। আপনার মাথা শুকতে অনুমতি দেবেন কি?

সে বললোঃ 'দেখো।'

ইবনে মাসলামা মাথা শুকলেন এবং সাথীদেরকে শুকালেন। তারা আবার শুকার জন্য অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পাওয়ার পর এবার তিনি কা'বের চুল শক্ত করে ধরে ফেললেন এবং সাথীদের কে বললেনঃ 'তরবারী চালাও।'

সকলে মিলে তাকে হত্যা করে নবী করীম (সা) এর নিকট এসে সুসংবাদ দিলেন। শুনে নবী করীম (সা)ও খুশী হলেন।

**সূত্রঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষাঃ** ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে হত্যা করা বৈধ। কিন্তু হত্যার হুকুম অবশ্যই রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান কাজী বা বিচারপতির তরফ থেকে ঘোষিত হতে হবে। নতুবা তা বৈধ হবে না। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের ময়দানে অথবা আল্লাহ্র দুশমনদের সাথে ধোকাবাজি করাও বৈধ।

## সাদকা

পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে ধনী ও দানশীল এক ব্যক্তি ছিলো। সর্বদা দান করাই ছিলো তা নেশা। একদিন সে সাদকা করার জন্য কিছু স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। রাস্তায় এক লোককে অভাবী মনে করে সে তাকে সাদকা দিয়ে বাড়িতে চলে এলো। এ ঘটনা দেখে লোকজন সমালোচনা করলোঃ "অমুক ব্যক্তি আজ চোরকে সাদক দিয়েছে।"

www.pathagar.com

সমালোচনা শুনে দাতা ব্যক্তি বললোঃ 'হে আল্লাহ! তুমিই সকল প্রশংসার অধিকারী এবং একমাত্র তুমিই নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।'

পরদিন সে আরো কিছু স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ঘর থেকে বের হলো সাদকা করার উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে এক দরিদ্র মহিলার সাক্ষাৎ পেয়ে তাকে সাদকা দিয়ে ফিরে এলো।

পরদিন লোক সমালোচনা করলো যে, অমুকে একজন বেশ্যাকে সাদকা দিয়েছে। লোকটি পূর্বের মতোই বললোঃ 'আল্হামদু লিল্লাহ্।'

তৃতীয় দিন সে আবার সাদকা নিয়ে বের হলো এবং এক লোককে তা দিয়ে বাড়ীতে চলে এলো। এবার লোকেরা বলাবলি করতে লাগলোঃ 'দেখো! অমুকে অমুক ধনী লোককে সাদকা দিয়ে এসেছে। তার সমস্ত দান অপাত্রে পড়েছে।'

লোকটি ব্যথিত হয়ে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করলোঃ 'হে আল্লাহ্! তুমিই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। একমাত্র তুমিই নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। আমার সাদকা ধনী, চোর ও বেশ্যার হাতে পড়েছে। হে আল্লাহ্ তবুও তুমিতা কবুল করো।'

রাতে আল্লাহ্ তাঁকে স্বপ্ন দেখালেন। বললেন, "চিন্তা করো না। তোমার সমস্ত সাদকা আল্লাহ্ কবুল করেছেন। চোরের হাতে তোমার সাদকা পৌঁছেছে কারণ সে যেনো চুরি হতে বিরত থাকে। বেশ্যার হাতে পড়েছে যেনো সে বেশ্যাবৃত্তি থেকে পবিত্র থাকতে পারে। আর ধনী ব্যক্তি যেনো তোমার সাদকা পেয়ে লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র পথে দান করতে অনুপ্রাণিত হয়।"

সূত্রঃ সহীহ্ আল্ বুখারী। হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

## পাথরের দৌড়ানো

মূসা (আ) এর শরীয়তে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা অবৈধ ছিলো না। তবুও মূসা (আ) কখনো নগ্ন হয়ে গোসল করাটা পছন্দ করতেন না। এজন্য বনী ইস্রাঈলের দুর্মুখেরা মূসা (আ) এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের কুৎসা রটনা করে

www.pathagar.com

বেড়াতো। কেউ কেউ বলতোঃ "মূসার অন্ডকোষে 'কোষবৃদ্ধি' রোগ আছে তাই কাউকে না দেখিয়ে গোপনে গোসল করে।' আবার কেউ বলতোঃ তার 'শ্বেত রোগ আছে তাই গোপনে গোসল করে।"

এক দিনের ঘটনা। মূসা (আ) কাপড় খুলে একটি পাথরের উপর রেখে নগ্ন হয়ে গোসল করছিলেন। গোসল শেষে কাপড় পরার জন্য যেই পাথরের দিকে হাত বাড়িয়েছেন অমনি পাথরটি কাপড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো। মূসা (আ)ও পাথরের পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেনঃ 'হে পাথর! আমার কাপড় দাও।' এদিকে সবাই দেখলো যে, মূসা (আ) এর বিরুদ্ধে যে অপবাদ দেয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। তার কোন রোগ নেই। এক পর্যায়ে পাথর থামলো। মূসা (আ) কাপড় নিয়ে পরলেন এবং রাগ করে পাথরকে পেটাতে লাগলেন।

সূত্রঃ সহীহ্ আল্ বুখারী। আবু হুরাইরা (রা) এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

## সন্দেহ অপনোদন

রমযান মাস। শেষের দশক। নবী করীম (সা) মসজিদে ই'তেকাফরত। সন্ধার পর কি এক প্রয়োজনে উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা) নবী করীম (সা) এর নিকট গেলেন। প্রয়োজনীয় কথা শেষ করে ফেরার সময় হুজুর (সা) তাঁকে এগিয়ে দিতে এলেন। একটু দূর দিয়ে দু'জন আনসার সাহাবী যাচ্ছিলেন। হুজুর (সা) কে দেখে তাঁরা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন।

নবী করীম (সা) তাদেরকে ডাক দিয়ে থামালেন। তারপর বললেনঃ 'এ হলো আমার স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াই।'

লজ্জিত হয়ে আসনারদ্বয় বললেনঃ "সুবহানাল্লাহ্! আমরা কি আপনার সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করবো?"

তিনি বললেনঃ "শয়তান মানুষের রক্তের শিরায় উপশিরায় চলাচল করে। আমার আশংকা হলো শয়তান তোমাদের মনের মধ্যে সন্দেহের বীজ বুনতে পারে।"

www.pathagar.com

**সূত্রঃ** সহীহ্ আল্ বুখারী ও সহীহ্ আল মুসলিম। হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে।

**শিক্ষাঃ** কোন ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ থাকলে তা পূর্বেই নিরসন করে দেয়া উচিৎ। কেননা শয়তান মানুষের মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিয়ে বিপর্যয় ঘটাতে তৎপর।

www.pathagar.com

## রূহের খোরাকের জন্য আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই পড়ুন–

### আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কিছু কিতাব–

- ❖ আনোয়ারুল বয়ান (কুরআনের তাফসীর) ৯ খণ্ডে
- ❖ বিষয়ভিত্তিক আল কুরআন
- ❖ বিষয়ভিত্তিক হাদীস (বাংলা ফয়যুল কালাম)
- ❖ হাদীস কাহিনী
- ❖ আল-কোরআন শ্রেষ্ঠ মোজেযা
- ❖ ওয়াজে বে-নজীর বা চমৎকার ওয়াজ
- ❖ হার পেরেশানী কা এলাজ "দুশ্চিন্তা মুক্তির উপায়"
- ❖ কুদরতের কারিশমা
- ❖ আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার জবাব
- ❖ প্রিয় নবীর (সা) অশ্রু
- ❖ নারীর অলঙ্কার
- ❖ মরা লাশ যুদ্ধ করে
- ❖ নারী পর্দায় থাকবে কেন ? ও নারী মুক্তির পথ
- ❖ রাসূল (সা) এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন
- ❖ মরনের পূর্বে ও পরে
- ❖ কবর আযাব কি ও কেন, বাস্তব ঘটনাসহ
- ❖ স্বামী-স্ত্রীর মিলন তত্ত্ব ও দাম্পত্য জীবনের জরুরী কথা
- ❖ ছোট বেলায় প্রিয় নবী (সা)
- ❖ দাকায়েকুল হাকায়েক "মৃত্যু রহস্য"
- ❖ খ্রীস্ট ধর্মের বিকৃতির ইতিহাস
- ❖ রূহে তাসাউফ
- ❖ দাড়ি রাখব কেন?
- ❖ বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে আল্লাহকে দেখেছি
- ❖ নবী-ওলী ও মুসলিম মনীষীদের অবিস্মরণীয় বাণী
- ❖ সুন্নত ও বিদ'আত
- ❖ মুসলিম শিশুদের নামের ভাণ্ডার
- ❖ ফাঁসির মঞ্চে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা
- ❖ বীর দীপ্ত নারী (উপন্যাস)
- ❖ আমলের পুরস্কার ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী
- ❖ প্রিয় নবীর (সা) হাস্য-রসিকতা
- ❖ বিশ্ব নবীর (সা) ১০০ অনন্য বৈশিষ্ট্য
- ❖ সমকালীন জরুরী মাসায়েল
- ❖ কালীলা-দিমনা (শিক্ষণীয় গল্পের ঝুলি)
- ❖ আল্লাহর জিকিরের মাহাত্ম্য
- ❖ ইসলামের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক
- ❖ বিশ্বনবীর (সঃ) জীবনী
- ❖ হালাল রূযী রোযগার
- ❖ মহিলাদের ওয়াজ (১ম-৩য় খণ্ড)
- ❖ থানবী (রঃ)-এর অমীয় বাণী
- ❖ আল্লাহর মুহব্বত লাভের উপায় (১-৩য় খণ্ড)
- ❖ গল্প শুধু গল্প নয়
- ❖ সাহাবায়ে কেরামের (রা) কান্না
- ❖ প্রিয় নবীর (সঃ) প্রিয় সুন্নত
- ❖ দারিদ্র মুক্তির আমল
- ❖ মেসওয়াকের গুরুত্ব ও ফজীলত
- ❖ মহিলাদের তা'লীম বা আদর্শ নারী শিক্ষা
- ❖ বেহেশ্‌তী নারী (তারিক জামিলের অমূল্য বয়ান)
- ❖ আল্লাহ ওয়ালাদের মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা
- ❖ সহীহ আমালে যিন্দেগী
- ❖ গীবত ভয়াবহ
- ❖ শয়তান যেভাবে ধোঁকা দেয়
- ❖ ছোটদের প্রিয় নবী (সা)
- ❖ বুখারী শরীফ (তাজরীদুস সহীহ)
- ❖ দ্বীনদার স্বামী ও দ্বীনদার স্ত্রী
- ❖ বেহেশ্‌তী খুশবু
- ❖ মহিলাদের মাসআলা মাসায়িল
- ❖ টি, ভি, দেখার ভয়াবহ পরিণতি
- ❖ বিষয়ভিত্তিক মাসয়ালা মাসায়িল
- ❖ শেখ সাদীর ১০০ গল্প
- ❖ কবীরা গুনাহ (৪৬৭ টি বড় গুনাহ)
- ❖ মছনবীর গল্প (আদর্শ গল্পগুচ্ছ)
- ❖ আখেরাতের সম্বল
- ❖ অসুস্থতা ও বিপদাপদের প্রতিদান
- ❖ তওবার ফযীলত ও গুরুত্ব
- ❖ নামাযের দার্শনিক তত্ত্ব
- ❖ বেহেশ্‌তী জেওর
- ❖ ঋণের ভয়াবহ পরিণতি
- ❖ মুসলিম মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- ❖ আল-কুরআনের জ্ঞান কোষ
- ❖ আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে

❑ বিশ্বখ্যাত ইসলামী ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযীর লিখিত বই–

১. চূড়ান্ত লড়াই, ২. রক্তাক্ত ভারত, ৩. রক্ত নদী পেরিয়ে, ৪. শত বর্ষ পরে, ৫. লৌহ মানব, ৬. মরু সাইমুম, ৭. সংস্কৃতির সন্ধানে, (লেখকের অন্যান্য বই ধারাবাহিকভাবে বের হবে)

❑ বিশ্বনন্দিত ইসলামী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাস রচিত–

১. দামেস্কের কারাগারে, ২. শেষ আঘাত (১ম+২য়+৩য় খণ্ড) ৩. সিংহ শাবক (লেখকের অন্যান্য বই বের হবে)

❑ খুচরা, পাইকারী ও ভি. পি. যোগে কিতাব পাইবার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা–

**আল-এছহাক প্রকাশনী । আল-আবরার প্রকাশনী**


www.pathagar.com

www.pathagar.com

# আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি বই ঃ

## আপনার সংগ্রহে রাখার মত আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

* বিষয়ভিত্তিক আল কুরআন
* আল-কুরআন শ্রেষ্ঠ মু'জিযা
* সহীহ বোখারী শরীফ
* বিষয়ভিত্তিক হাদীস (বাংলা ফয়যুল কালাম)
* সুন্নাত ও বিদ'আত
* রূহে তাসাউউফ বা আধ্যাত্মিকতার প্রাণশক্তি
* বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে ও অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
* নবী-ওলী ও মুসলিম মহামনীষীদের অবিস্মরণীয় বাণী
* দাকায়েকুল হাকায়েক- "মৃত্যু রহস্য"
* গল্প শুধু গল্প নয়
* হার পেরেশানী কা এলাজ (দুশ্চিন্তা মুক্তির উপায়)
* দারিদ্র মুক্তির আমল
* ছোটবেলায় প্রিয় নবী (সাঃ)
* বেহেশতী খুশবু
* কুরআনের জ্ঞানকোষ
* অসুস্থতা ও বিপদাপদের প্রতিদান
* তাওবার গুরুত্ব ও ফজিলত
* ফাসির মঞ্চে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা
* প্রিয়নবীর (সাঃ) হাস্য-রসিকতা
* ইসলামের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক
* কবীরা গুনাহ (৪৬৭টি বড় গুনাহ)
* নামাযের দার্শনিক তত্ত্ব (ক্বারী তৈয়ব সাহেব)
* শিক্ষণীয় গল্পের ঝুলি (কালিলা-দিমনা)
* কুদরতের কারিশমা
* ছোটদের প্রিয় নবী (সাঃ)
* বিশ্ব নবীর (সাঃ) জীবনী
* বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে আমি আল্লাহকে দেখেছি
* শেখ সাদীর ১০০ গল্প

## নসীম হিজাযী ও আলতামাসের ইসলামী উপন্যাস

### নসীম হিজাযীর লিখিত-

* রক্তাক্ত ভারত
* রক্ত নদী পেরিয়ে
* চূড়ান্ত লড়াই
* লৌহ মানব
* মরু সাইমুম
* শত বর্ষ পরে
* সংস্কৃতির সন্ধানে
* হেজায থেকে ইরান
* দামেস্কের কারাগারে
* শেষ আঘাত ১ম-৩য় খণ্ড
* সিংহ শাবক
* বীরদীপ্ত নারী

আল-এছহাক প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা